# বিপ্লবী কানাই

শ্রীশ্যামল কুমার গোস্বামী বি. এ.

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত



মণ্ডল এণ্ড সন্স্ : পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
: ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৩৭

মুদ্রাকর :
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২/এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

# "বিপ্লবী কানাই"

যাদের নিয়ে নাটক—

| | | |
|---|---|---|
| মিঃ হিউ | ... | পুলিশ অফিসার |
| নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | দারোগা |
| বারীন ঘোষ | ... | বিপ্লবী নেতা |
| কানাই, নরেন, সত্যেন, প্রফুল্ল | | ঐ সহচরগণ |
| মিঃ রে | ... | সরকারী পদস্থ কর্মচারী |
| অবিনাশ | ... | জনৈক ধনী |
| যোগেন | ... | জেলার |
| মহাকাল | ... | ত্রিকালজ্ঞ |
| প্রতুল | ... | গুপ্তচর |

যাত্রী-উপেন অধিকারী তিনকড়ি

কনেষ্টবল, হরি, অশোক

| | | |
|---|---|---|
| কলিন্স | ... | হিউএর কন্যা |
| অমলা | ... | অবিনাশের স্ত্রী |
| সীতা | ... | ঐ কন্যা |

## প্রথম রজনীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন—

| | | |
|---|---|---|
| হিউ | ... | গোপী দে |
| নন্দ | ... | শক্তি গাঙ্গুলী |
| বারীন | ... | রবি বর্মন |
| কানাই | ... | রনজিত সরকার |
| নরেন | ... | কুমারেশ ব্যানার্জ্জী |
| সত্যেন | ... | দুর্গা ব্যানার্জ্জী |
| প্রফুল্ল | ... | মহাদেব পাত্র |
| মিঃ রে | ... | কিরণকুমার |
| অবিনাশ | ... | শ্যামল দাস |
| যোগেন | ... | বলাই গড়াই |
| মহাকাল | ... | তারক কাঞ্জীলাল |
| প্রতুল | ... | ফণি গাঙ্গুলী |
| কলিঙ্গ | ... | অনন্তা নাগ |
| অমলা | ... | অঞ্জনা ভট্টাচার্য |
| সীতা | ... | সুপ্রিয়া মুখার্জ্জী |

প্রথম অভিনয় :—মহাষ্টমী

স্থান :—এগ্রিকো কলোনী, টাটানগর

# আমার কথা

আমার কথা কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে নাট্যাচার্য্য ৺ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের নাম। ওঁরই নির্দেশে লিখতে সুরু করি আমি। এই বিপ্লবী কানাই তাঁরই আশীর্বাদের ফল।

অনেকের মত নাটক নিয়ে প্রথমে আমাকেও অনেক বিদ্রূপ অনেক উপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে। পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরেছি অনেক জায়গায়। কিন্তু না সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। হতাশায় ভ'রে উঠেছে মন। এমন সময় সাহায্যের হাত বাড়ালেন ক্যালকাটা অপেরার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীউপেন অধিকারী। তাঁর সহানুভূতি না পেলে হয়তো না কের অপমৃত্যুই ঘটতো।

"যুগান্তর কর্মী ছিল ওরা কানাই নরেন সত্যেন। সরল বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে ওরা ছিল আবদ্ধ। কিন্তু নরেনের রাজসাক্ষী হওয়ার সংবাদ শুনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো কানাই আর সত্যেন।" "না বিশ্বাস-ঘাতকদের স্থান হবে না বাংলার মাটিতে গর্জে উঠলো কানাই। তদানীন্তন বৃটিশের সুরক্ষিত কারাগারের বিশিষ্ট কয়েদী নরেনকে ওরা হত্যা ক'রে নিজেরাও মৃত্যুবরণ করলো"—এরকম হত্যা শুধু ভারতে নয় সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেও নেই। অন্তত খৃষ্ট-জন্মের পর এই বিস্ময়কর অথচ ভয়াবহ কাহিনী নিয়ে রচিত হ'য়েছে এই নাটক। কতটুকু সফল হ'য়েছি বলতে পারি না তবে ক্যালকাটা অপেরার বিজয় স্তম্ভ এই নাটক। অবশ্য তাতে ক্যালকাটা অপেরার কুশলী শিল্পীবৃন্দের দানই বেশী একথা স্বীকার করতেই হবে।

নাটকের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে এদেশের ও বিদেশের কয়েকজনের রচনা থেকে। সেগুলো সরবরাহ করেছেন আঁইয়া বঙ্কিম পাঠাগার ও

রামপাড়া মোক্ষদাময়ী পাঠাগারের গ্রন্থগারিক শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামী ও শ্রীনিমাই চন্দ্র মান্না। এদের কাছে আমি ঋণী।

প্রকাশনার ব্যাপারে অনেক পরিশ্রম করেছেন শক্তিমান নট শ্রীশক্তি গাঙ্গুলী ও তরুণ অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীর মণ্ডল মহাশয়। বস্তুত ওঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হ'তো না। তাই এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। এছাড়া পরোক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন আমার আবাল্যের গুরু শ্রীগৌরমোহন হাজরা আর এই নাটকের সাফল্যের মূলে আছে অনুজ সদৃশ শ্রীকানাই হাজরার পরামর্শ। এদের কাছেও আমার ঋণের শেষ নেই।

হোসেনপুর<br>
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া<br>
১৩ই বৈশাখ



ইতি<br>
গ্রন্থকার

# উৎসর্গ

স্বর্গগতা জননী ৺হরিদাসী দেবীর
শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

শ্রীব্রজেন দে রচিত—

# করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর

[ বাংলা মায়ের সুসন্তান বীরসিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগরের ঘটনা বহুল জীবন চরিত নিয়ে নাটক রচিত। বিদ্যাসাগর কিভাবে সমাজের কুসংস্কার দূর করে বীব বাঙালী বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত করতে। এই নাটক আপনাকে বিস্মৃত ও অভিভূত করবে। পড়ুন ও অভিনয় করুন। মূল্য—৪'০০ ]

---

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত—

# জনতার রায়

[ বাংলার জনগণের একান্ত মর্মবাণী এই জনতার রায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে বাঁচার দাবী নিয়ে এগিয়ে এলো বাংলার জনগন। অবশেষে সুরু হ'ল অত্যাচার। পরিনামে কি হলো? কারা পেল জনতার রায়। এর উত্তর পাবেন নাটকের প্রতিটি অংকে প্রতিটি দৃশ্যে। অভিনয় করুন সুনাম অর্জন করবেন। মূল্য—৪'০০ ]

---

অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত—

# বিনয়-বাদল-দিনেশ

[ লাঞ্ছিতা নির্য্যাতীতা বঙ্গজননীর নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিতে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো এই তিন বীর যুবক। যাদের বিশ্বাস— ঘাতকতায় সম্রাজ্যবাদী ইংরাজ অত্যাচারের চাবুক হাতে এগিয়ে চলছিল সেই বিশ্বাস ঘাতকদের দিল চরম শিক্ষা, এই বিপ্লবী বীর তিন যুবক। কিন্তু পরিণামে কি হ'লো? এর উত্তর পাবেন, জ্বালাময়ী সংলাপে, ঘাত-প্রতিঘাতে। অভিনয় করুন। মূল্য—৪'০০ ]

# বিপ্লবী কানাই

## সূচনাঙ্ক

### ময়দান প্রান্তর

দুইজন নাগরিক আসিল

প্রথম নাগরিক। বন্ধুগণ! আজ আমরা এখানে কেন মিলিত হয়েছি আপনারা জানেন। এই উৎসবের দিনে আপনাদের কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে আজ আমরা মুক্ত। স্বাধীন ভারতের এই পুন্য প্রভাতে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, আজ আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বলুন ভাইসব, সমস্বরে বলুন—বন্দেমাতরম্

দ্বিতীয় নাগরিক। বন্দেমাতরম্!

প্রথম „ জয়হিন্দ।

দ্বিতীয় „ জয়হিন্দ।

প্রথম „ স্বাধীন ভারত কী—

জনৈক ভিখারী আসিল

ভিখারী। বন্ধ কর, বন্ধ কর এই চীৎকার

প্রথম নাগরিক। কে?

ভিখারী। শত শত দরিদ্র ভারতবাসীর একজন।

দ্বিতীয় নাগরিক। স্বাধীনতা উৎসবে বাধা দিচ্ছ?

ভিখারী। হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি।

প্রথম নাগরিক। কেন?

ভিখারী। এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।

প্রথম নাগরিক। ভিক্ষুক!

ভিখারী। ধমকালে কি হবে? কথাটা তো সত্য।

দ্বিতীয় নাগরিক। সামান্য পথের ভিখারী তুমি, তুমি কি বুঝবে ভারত স্বাধীন—

ভিখারী। চুপকর। ভারত স্বাধীন একথা বলে কে?

প্রথম নাগরিক। দেখতে পাচ্ছো না? গ্রাম ও শহরের অলিতে গলিতে স্বাধীনতার উৎসবের কি উচ্ছ্বাস? জাননা—আজ থেকে কুড়ি বছর আগে বিদেশী ইংরেজ ভারত থেকে নির্বাসিত? স্বাধীন ভারতের যশোগানে দিগন্ত আজ মুখরিত?

ভিখারী। না—না ভুল।

দ্বিতীয় নাগরিক। ভুল?

ভিখারী। অস্বীকার করতে পার? তোমরা বলছো ভারত স্বাধীন হয়েছে—কিন্তু বলতে পারো স্বাধীনতার অর্থ কি? বলতে পারো এই ঝুটা স্বাধীনতা ভোগ করছে কারা?

প্রথম নাগরিক। (দ্বিতীয়ের প্রতি) লোকটা পাগল নাকি?

ভিখারী। কি বলছো? আমি পাগল? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো—আমি পাগল। দেশের এই দুরবস্থার কথা ভাবলে কোনো মানুষ পাগল না হয়ে পারে?

প্রথম নাগরিক। কি বলছো যা তা? আমরা স্বাধীন—একথা কি মিথ্যে? অস্বীকার করতে পারো বিশ্বের দরবারে আমাদের একটা স্থান আছে?

ভিখারী। হ্যাঁ তা আছে। তবে কি জান—সে স্থান সম্মানের নয়।

দ্বিতীয় নাগরিক। সম্মানের নয়?

ভিখারী। না। চোখ মেলে চেয়ে দেখো, শোনো জগৎ আজ কি বলছে।

দ্বিতীয় নাগরিক। কি বলছে?

ভিখারী। বলছে—দরিদ্র ভারত, ভিখারী ভারত—ঋণের দায়ে বিদেশীর কাছে বিকিয়ে যাওয়া ভারত।

প্রথম নাগরিক। মূর্খ তারা। চেনে না তারা ভারতকে, জানে না তারা ভারতের প্রকৃত স্বরূপ। দূর থেকে কল্পনার রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে ভারতকে যারা চিনতে চেষ্টা করে, ভারত সম্বন্ধে এই হীনোক্তি সেই সব বাতুলরাই করতে পারে।

ভিখারী। হাঃ হাঃ হাঃ।

দ্বিতীয় নাগরিক। হাসছো যে?

ভিখারী। হাসি পাচ্ছে। বিশ বছর আগে স্বাধীনতার নামে যে বিষভাণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছে আমাদের হাতে—তারই নেশায় আমরা মসগুল হয়ে আছি। তাই আজকের খণ্ডিত ভারতের, এই মর্মস্পর্শী ছবি—আমাদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে নি। হাজার হাজার দরিদ্র ভারতবাসীর এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা চোখে দেখেও অনুভব করতে পারিনি—তাই আমরা ভুলে গেছি প্রাক স্বাধীনতা যুগের প্রতিজ্ঞা।

দ্বিতীয় নাগরিক। এ কথার মানে?

ভিখারী। গত বিশ বছর আগের সংগে বর্তমান ভারতের দুরাবস্থার তুলনা করলেই মানে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথম নাগরিক। না—দুরাবস্থা নয়, ভারত দিনে দিনে উন্নতই হচ্ছে।

ভিখারী। উন্নত? হাঃ হাঃ হাঃ, বলতে পারো পরাধীন ভারতের মুক্তি সাধকদের সেই ধ্যানের ভারত আজ কোথায়? কোথায় গেল—স্বাধীনতাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেবার স্বপ্ন? দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে কারা কেড়ে নিলে তাদের, দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার?

প্রথম নাগরিক। তুমি—তুমি ভারত বিদ্বেষী।

ভিখারী। হাঃ হাঃ হাঃ। ভুল বলছো।

দ্বিতীয় নাগরিক। ভুল?

ভিখারী। নয়তো কি? আমি ভারতবাসী—ভারতকে আমি ভালবাসি। তার মুক্তি সাধন যজ্ঞে আমিও একদিন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলাম।

দ্বিতীয় নাগরিক। তবে একথা বলছো কেন?

ভিখারী। মিথ্যে তো বলিনি ভাই! দেশকে আমি ভালবাসি সত্যি কিন্তু তাই বলে তার এমন দুরাবস্থা চোখে দেখে চুপ করে থাকবো এটাই বা কেমন কথা?

প্রথম নাগরিক। কিসের দুরাবস্থা?

ভিখারী। চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না তোমরা, ভারত আজ কোথায় নেমে চলেছে? যে দেশকে একদিন সারা দুনিয়া শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করতো—আজ তারাই করছে ঘৃণা-উপেক্ষা। যে ভারতের বন্ধুত্ব কামনায় পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে মানুষ সাগ্রহে ছুটে আসতো—আজ তারা তাকে পরিত্যাগ করছে কেন? এর জন্যে দায়ী কারা?

প্রথম নাগরিক। কারা?

ভিখারী। দায়ী তারা—যারা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ধন, মান, প্রাণ

নিয়ে রাজনৈতিক দাবা খেলায় বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করছে, আর নিজেদের স্বার্থ ষোল আনায় পূর্ণ করে নিচ্ছে।

দ্বিতীয় নাগরিক। ভিক্ষুক।

ভিখারী। হিসেব নেওয়ার দিন এসেছে ভাই! আজ তোমাদের জাগতে হবে, মদ না খেয়ে মাতাল হ'লে আর চলবে না। তোমারা জাগ, —সমস্বরে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাও। তোমাদেরই তো দেশ। হিসেব নাও। কৈফিয়ৎ চাও তাদের কাছে। দেখবে তোমাদের সদম্ভ মিলিত হুঙ্কারে খসে পড়বে তাদের নকল দরদী চেহারা—বুঝতে পারবে, কোন্ ফাঁকা বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের স্বপ্নের ভারত…………..

[ প্রস্থান।

প্রথম নাগরিক। কি বলে গেল লোকটা ?

মহাকাল আসিল

মহাকাল। সত্যিকথা।

দ্বিতীয় নাগরিক। তুমি আবার কে ?

মহাকাল। গীত

আমি জাগ্রত জনমত
রক্ত রঙিন ভ্রূ কুটির মাঝে
খুঁজে নিই মোর পথ।

প্রথম নাগরিক। কি বলছো !

পূর্ব গীতাংশ—

বিচারের আজ এসেছে সময়
হেঁকে বল সবাকারে—

হিসেব নিকেশ দিতে হবে আজ
জনতার দরবারে।
হের অদূরে জবাবের লাগি
হাঁকিছে ভবিষ্যৎ॥

দ্বিতীয় নাগরিক। যা যা দূর হ।

পূর্ব গীতাংশ

বুকের রক্ত কেন যে ঝরেছে.
ফাঁসির মঞ্চে কেন যে মরেছে—
কে দেবে হিসাব? কে দেবে জবাব
কার আছে হিম্মৎ?

প্রথম নাগরিক। যত সব আপদ।

মহা। হাঁ৷ হাঁ৷ আমরাই তো আপদ। কিন্তু জানো আজ তোমরা যে স্বাধীনতার গর্ব করে বেড়াচ্ছ—সেই স্বাধীনতার জন্যে বুকের রক্ত ঢেলেছিল কারা?

প্রথম নাগরিক। কারা?

মহাকাল। আমরা। যাদের তোমরা আপদ বলে বিদেয় করতে চাইছো।

প্রথম নাগরিক। আমরাও তো জেল খেটেছি।

মহাকাল। মিথ্যা কথা।' যাদের বুকের রক্তে দেশ আজ স্বাধীন হ'য়েছে—উপেক্ষার পদাঘাতে তাদের অনেকেই আজ নিশ্চিহ্ন। তাদের ছবি আজ দেশের লোকের কাছে অস্পষ্ট—মলিন।

দ্বিতীয় নাগরিক। ভিক্ষুক।

মহাকাল। আজ দেশের হর্তাকর্তা কারা জানো?

প্রথম নাগরিক। কারা?

মহা। যারা একদিন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর শির লক্ষ্য করে

তুলেছিল হত্যায় শাণিত খড়্গ, কিন্তু জেনে রেখো—রুদ্রমূর্ত্তি জনতার কাছে তাদের একদিন কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

প্রথম নাগরিক। বাজে বোকোনা, যাও—

মহাকাল। বাজে নয় বাজে নয় ভাই, এ হচ্ছে মহাকালের সতর্কবাণী সাবধান! অমর শহীদদের উৎসর্গ করা সেই তাজা রক্ত কোনদিন ক্ষমা করবে না।

প্রথম নাগরিক। ব্যর্থ হ'য়েছে তাদের রক্তদান। কারণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আসে নি।

মহাকাল। মিথ্যা কথা।

দ্বিতীয় নাগরিক। মিথ্যা কথা?

মহাকাল। হ্যাঁ হ্যাঁ মিথ্যা কথা। শুধু কাগজ কলম আর বক্তৃতায় স্বাধীনতা আসে না।

প্রথম নাগরিক। বিশ্বাস করি না।

মহাকাল। প্রমাণ চাও?

১ম ও ২য় নাগরিক। হ্যাঁ হ্যাঁ চাই।

মহাকাল। তবে এসো ঐ নদীর ধারের বটতলায়—

দ্বিতীয় নাগরিক। কেন?

মহাকাল। ওখানে বসে বুঝিয়ে দেবো যে ভিক্ষে ক'রে স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও মেলেনি—আর মিলবেও না—

[ প্রস্থান।

দ্বিতীয় নাগরিক। বেশ চলো, আমরা শুনবো তোমার সেই কাহিনী।

[ সকলের প্রস্থান।

## প্রথম দৃশ্য

### মুরারী পুকুরের বাগানবাড়ী

### কানাই আসিল

কানাই। ইংরেজ! ইংরেজ! ইংরেজ! কে এই ইংরেজ? কেন তারা আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে? ব্যবসা বাণিজ্যের লোভে সুদূর সেই ইংল্যাণ্ড থেকে এসে আজ এরা আমাদেরই দেশে রাজত্ব করছে। কেন? মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজের ভয়ে আমরা শঙ্কিত হ'য়ে থাকবো? না না এ অপমান আর সইবো না। আমরা জেগেছি—বাঙ্গালীরা ভীরু এ বদনাম আমরা কিছুতেই সইবো না।

### বারীন ঘোষ আসিল

বারীন। তার প্রমান দাও।

কানাই। বারীন দা!

বারীন। জাগার দিন এসেছে ভাই। তোমরা যে আজ ঘুমিয়ে নেই এর প্রমান দাও।

কানাই। ঘুমিয়ে আমরা নেই বারীনদা—আত্ম বিস্মৃত বাঙ্গালী আজ জেগেছে। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে তাদের প্রলয়ঙ্কর গর্জন, সেই গর্জন শুনে অর্দ্ধপৃথিবীশ্বরেরও সিংহাসন টলে উঠেছে।

বারীন। না।

কানাই। বারীন দা।

বারীন। সত্যই তাই। তুমি আমি সত্যেন প্রফুল্ল এরা ক'জন? দেশের অগণিত মানুষ আজ মোহ নিদ্রা গ্রস্ত। ওদের জাগাতে হবে।

ওরা কুম্ভকর্ণ—ওদের কানের কাছে চীৎকার করে বলতে হবে—তোমরা জগো আর চুপ ক'রে থেকো না।

কানাই। দাদা!

বারীন। এগিয়ে চল ভাই পিছু ফিরে চেয়ো না। মনে রেখো, দেশ জননীর পায়ে আমরা জীবন উৎসর্গ করেছি।

কানাই। ভুলিনি দাদা ভুলিনি আর প্রাণের ভয় রেখেও এপথে আসিনি, তুমি ভেবোনা দাদা।

রবীন। ভাবিনি ভাই তোমাদের জন্যে ভাবিনি। কিন্তু—

কানাই। কিন্তু কি?

বারীন। কিছু টাকার প্রয়োজন।

কানাই। টাকা!

বারীন। হ্যাঁ, ইংরেজ তাড়ানোর অস্ত্র কিনতে হবে। তার জন্যে চাই টাকা। সেটাই আমার এখন চিন্তা—টাকা পাবার উপায় কি?

প্রফুল্ল সহ নরেন আসিল

নরেন। ডাকাতি।

বারীন। (চমকাইয়া) নরেন!

নরেন। আমাদের দেশে এতো নতুন নয় বারীন দা?

বারীন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—জয় মা ভবানী। টাকার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি—কিন্তু কোন পথ পাই নি। লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করেছি···কিন্তু মুখে সহানুভূতি দেখালেও টাকা দিতে কেউ রাজী হয় নি।

নরেন। সেই জন্যেই তো বলছি, চাইলেও যারা দেয় না—ভিক্ষুককে

একটা পয়সা ভিক্ষা দেয় না—তাদের সেই যক্ষের ধন দেশ মায়ের পায়েই উৎসর্গ কর।

প্রফুল্ল। কিন্তু নরেন দা।

নরেন। কি ?

প্রফুল্ল। ডাকাতি করে টাকা হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু তাতে জনসাধারণের সমর্থন হারাতে পারি।

কানাই। প্রফুল্লের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারছো বারীন দা ?

বারীন। পারছি কানাই খুবই পারছি। কিন্তু প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের মতো গুটি কয়েক জাগ্রত বাঙ্গালীর পক্ষে অস্ত্রহীন যুদ্ধ করা সম্ভব ? তাই সবার আগে চাই অস্ত্র কেনার টাকা।

নরেন। বেশ বাবা বেশ যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু এদিকে এত বেলা হ'লো পেটে যে কিছুই পড়লো না। সীতাটা এত দেরী করছে কেন ? যাই দেখি অন্তত এক কাপ চা যোগাড় করতে পারি কিনা……

কানাই। যাও না পেটুক, শোনাচ্ছ কাকে ?

নরেন। তোমরা বিপ্লবই বল আর ডাকাতিই বল, পেটে ছুঁচোয় ডন দিলে ও সব আপনা থেকেই ঢিলে হ'য়ে যায়। তোমরা এদিকের চিন্তা করো—আমি একটু ওদিকটায় দেখি।

কানাই। যার যা চিন্তা সে তাই করবে তো—

বারীন। নরেন সত্যি কথাই বলেছে ভাই—এক মুঠো ছোলা ছাড়া সকাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়ে নি। নরেন বড় লোকের ছেলে, খাওয়ার কষ্ট ও কোনদিনই সহ্য করতে পারে না।

কানাই। আরে বাবা ছেলেমানুষ নয়, বিপ্লবীদের এত অল্পে অধীর হ'লে চলে ?

বারীন। হ্যাঁ ভাল কথা, কয়েকদিন আগে একটা ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে। নাম উল্লাসকর দত্ত। ছেলেটা এক টুকরো আগুন। শুনেছি বোমা টোমার ব্যাপারে ওর খুব উৎসাহ।

প্রফুল্ল। তাই নাকি! তাহলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

চায়ের কেৎলী ও গুটিকয়েক কাপ নিয়ে সীতা আসে

সীতা। আগে খেয়ে নাও তারপর যোগাযোগ ক'রো।

কানাই। থ্যাংক ইউ সীতা। সে রাস্কেলটা গেল কোথায়?

প্রফুল্ল। তাড়াতাড়ি দাও সীতাদি—যা খিদে পেয়েছে।

সীতা। তাইতো আমি যে শুধু চা এনেছি ভাই, লুকিয়ে আনতে হয় কিনা—অন্য কিছু—

ঠোঙ্গা হাতে নরেন আসিল

নরেন। প্রয়োজন নেই। এতেই চলবে।

বারীন। কি ওতে?

কানাই। (ঠোঙ্গা থেকে এক মুঠো নিয়ে খেতে খেতে) মুড়ি।

নরেন। এই ভাল হচ্ছে না। সবাই মিলে খেতে হবে। হাত পাতো বারীনদা (সকলকে দিল) কিছু যে বাঁচলো তাইতো—আচ্ছা সীতা তুমিই ধরো।

সীতা। না না খাব না, আমিতো খেয়েছি।

ভিক্ষুক বেশী প্রতুল আসিল

প্রতুল। (ঠোঙ্গাটি কাড়িয়া) আমি খাইনি।

কানাই। (চকিতে প্রতুলের গলা টিপিয়া ধরিল)

প্রতুল। ছেড়ে দে ওরে ছেড়ে দে মরে যাবো।

প্রফুল্ল। প্রতুল দা।

কানাই। প্রতুলদা! ( ছাড়িয়া দিল ) মাফ্ কর প্রতুলদা।

বারীন। তোমার দোষ নেই কানাই। আমিও চিনতে পারিনি। কিন্তু কি ব্যাপার প্রতুলদা? একেবারে সদ্য কালীঘাট ফেরৎ ভিখারী যে?

প্রতুল। ব্যাপার আছে এখুনি যাব।

কানাই। কোথায় যাওয়া হবে?

প্রতুল। ( সীতার হাত থেকে চা নিয়ে খেতে খেতে ) হিউসাহেবের বাড়ী।

নরেন। সেকি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

প্রফুল্ল। একটু হুঁসিয়ার প্রতুলদা। সাহেব খুব চালাক যেন ধরাটরা—

প্রতুল। পড়বো না রে—পড়বো না, ধরা পড়লে চলবে কেন? তাছাড়া মরার উপর তো হাত নেই তার জন্যে সব সময়ই আমি প্রস্তুত।

বারীন। না প্রতুলদা না, মরলে চলবে না। তাহলে স্বাধীনতার ব্রত যে পেছিয়ে যাবে।

প্রতুল। ভাগ্যে থাকলে যাবে। আগুন নিয়ে খেলা করবো—অথচ তার আঁচ গায়ে লাগবে না, একি হয় বারীন? তার জন্যে ভয় কি ( পিস্তল নিয়ে ) আমি তো তৈরী। তবে জেনো, বন্ধু থাকতে সহজে ধরা আমি দেব না—আচ্ছা চলি—

[ প্রস্থান।

বারীন। ভগবানের কাছে কামনা করি—যাত্রা তোমার শুভ হোক বন্ধু, সীতা।

সীতা। ( কাপগুলি লইতে লইতে ) কি বলছো?

বারীন। এভাবে লুকিয়ে আর কতদিন চলবে? তোমার বাবা—

সীতা। না জানতে দেবোনা—আর একান্তই যদি পারে—সে আমি ম্যানেজ করে নেবো। কিন্তু আর নয় বারীনদা, বাবা হয়তো এখুনি ডাকবে। [ প্রস্থান।

কানাই। বারীন দা—

বারীন। চেষ্টা করছি কানাই, যেমন করেই হোক টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। নরেন—প্রস্তাব নিয়ে দাদার সংগে একটা কথা কওয়া দরকার।

নরেন। ওসব কথাটথা নয়, কাজ দাও বারীনদা, আমরা কাজ চাই।

কানাই। তুই থাম, সবটাতেই বাড়াবাড়ি। চল প্রফুল্ল প্রতুলদাকে একবার দেখে আসি

বারীন। কেন? ওকে ফলো করবে?

কানাই। করবো না? ও যে যমের মুখে এগিয়ে গেল।

বারীন। যাক—দরকার হ'লে আমরাও যাব।

প্রফুল্ল। তুমি চল কানাইদা—পায়ের গিঁটগুলো একটু ছাড়িয়ে আসি।

বারীন। এসে খাবি তো?

কানাই। (যাইতে যাইতে) খাবো তো হবিষ্যি। যখন হোক খেলেই হবে। চিন্তা ক'রোনা বারীনদা, ঠিক এসে যাবো।

[ প্রস্থানোদ্যত।

বারীন। পাগল যতসব।

কানাই। আশীর্বাদ করো বারীনদা—বাংলার ঘরে ঘরে আমাদের মতো পাগল দু চার জন যেন জন্মায়। [ প্রফুল্ল সহ প্রস্থান

বারীন। জন্মেছে—কানাই—জন্মেছে—। এই সব মৃত্যু পাগলের দল আজ বাংলার ঘরে ঘরে জাগরণী গান গেয়ে জাগাচ্ছে ঘুমন্ত বাঙ্গালীকে—

গীতকণ্ঠে মহাকাল আসিল

গীত

ঘুম ভেঙ্গে আজ মেলো গো নয়ন
জাগো জাগো বাঙ্গালী
নিদ্রিত বাংলার ঘরে ঘরে আছো যারা
মুক্তির কাঙালী।

নরেন। কে ?

মহাকাল। পূর্ব গীতাংশ

তাজা খুনে কত লাল হ'য়ে গেছে
শ্যামলী বাংলা মা
ছেঁড়ো শৃংখল মুক্তি পাগল
বাজে রণ দামামা

নরেন। কি বলছো !

পূর্ব গীতাংশ

ভুল করে হায় করেছিলি পাপ
পলাশীর প্রান্তরে.
মোহঘোরে সেথা কি ধন হারালি
ভেবে দেখ অন্তরে।
ঘুম ভেঙ্গে ভাব কার খুনে তুই
নিজ কর রাঙালী ?

বারীন। কে তুমি ?

নরেন। নিশ্চয় পুলিশের গুপ্তচর। দিই শেষ করে ( পিস্তল তুলিল )।

বারীন। না। পিস্তল নামাও

নরেন। ( নামিয়ে ) যা ইচ্ছে কর। কিন্তু হুঁশিয়ার, এমনি ক'রে একদিন তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনবে। সহস্র চেষ্টা করলেও সেদিন তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

বারীন। নরেন!

নরেন। ( সংযত হইয়া ) কিছু মনে ক'রো না বারীনদা, অনেক দুঃখে আর রাগে একথা বলে ফেলেছি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ; এটা ভারতবর্ষ। ইতিহাস স্মরণ করে দেখো, ভারতবাসীর চরিত্র। তোমার মত সরল মানুষের জীবনে এই সামান্য একটু ভুলের জন্যেই অনেক সময় চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে—বাংলা দেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

বারীন। নরেন!

নরেন। তুমি আমাদের দলপতি—নেতা—তোমার আদেশ মানতে আমি বাধ্য। তাই চলেই যাচ্ছি। কিন্তু সাবধান বারীনদা তোমার ভুলের জন্যে দলের যদি কোন ক্ষতি হয়—তাহলে আমরা ক্ষমা করলেও বাংলার ইতিহাস তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

[ প্রস্থান।

বারীন। ভুল বুঝোনা নরেন, সংসারে সকলেই বেইমান নয়। দেশের জন্য, জাতির জন্য হাসতে হাসতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, ইতিহাসে এমন বাঙ্গালীর নজীরও—একি চলে গেছে ?

মহাকাল। অনেক্ষণ।

বারীন। তুমি যাওনি ?

মহাকাল। কোথায় যাবো—? কার কাছে যাবো ? কে বুঝবে আমার ব্যথা ?

বারীন। কি হয়েছে তোমার ?

মহাকাল। জেনে কি হবে ? অনেককে বলতে চেয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি আমার অন্তরের গোপন ব্যথা—কিন্তু কেউ কান দেয় নি। দেড়শো বছর আগে পলাশীর মাঠে যে ব্যথা আমার বুকে লেগেছিলো সেই ব্যথা-বেদনার কাহিনী কেউ শোনেনি।

বারীন। কি বলছো ?

মহকাল। দেখেছ পাগলের কাণ্ড ? কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলেছি। কিছু মনে ক'রো না গো—পাগলের কথার মধ্যে কিছু খুঁজতে যেওনা

বারীন। পাগল ?

মহাকাল। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পাগল—আমি পাগল—

[ প্রস্থান।

বারীন। কে ঐ বৃদ্ধ ? শুষ্ক আকৃতি, কোটরাগত চক্ষু দুটিতে দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডের দাহ। সর্বাঙ্গে লোলচর্ম—তবু যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরা, অনন্ত দুঃখের প্রতীক কে তুমি ! লোক চক্ষে পাগল সাজলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারো নি। তোমার পরিচয় আমার চাই। দেশের এই চরম দুর্দিনে তোমাদের নিয়েই সার্থক করবো ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে আমাদের এই বিরাট আন্দোলন।

[ প্রস্থান !

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### থানা

[ নন্দ দারোগা চাবুকের আস্ফালন করিতে করিতে আসিল

নন্দ। আন্দোলন—আন্দোলন—চাবুকের ঘায়ে শুদ্ধ ক'রে দেবো আন্দোলনের স্বপ্ন···! দেশ স্বাধীন করবে? দু-চারটে বখাটে ছোঁড়া মিলে অর্ধ-পৃথিবীশ্বরের আসন টলিয়ে দেবে? হাঃ হাঃ হাঃ বাতুলের প্রলাপ—

জনৈক কনেষ্টবল আসিল

কনেষ্টবল। সেলাম হুজুর!

নন্দ। কেয়া?

কনেষ্টবল! ইনস্‌পেক্টর মিঃ হিউ।

নন্দ। জলদী সেলাম দো···

কনেষ্টবল। বহুত খুস·········

[ প্রস্থান।

নন্দ। একটাকেও যে ধরতে পারছিনা—পারলে দেখতুম—কোন্ বাঘিণী মায়ের দুধ খেয়েছে ঐ সব বখাটে গুণ্ডারা।

পাইপ মুখে মিঃ হিউ আসিল

হিউ। গুড মরনিং···মিঃ ভোনার্জী।

নন্দ। ইয়েস স্যার, গুড মরনিং।

হিউ। আর-ইউ-বিজি—আই মিন খুব ব্যাস্টো আছেন?

নন্দ। হ্যাঁ, মানে—না স্যার আপনারই অপেক্ষা করছিলুম।

হিউ। একঠো জরুরী ব্যাপার আছে। অল্ রাইট—সে পরে হোইবে, টোমার সংবাদ—কি আছে ?

নন্দ। সংবাদ একটা আছে স্যার

[ এমন সময় অদূরে দেখা গেল ভিখারী-বেশী প্রতুল হেঁট হ'য়ে তাহাদের কথা শুনিতেছে ]

হিউ। কি হইয়াছে বলো।

নন্দ। মাণিকতলা অঞ্চলের কয়েকটা বখাটে ছোকরা—

হিউ। হ্যাং ইয়োর ছোকরা, উহাডের ধরিটে পার না কেন ?

নন্দ। শয়তানেরা যে কোন প্রমান রাখেনা স্যার ?

হিউ। প্রামাণ পরে হোইবে। আগে ইহাডের এ্যারেষ্ট কর (সহসা ভিখারীর দিকে লক্ষ্য পড়িল) হুজ দেয়ার—? হ্যাণ্ডস্ আপ (পিস্তল তোলে)।

নন্দ। এদিকে আয়—আয় বলছি—নইলে গুলি ছুটবে।

[ নিতান্ত বিরক্ত হ'য়ে ভিখারী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসে ]

ভিখারী। একটা পয়সা দেবে সাহেব—( হাত পাতিল )

নন্দ। ভিখিরী স্যার, পুয়োর বেগার।

হিউ। ওখানে কি করিটে ছিলে ?

ভিখারী। একটা পয়সা।

নন্দ। এই উল্লুক।

ভিখারী। কি বলছো হুজুর ?

নন্দ। কি করছিলি ওখানে ?

ভিখারী। পয়সা খুঁজছিলাম।

নন্দ। পয়সা ?

ভিখারী। হ্যাঁ বাবু, সকাল থেকে ঐ একটা পয়সাই পেয়েছিলুম—তাও হারিয়ে গেল—তাই খুঁজছিলুম।

হিউ। আঃ ভেরি ব্যাড টোমাডের ইন্‌ডিয়া ভোনার্জী।

নন্দ। ইয়েস স্যার।

হিউ। ভিখারীর ডেশ আছে এই ইণ্ডিয়া, যেডিকে যাই সব জায়গায় পুয়োর বেগার—

নন্দ। ইয়েস স্যার—এই ঠিক করে বল, কি করছিলি ?

ভিখিরী। ঠিক বলছি বাবু—

নন্দ। এদিকে আয়।

ভিখারী। ছেড়ে দাও বাবু খিদেয় দাঁড়াতে পারছিনা।

নন্দ। [ ভিখারীকে দেখিয়া ] চাকরী করবি ?

ভিখারী। ঠাট্টা করছো বাবু ?

নন্দ। [ ধমকাইয়া ] করবি কি না বল ?

ভিখারী। কোথা পাব হুজুর—কে দেবে ?

নন্দ। পেলে করতে পারবি কি না তাই বল।

ভিখারী। কি করতে হবে ?

নন্দ। [ হিউকে চুপি চুপি ] ওদের পেছনে লাগানো যাক, কি বলেন ?

হউ। ইয়েস ইয়েস যেমন করিয়াই হোক উহাডের ঢরিটে হইবে।

নন্দ। চেষ্টা করবো স্যার [ প্রকাশ্যে ] একটা কাজ করতে পারবি ?

ভিখারী। নিশ্চয়ই···

নন্দ। মাণিকতলা চিনিস্ ?

ভিখারী। চিনি বইকি বাবু। ভিক্ষে করতে ওদিকেও যাই কিনা।

নন্দ। শোন—ওখানে কয়েকটা ছোঁড়া মিলে একটা গুণ্ডার দল তৈরী করেছে।

ভিখারী। করেছে নাকি ?

নন্দ। হ্যাঁ।

ভিখারী। মরেছে এবার শালারা।

নন্দ। শোন। ওদের সেই দলের সমস্ত খবর গোপনে এনে আমাকে বলে যাবি বুঝেছিস ?

ভিখারী। বুঝেছি, কিন্তু—

নন্দ। কিন্তু কিরে ব্যাটা ?

ভিখারী। জান্তে পারলে ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলে ?

নন্দ। মরবি।

ভিখারী। মরবো !

নন্দ। হ্যাঁ মরবি—অবশ্য তার জন্যে সাহেব তোকে অনেক টাকা—

হিউ। ইয়েস—বহুট রূপয়া টুমি পাইবে। পার মান্থ হানড্রেড রুপিজ।

নন্দ। মাসে একশো টাকা…। বুঝলি ?

ভিখারী। এ-ক-শো ?

নন্দ। কিরে ? চোখ যে ছানাবড়া হ'য়ে গেল ?

ভিখারী। সে কত টাকা বাবু—? ক'কুড়ি ?

নন্দ। আরে মুখ্যু পাঁচ—পাঁচ কুড়ি বুঝলি ?

ভিখারী। ( ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল )

নন্দ। তাহলে রাজী ?

ভিখারী। আমার বাবা রাজী !

হিউ। অল রাইট। নাউ—টেক ইট ( দশ টাকার নোট একটি দিল ও ভিখারী উহা লইল )।

নন্দ। বেইমানী করবি না তো ?

ভিখারী। [ জিব কাটিয়া ] বাপরে বল কি হুজুর ! পরকাল নেই ? তোমরা রাজার জাত—দেবতা—

নন্দ। মনে থাকবে ?

ভিখারী। খুব থাকবে। তাহলে আমি এখন আসি সাহেব ?

হিউ। কোঠা যাইবে ?

ভিখারী। ভিক্ষে করতে।

হিউ। নো—নো—

নন্দ। আরে—মুখ্যু—সাহেব নিজে তোকে চাকরী দিচ্ছেন—আর ভিক্ষে—করতে হবে না।

ভিখিরী। বলো কি বাবু !

হিউ। ইয়েস-ইয়েস।

ভিখারী। তাই হোক বাবু। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ঐ সব ভবঘুরে ছোকরাদের গুণ্ডাবাজী আমি তিন দিনের মধ্যেই সায়েস্তা করে দেবো।

নন্দ। তা যদি পারিস—সাহেব তোর চাকরী পাকা করে দেবে।

ভিখারী। সত্যি ?

হিউ। অফ কোর্স—ভোনাৰ্জ্জী ঠিক বলিয়েছে।

ভিখারী। আর কোনো কথা নেই সাহেব। তোমরা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও…এক একটা ক'রে সব কটা গুণ্ডাকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দেবো। ( স্বগত ) তোমরা পরম নিশ্চিন্তে ভেতো বাঙ্গালীদের খুনে নিজেদের হাত রাঙিয়ে সগর্বে বলে বেড়াও তোমাদের অমূল্য কীৰ্ত্তি

কাহিনীর কথা, আর মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে মোটা টাকার পুরস্কার আর বড় বড় খেতাব নিয়ে, ভারত বরেণ্য হ'য়ে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করো। আমি তারই ব্যবস্থা করতে চললাম। ( প্রকাশ্যে ) আসি সাহেব, সেলাম হুজুর .....

[ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় প্রস্থান।

হিউ। লোকটা কেমোন আছে !

নন্দ। আসলে তো ভিখিরী—দশ দশটা টাকা একসংগে হাতে পেয়ে মুণ্ডুটা একেবারে ঘুরে গেছে।

হিউ। বাট হিয়ার ভোনাজ্জী, ঐ সব এনার্কিষ্টদের জ্বালায় হামাডের ভারী দুশ্চিণ্টা হইয়াছে।

নন্দ। ভাববেন না স্যার, ভাববেন না। কটা দিনের মধ্যেই ওদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মিস কলিন্স আসিল

কলিন্স। হ্যাল্লো ড্যাডি।

হিউ। কাম অন ডার্লিং, ইয়েস হাপনি আরও বেশী এলার্ট ঠাকিবেন উহাডের চরিটেই হইবে।

নন্দ। ভয় নেই সাহেব। নন্দ দারোগা গোলাম, সরকারের সাথে বেইমানী সে করবে না। আজ আসি স্যার, একটা জরুরী কাজ আছে।

হিউ। অফ কোর্স—ইউ উইল হ্যাভ টু ডু ইয়োর ডিউটি।

নন্দ। গুড বাই সাহেব—গুড বাই মিস্...

[ প্রস্থান।

কলিন্স। ড্যাডি।

হিউ। কি বলিটেছ ডিয়ার ?

কলিন্স। বোনার্জ্জী সাহেব ভাল না আছে ড্যাডি।

হিউ। কেনো ?

কলিন্স। উহাকে হামার বালো লাগে না।

হিউ। নো নো বহুট বালো আডমী আছে।

কলিন্স। বালো আডমী !

হিউ। সিওর ওরা না ঠাকিলে—

কলিন্স। কি হোবে ড্যাডি ?

হিউ। ব্যাগ এ্যাণ্ড ব্যাগেজ লইয়া, হামাডের হোমে ফিরিয়া যাইটে হইবে।

কলিন্স। কেনো ?

হিউ। ওরা না ঠাকিলে, রাজ্‌ট্‌ চালাইবে কে ? ডেশের এনার্কিষ্টদের ঢরিবে কে ?

কলিন্স। ওরা টো ট্রেটর আছে।

হিউ। হইলেও হামাডের ফ্রেণ্ড।

কলিন্স। উহাডের টুমি বিশওয়াশ করো ?

হিউ। নো-নো-ইম্‌পসিবল।

কলিন্স। টোবে ?

হিউ। বিশওয়াশের ভান করিটে হইবে।

কলিন্স। হোয়াই ?

হিউ। উহারা ছাড়া এনার্কিষ্টডের মারিবে কে ?

কলিন্স। কেনো হামাডের শকৃটি নাই ?

হিউ। ইয়েস, অবশ্যই আছে।

কলিন্স। টোবে।

হিউ। ইন্‌ডিয়া হামাডের ডেশ না আছে, আউর এখানকার

আডমীরা প্রট্যেকে শয়টান আছে। টাই উহাডের শায়েস্টা উহাডের ডিয়াই করিটে হইবে।

কলিন্স। বাট ড্যাডি।

হিউ। কি বলিটেছ ?

কলিন্স। স্বডেশের স্বাধীনটা চাওয়া ক্রাইম ?

হিউ। ইয়েস, ক্রাইম—

কলিন্স। কিন্টু হামরা ইংলণ্ডের আডমীরা স্বাধীনটাকে বিস্টর ভালবাসে, টবে উহাডের এটা অন্যায় হইবে কেনো ?

হিউ। হইবে। কারণ হামরা রাজা, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, তাহাডের পানিসমেণ্ট ডিটেই হইবে, আদার ওয়াইজ—

মিঃ রে আসিল

রে। ওরা একদিন ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে।

কলিন্স। উহাই টো ব'লো মিঃ রে ?

হিউ। হইটে পারে না। হামরা ইণ্ডিয়া শাসন করিটে আসিয়াছে।

রে। একশো বার।

হিউ। লুক মাই চাইল্ড। হেয়ার ইজ এ্যান ইণ্ডিয়ান, এ্যাণ্ড ছিয়ার হোয়াট হি সেজ ?

রে। স্যার—

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ ডোণ্ট বি এ্যাংরি।

রে। না স্যার রাগ করবো কেন ?

হিউ। অলরাইট, টোমরা কঠা বল, হামি বাহিরে যাইবে।

[ প্রস্থান।

রে। মিস্ যেন একটু একসাইটেড্ ?

কলিন্স। হইটে পারে। বাট একটা কঠার জবাব ডিবে?

রে। বলো।

কলিন্স। টোমরা, ইণ্ডিয়ানরা এটো কাওয়ার্ড কেনো?

রে। কি রকম?

কলিন্স। হামরা টো স্বাধীনটাহীন লাইফকে, মৃট্যুর মটো মনে করে

রে। কি করবো ভগবানের মর্জ্জি।

কলিন্স। হ্যাং ইয়োর ভগয়ান—টোমরা মানুষ?

রে। একশো বার?

কলিন্স। বাট কাওয়ার্ড।

রে। কেন?

কলিন্স। পরাটীন জাটি কাওয়ার্ড ছাড়া আর কি হইটে পারে হামি ইহাডের ঘৃণা করে—ইয়েস আই হেট দেম।

রে। তোমরা আমাদের রাজা।

কলিন্স। আজ আছে—বাট কাল না থাকিটেও পারে।

রে। ক্ষেপেছ ডার্লিং? যাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না তাদের তাড়াবে কে?

কলিন্স। টুমি ইণ্ডিয়ান?

রে। ইয়েস জন্মসূত্রে ইণ্ডিয়ান, বাট—

কলিন্স। কি?

রে। মনে প্রাণে তাদের ঘৃণা করি।

কলিন্স। হোয়াই?

রে। তোমরা কত সুসভ্য, উন্নত।

কলিন্স। টোমরাও উন্নট হইটে পার।

রে। না-পারি না—

কলিন্স। পারো না!

রে। না। কারণ ইণ্ডিয়ানরা বোকা দুর্বল। সে যাক—এখানে বসতে ইচ্ছে করছে না—চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

কলিন্স। প্লিজ আই ফিল আনইজি—

রে। আচ্ছা তবে থাক।

কলিন্স। টুমি বরং টুমরো মরনিং এ আসিবে।

রে। আচ্ছা আসবো। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে।

কলিন্স। বলিটে পারো।

রে। বলছিলাম কি আর কেন, আমি স্যারের কাছে প্রপোজ করবো?

কলিন্স। কিণ্টু হামি কিছুই সেটেল করি নাই।

রে। এবার করতে হবে ডার্লিং। মনে রোখো তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। দয়া করে আমার লাইফ্‌টা ব্যর্থ করো না—আচ্ছা চলি—বাই বাই—……

[ প্রস্থান।

কলিন্স। ফুল—ইউ আর ফুল মিঃ রে, টোমার মটো রাস্কেলকে হামি—নো নো হামি সুইসাইড করিবে, টঠাপি টোমার মটো বিস্টকে—নো নো টোমার আবেদন ব্যর্থ।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### আস্তানা

### কানাই ও বারীন আসিল

কানাই। ব্যর্থ, সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল। ফুলার সাহেব আজও বহাল তবিয়তে। কার্জনের সহচর এণ্ড্রুর ফ্রেজারও জীবিত। হ্যাঁ ভাল কথা—তোমার সংবাদ কি বারীন দা?

বারীন। ভাল নয়।

কানাই। ভাল নয়! চন্দননগরের মেয়র তার্দিভ্যাল সাহেব—

বারীন। ভাগ্য তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কানাই।

কানাই। বারীন দা!

বারীন। পরিকল্পনা মতো ইন্দু আর নরেনকে নিয়ে তার্দিভ্যালের ভবনে গিয়েছিলাম।

কানাই। তার পর?

বারীন। সাহেব তার স্ত্রীর সঙ্গে আহার করছিলেন। ইন্দু জনালা দিয়ে বোমাও ছুড়লো—

কানাই। তবুও শয়তান মরলো না?

বারীন। না।

কানাই। কারণ?

বারীন। খুব সম্ভব বোমার পিক্রিক এ্যাসিড ভাল ছিলো না

কানাই। হুঁ

বারীন। কানাই

কানাই। দাদা

বারীন। একটা কথা

উত্তেজিত নরেন আসিল

নরেন। না না কোন কথা নয়—

বারীন। কি হয়েছে নরেন? এত রাগ কিসের?

নরেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব

কানাই। হ্যাঁ, কি হ'য়েছে?

নরেন। তাকে তলব দিতে হবে

কানাই। কি হয়েছে বল না কি করেছে সেই লাল মুখো বাঁদরটা?

নরেন। জানো সুশীল অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল?

বারীন। কেন!

নরেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমে তাকে বেত মেরেছে একটা সাহেব।

কানাই। বেত মারার কারণ?

নরেন। বিপিন বাবুর বিচারের সময়। আদালত লোকে লোকারণ্য। কোথাও কিছু নেই লাল মুখোটা হঠাৎ ঐ ১৫ বছরের ছেলেটাকে অকারণ ঘুসি মারে ব্যাটন পেটা করে

বারীন। তারপর—

নরেন। সুশীলও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, ঘুসি আর ছাতা দিয়ে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলে

কানাই। সাবাশ—

নরেন। সেই অপরাধে কিংসফোর্ড সাহেব তাকে পনের ঘা বেত মারার হুকুম দিল

কানাই। শয়তান! দিন তোমার ঘনিয়ে এসেছে। এবার এসেছে তোমার পালা। বারীন দা, আজই ওর বিচার চাই

বারীন। তোমরা অপেক্ষা কর দাদাকে জানিয়ে তাঁর মতটা নিতে হবে, তোমরা অপেক্ষা কর এখুনি আসছি······

[ প্রস্থান।

নরেন। আজই ওর বিচার করা চাই

কানাই। বিচার আবার কি? সাহেব দেখো আর মারো। মেরে ধরে যেমন করেই হোক এদেশ থেকে ওদের তাড়াতেই হবে।

নরেন। কিন্তু—

কানাই। কিসের কিন্তু? আমরা ভীরু নই—দুর্বল নই—অক্ষমও নই। তবে কেন ওরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে! কেন তারা পথের কুকুরের মত আমাদের—ঘৃণা করবে?

নরেন। কানাই।

কানাই। ভেবে দেখ নরেন, গাড়ির একই কামরায় ইংরেজদের পাশে বসে যাবার উপায় আমাদের নেই, অথচ দেশটা আমাদেরই। আমাদের দেশের অন্ন জল ওরা খাচ্ছে—রাশি রাশি টাকা ওরা এখান থেকে বিলেতে পাঠাচ্ছে, অথচ আমাদেরই দেশে দুর্ভিক্ষ মাহামারি—কেন? বল তো নরেন কেন সইবো আমরা?

নরেন। থামরে থাম। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানো মুখের কথা নয়—তাদের সাহস আছে শক্তি আছে, শুধু গায়ের জোরে—

কানাই। হ্যাঁ হ্যাঁ গায়ের জোরেই আমাদের পথ পরিষ্কার করতে হবে।

নরেন। কাজটা সহজ নয় কানাই।

কানাই। তা জানি—আর এও জানি বাঙালী বোকা নয়, এ কথা ওরা জানে। তাই লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল।

নরেন। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি।

কানাই। তাইতো ধরেছে ওরা নির্য্যাতনের খড়্গ। কয়েকজন ইংরেজের পাচাটা বাঙ্গালীকে দেখে ভেবেছে, বাঙ্গালীর মৃত্যু হয়েছে। তাই নির্যাতনের চাবুক চালিয়ে বাঙ্গালীদের মেরুদণ্ডহীন করতে চাইছে।

প্রফুল্ল আসিল।

প্রফুল্ল। বাতুলের প্রলাপ।

কানাই। প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। কিংস ফোর্ড সাহেবের মৃত্যুদণ্ড।

কানাই। সত্যি ?

প্রফুল্ল। অরবিন্দু বাবু সম্মত।

কানাই। আমি এ কাজের ভার নেব।

বারীন আসিল

বারীন। না।

নরেন। আমিও যাব বারীনদা।

বারীন। হুকুম নেই।

কানাই। তাহলে ?

বারীন। দলের কোন আদেশ পাইনি। তবে নির্দেশ আসছে।

কানাই। তাহলে আমরা কি করবো ?

নরেন। ঘরে চুপ করে বসে থাকবো ?

বারীন। উপাই নেই নরেন, দলের ডিসিপ্লিন মানতে আমরা বাধ্য।

পিওন আসিল

পিওন। টেলিগ্রাম।

বারীন। দেখি—( লইয়া দেখিতেছিল )

কানাই। কে করেছে ? কি বলেছে ? ( দেখিতে চেষ্টা করিল )

বারীন। আরে বাপ দেখতে দাও ( সহি করিয়া চিঠি খুলিল পিয়ন চলিয়া গেল কিছুক্ষণ পরে ) হুররে।

প্রফুল্ল। কি হয়েছে বারীনদা ?

বারীন। দলের আদেশ।

কানাই। কি আদেশ তাই বল না।

বারীন। কিংসফোর্ড সাহেবের মৃত্যুদণ্ড।

কানাই। জয় মা ভবানী ( গর্জন করিয়া উঠিল )

বারীন। থামরে থাম।

কানাই। থামবো কেন ? আমি রেডি।

বারীন। না তুমি নও।

কানাই। ( দমিয়া গিয়া ) তবে ?

বারীন। প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল। ( সোল্লাসে ) দাদা !

বারীন। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মায়ের বলিদানের ভার তোমার উপর।

কানাই। ও একা যাবে বারীনদা ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ একা নয় তো কি ?

নরেন। আমি ওর সংগে গেলে হয় না ?

বারীন। উপায় নেই বন্ধু। দাদার হুকুম ছাড়া আমি পারি না। তবে একা যাবে না।

নরেন। তবে ?

বারীন। আর একজন ওর সংগে যাবে।

কানাই। কে সে ভাগ্যবান ?

বারীন। নাম তার দীনেশ রায়। বাড়ী মেদিনীপুর।

প্রফুল্ল। কোথা তার দেখা পাব ?

বারীন। যথা সময়ে—যথা স্থানে, আপাততঃ তোমাকে প্রস্তুত হতে বলেছেন।

প্রফুল্ল। আমি এখুনি প্রস্তুত।

বারীন। আর একটা কথা।

প্রফুল্ল। ( জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বারীনের দিকে চাহিল )

বারীন। তোমার নাম হবে দুর্গা সেন।

প্রফুল্ল। ঠিক আছে।

বারীন। মনে রেখো প্রতি পদে তোমার বিপদ।

প্রফুল্ল। হাসালে দাদা। স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ কোনদিন সুগম হয় না, এ আমি জানি, আর এও জানি—বারীন দা, রক্ত দান ব্যতীত স্বাধীনতা সার্থক হয় না।

বারীন। প্রফুল্ল !

প্রফুল্ল। আশীর্বাদ কর দাদা দেশজননীর মুক্তি যজ্ঞে উৎসর্গ করা প্রাণ যেন ভয়ে ভীত না হয়।

বারীন। প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল। মৃত্যু দিয়েও যেন সার্থক করতে পারি জীবনের স্বপ্ন সাধ ! যদি মরি জীবনের পরপারে গিয়ে আবার তোমাদের কাছেই ফিরে আসার কামনা করবো।

বারীন। ও কথা বলতে নেই ভাই। ভগবানের কাছে কামনা করি, যাত্রা তোমার শুভ হোক। হ্যাঁ শোন এখুনি গোপীমোহন দত্ত লেনে যেতে হবে। হেমদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো—যাও।

প্রফুল্ল। চলি নরেনদা, চলি কানাইদা—যাবার সময় একটা অনুরোধ শোন, আমাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে এর জন্যে আমি গর্বিত। দেশমায়ের এইটুকু সেবা করার সৌভাগ্য পেয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কানাই। প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল। কানাই দা আমার দিকে অমন ক'রে চেও না,—আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রো না, কানাই দা। মনে রেখো, হয় তো এর চেয়ে বড় কাজের দায়িত্ব তোমাদের উপর আসছে—তার জন্যে তৈরী হও।...বন্দে মাতরম্...

[ প্রস্থান।

[ কানাই নরেন ও বারীন সকলে বলিল "বন্দে মাতরম্।" ঠিক ঐ সময় অকস্মাৎ পুলিশের বাঁশি বাজিয়া উঠিল। সকলে চঞ্চল হয়। ]

কানাই। পুলিশের বাঁশী কেন?

বারীন। তবে কি ওরা জানতে পেরেছে?

নরেন। হয়তো বাড়ী ঘেরাও করেছে।

বারীন। তাইতো টেলিগ্রামের কাগজটা কি করি।

নরেন। পুড়িয়ে ফেল না—

ঝড়ের বেগে কনষ্টেবলবেশী প্রতুল আসিল

প্রতুল। তার আর সময় নেই।

বারীন। প্রতুল দা, তুমি?

প্রতুল। হ্যাঁ ওদের গুপ্তচর। শীগগীর কাগজটা দাও।

নরেন। কিন্তু—

প্রতুল। কিন্তুটা পরে। কাগজটা আগে দাও, হিউ সাহেব আসছে বারীন শীগগীর দাও, ( বারীনের হাত হইতে কাড়িয়া লয় ও দ্রুত গতিতে নিজের জুতার মধ্যে লুকায় ও বলে ) গালাগাল দেব হয়তো, দু-এক ঘা মারও। ওই শালালোক আসছে ( চীৎকার করে ) এই শালারা বাহার মৎ যাইয়ে, খাড়া রহো উল্লু কাঁহাকা।

হিউ সাহেব ও নন্দ দারোগা আসিল

এই যে স্যার সব কটাকে পেয়েছি।

হিউ। গুড মর্নিং মিঃ ঘোষ।

বারীন। গুড মর্নিং, কি সৌভাগ্য ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব স্বয়ং, বলুন মিঃ হিউ আমরা কি করতে পারি ?

নন্দ। আত্মীয়তা করতে আসি নি বারীনবাবু।

কানাই। সে সৌভাগ্য আমাদের হবে না জানি। হাজার হ'লেও আমরা কালো আদমী ; বর্ণশ্রেষ্ঠ কটা চামড়ার সাহেব বা তাদের পা চাটা বাঙ্গালী কুত্তাদের সংগে নেটিভ বাঙ্গালীদের কোন আত্মীয়তা থাকতে পারে না। সে যাক কি উদ্দেশ্য তাই বলুন।

মিঃ হিউ। হু আর ইউ ?

কানাই। নেটিভ বাঙ্গালী।

বারীন। আমার বন্ধু কানাই দত্ত।

হিউ। টোমার হোম—আই মিন বাড়া কোঠা আছে ?

কানাই। হুগলী জেলার চন্দননগরে। কিন্তু তোমার নয় সাহেব বলুন আপনার।

প্রতুল। চুপ রহো উল্লু, সাহেব সুসভ্য শিক্ষিত ; খাস বিলেতে বাড়ী—

কানাই। হ'তে পারে—

প্রতুল। ( মাটিতে লাঠি ঠুকিয়া ) আবার—

কানাই। ওই লাঠিই ঠোকো, আর চোখই রাঙাও, যে ভদ্রলোকের সংগে কথা বলতে জানে না—তাকে অন্তত আমি সুসভ্য বলবো না।

নন্দ। ওয়ার্নিং দিচ্ছি, সাহেবের অসম্মান করলে—আমি এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হবো।

কানাই। শুনে রাখুন দারোগা সাহেব, ভদ্রলোকের সংগে ভদ্র ব্যবহার না করলে স্বয়ং লাটসাহেবকেও আমি ঐ কথাই বলবো।

বারীন। বলুন সাহেব, কি প্রয়োজন এখানে ?

হিউ। এই ঘরখানা হামরা সার্চ করিটে আসিয়াছে।

নরেন। ঘর সার্চ কেন ? গন্ধ-টন্ধ বেরিয়েছে বুঝি ?

নন্দ। সাট আপ ইউ রাস্কেল।

নরেন। গালাগাল দিলে ভাল হবে না সাহেবের গোলাম।

বারীন। সার্চের ওয়ারেণ্ট আছে ?

হিউ। অফ কোর্স ( ওয়ারেণ্ট দেখাইল )।

বারীন। বেশ, করতে পারেন।

হিউ। মিঃ ভোনার্জ্জী—( ইঙ্গিত করিল )

নন্দ। থ্যাংক ইউ স্যার ( কিছুক্ষণ সার্চ করিয়া ) কিছুই পেলাম না স্যার।

হিউ। কিছুক্ষণ আগে একটা টেলি আসিয়াছে।

নন্দ। কই সেটা দেখি ?

বারীন। কোন টেলিগ্রাম নেই।

হিউ। আলবোট আছে, হামি নিজে ডেখিতে পাইল।

কানাই। দেখুন না সাহেব।

নন্দ। আপনাদের বডি সার্চ করা হবে।

বারীন। বডি ওয়ারেণ্ট আছে ?

হিউ। নো নিড অফ ওয়্যারেণ্ট ( নন্দকে ) আপনি স্টার্ট করুন।

নরেন। কিন্তু আমরা সম্মত নই।

হিউ। ইট্‌স্ মাই অর্ডার।

কানাই। ( নন্দকে দেখাইয়া ) ও মানবে আমরা নই।

নন্দ। আপনাদের এ্যারেষ্ট করা হবে।

নরেন। কোন অপরাধে ?

নন্দ। সরকারী কাজে বাধা দেওয়া অপরাধে।

কানাই। তাই নাকি ?

প্রতুল। ( লাঠি মেঝেয় সজোরে ঠুকিয়া ) চুপ রহো শালে।

নরেন। এটা কি বিলিতী সভ্যতা সাহেব ?

নন্দ। এই তুম বাহার যাও।

প্রতুল। বহুত খুব হুজুর।

[ কানাইকে ইসারা করিয়া প্রস্থান।

হিউ। হাপনি আরম্ভ করুন।

কানাই। কেন সাহেব বাজে সময় নষ্ট করছেন। এতটা বেলা হয়েছে অথচ আমাদের পেটে কিছুই পড়েনি।

হিউ। আই এ্যাম শ্যরি—বাট আই এ্যাম বাউণ্ড টু ডু মাই ডিউটি।

নন্দ। ( সকলেক দেখে ) না স্যার রং নিউজ—

হিউ। অল রাইট আশা করি হাপনি হামাদের মার্জনা করিবেন, আইন মানিটে হামরা বাধ্য আছে।

কানাই। যান সাহেব যান, মিসেস হয়তো ডিনার টেবিলে বসে আপনার মস্তক চর্বন করছে।

হিউ। গুড বাই মিঃ ঘোষ কাম অন ভোনার্জী…

[ প্রস্থান।

নন্দ। খুব বেঁচে গেলে। এখনও সাবধান, নইলে আমার হাত থেকে তোমাদের নিস্তার নেই। [ প্রস্থান।

নরেন। তুমিও সাবধান নন্দ দারোগা—যম তোমার পিছে পিছে ঘুরছে। কবে যে দয়া করবে কেউ তা বলতে পারবে না, তার জন্যে তৈরী থেকো—

বারীন। কি ব্যাপার কানাই ?

কানাই। প্রতুল দা আজ খুব বাঁচিয়েছে।

বারীন। তাতো বুঝলাম, কিন্তু আমি ভাবছি পুলিশ আমাদের উপর সদয় হ'লো কবে থেকে ?

নরেন। তোমার যুগান্তরের কল্যাণে আর কি কিন্তু—এবার থেকে আমাদের সাবধান হ'তে হবে।

বারীন। অথচ আরও বেশী তৎপর হওয়া চাই। গুপ্ত হত্যা সশস্ত্র বিপ্লবের একটা অংগ একথা মনে রাখতে হবে।

কানাই। ডাকাতি খুন—এতে দেশে অরাজকতা বাড়বে না ?

বারীন। তাই তো চাই কানাই, অরাজকতাকে সাদর আহ্বান জানাবার সময় এসেছে। ইতিহাসে এরই নাম বিপ্লব। রুশ, ফ্রান্স এই সব দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

নরেন। বারীনদা যুগান্তরে—

বারীন। যুগান্তর আর নয় ভাই—মসী ছেড়ে এবার অসির বদলে বোমা ধরতে হবে। কলমের খোঁচার ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ানো যাবে না।

কানাই। বারীন দা।

বারীন। হ্যাঁ ভাই এবার ইংরেজ নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করতে হবে। আর তার জন্যেই চাই বোমা পিস্তল রাইফেল। হ্যাঁ ভাল কথা প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরামকে দুটো পিস্তল দিতে হবে।

কানাই। ক্ষুদিরাম ?

বারীন। হ্যাঁ মেদিনীপুরে বাড়ী, হেমদার সুপারিশে ওকে নেওয়া হয়েছে।

কানাই। তবে যে বল্লে কে এক—

বারীন। ওটা তার ছদ্মনাম।

নরেন। কিন্তু এরকম লুকোচুরি কেন ?

বারীন। প্রয়োজন আছে।

নরেন। কি রকম ?

বারীন। ধর ওরা ধরা পড়েছে। আসল নামে ধরা পড়লে সব জানাজানি হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। ওরা তো কেউ কাউকে জানে না, কাজেই ওরা ঠিক নাম বলতে পারবে না। কিন্তু আর নয়—বেলা হ'য়েছে আমি আসছি।

[ প্রস্থান।

নরেন। কিরে ফুলছিস যে ?

কানাই। ভাবছি নন্দ দারোগার তলব এখনো পড়েনি কেন ?

নরেন। সময় হ'লেই পড়বে। ও নিয়ে ভাবিস নি আয়···

[ প্রস্থান।

কানাই। ভাবা-ভাবির কিছু নেই। আর যাই হোক দেশটাকে বেইমান মুক্ত করতেই হবে। তাতে দেশের মুক্তি দশ বছর পেছিয়ে যায় যাক।

সীতা আসিল

সীতা। পেছুলে চলবে না কানাই দা।

কানাই। সীতা!

সীতা। বরং দশ বছর আগিয়ে নিতে হবে।

কানাই। হাতে কি?

সীতা। রুটি।

কানাই। কি হবে?

সীতা। খাবে।

কানাই। আমি।

সীতা। হুঁ।

কানাই। কেন সীতা।

সীতা। খিদে পেয়েছে বলে।

কানাই। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি।

সীতা। কি?

কানাই। আমার জন্যে কোথায় যেন একটু স্নেহের স্পর্শ—যেন একটু আলাদা দরদ।

সীতা। দরদ না ছাই!

কানাই। কেন তবে আমার উপর তোমার এত লক্ষ্য।

সীতা। তোমার মাথা।

কানাই। একটা কথা বলবো?

সীতা। মানা করছে কে—দশটা বলনা।

কানাই। এ পথ ছাড় সীতা—

সীতা। পারবো না কানাই দা, কেন জানি না তোমার কত কথা মনে পড়ে তোমাকে নিয়ে আমার কত চিন্তা কানাই দা।

কানাই। এ সব ভাল নয় সীতা—

সীতা। নয় তা তো আমিও বুঝি। কিন্তু পারি না কানাই দা, অবুঝ মনটা আমার মানা মানে না।

কানাই। এ ভুল কেন করলে সীতা? তুমি তো জান, দেশ মায়ের কাছে আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছি।

সীতা। বেশ করেছ।

কানাই। আমাকে তুমি পাবে না কোনদিন।

সীতা। কে বলে পাব না? তোমার সাধনাকে আপন করেই তোমাকে পাব।

কানাই। না।

সীতা। কেন নয় কানাই দা? দেশ কি শুধু তোমাদের—আমাদের নয়? দেশকে ভালবাসতে শুধু কি তোমরাই পারো? আমরা পারি না?

কানাই। পারো তবু তোমাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়।

সীতা। ভুল—কানাই দা ভুল। তোমরা পুরুষ কর্তব্যের সদম্ভ অস্ফালন করতে তোমরা পাবো, আমরা তা পারি না। কিন্তু তাই বলে আমরা দেশকে ভালবাসতে জানি না, এই কথাই কি তুমি বলতে চাও?

কানাই। বলতে আমি কিছুই চাই না সীতা। তোমার জ্ঞান হ'য়েছে, বোঝার মত যথেষ্ট শিক্ষাও তুমি পেয়েছ।

সীতা। যাই বলো কানাই দা তোমার পথে তুমি চলবে জানি—তবে আমার পথও আমি ছাড়বো না।

কানাই। মনে রেখো প্রতিদিন প্রতিপদে মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা কষতে হচ্ছে আমাদের। হয়তো যে কোন দিন যে, কোন মুহূর্তে মৃত্যুর আহ্বান আসবে। অনুরোধ করছি সীতা ফিরে এসো—নিজের জীবনটা—ভুল ক'রে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিও না।···· [ প্রস্থান।

সীতা। ভুল আমি করিনি কানাইদা, ফিরতেও আর পারবো না। তুমি চলেছ তোমার পথে। কাছে টানবো না কোনদিন—দূর থেকে প্রণাম জানাবো, তোমার আদর্শের মধ্য দিয়ে তোমাকে লাভ করবো এই তো আমার চরম পাওনা।

**গীত**

নাই বা তোমায় পেলাম প্রিয় আপন করে চাইবো না।
দূর হ'তে করবো প্রণাম দুঃখ গীতি গাইবো না॥
তুমি যেও তোমার পথে; আপন ব্রত নিয়ে মাথে;
আপন বেগে চলবো আমি—পিছন ফিরে চাইবো না॥

[ গীতান্তে প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

### অবিনাশের বাড়ী

### অমলা আসিল

অমলা। সীতা—ও সীতা—

### অবিনাশ আসিল

অবিনাশ। কোথায় গেছে সীতা ?

অমলা। কি জানি কোথায় যে গেল মেয়েটা।

অবিনাশ। তোমাকে বলে দিচ্ছি গিন্নী—মেয়েকে অত আদর দিও না। বিপদে পড়বে।

অমলা। আদর দিচ্ছি আমি ? বলতে লজ্জা হ'লো না ? আমি

যে মেয়েটাকে রাতদিন খাঁড়া কাটারী করি, সেটা কি চোখে দেখতে পাও না ? বলি এই বয়সে চোখ দুটোও গেল নাকি ?

অবিনাশ। যায় নি গিন্নী যায়নি যেতে বসেছে।

অমলা। যাকনা, আপদ গেলেই বাঁচি। রাত দিন এটা কোথায় গেল—সেটা কি হ'লো এত সব কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচা যাবে।

অবিনাশ। প্রাণটা বাঁচবে কি করে। বলি পেটটা তো আছে সেটা চলবে কি করে ?

অমলা। চালাবার মালিক চালাবে। ওর জন্যে ভাবি না—যত ভাবনা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে।

অবিনাশ। আমাকে নিয়ে ?

অমলা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে। দেশের ছেলেগুলোকে যা বল—ওরা যদি শুনতে পায় তাহলে কি যে হবে—

অবিনাশ। কি আবার হবে ? হু হু গিন্নী ! এটা ইংরেজের রাজত্ব। কোন রকম টঁ্যা ফুঁ চলবে না।

অমলা। থামো গো থামো, কত জজ ব্যারেষ্টারকেই ছারপোকা মারা মারছে, আর তুমি তো তুমি—

অবিনাশ। ভাল হবে না গিন্নী।

অমলা। কি হ'লো ?

অবিনাশ। ইংরেজরা রাজার জাত। ওদের নিন্দে করোনা বুঝলে ? কে কোথা শুনে ফেলবে আর ঘ্যাচাং করে—বুঝতে পেরেছো ?

অমলা। আরে রেখে দাও। ভয়ে খাটের তলায় তুমি লুকোওগে আমি ওসব ভয় করি না—

অবিনাশ। ভয় অবশ্য আমিও করি না।

অমলা। তবে মুখ পোড়াদের অত তোয়াজ করো কেন ?

অবিনাশ। উদ্দেশ্য আছে গিন্নী উদ্দেশ্য আছে।

অমলা। কিগো বলনা শুনি—

অবিনাশ। কি আবার ? সে তোমাকে বলবার নয়।

অমলা। তবু শুনিই না।

অবিনাশ। একান্তই শুনবে ? বেশ, শোন চুপি চুপি···উহু বলা হবে না।

অমলা। কেন ?

অবিনাশ। মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না যে !

অমলা। বটে। আচ্ছা বেশ—[ রাগিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল ]

অবিনাশ ! রাগ ক'রোনা গো, আহাহা রাগ করোনা—কই শোন, কাউকে আবার বলে ফেলো না যেন। এসব কথা পাঁচ কান না হওয়ায় ভালো।

অমলা। না গো না—বলবো না, তুমি বলো।

অবিনাশ। তবে বলি কি বল ? উহু···বলা হবে না।

অমলা। আবার !

অবিনাশ। না না, বলছি বাবা বলছি—মানে ব্যাপারটা কি জানো ওদের তোয়াজ করে যদি রায় বাহাদুর খেতাবটা পাওয়া যায়।

ছদ্মবেশী নরেন আসিল

নরেন। তার জন্তে চিন্তা নেই অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ। ( চমকে ) কে ?

নরেন। ওপাড়ায় বাড়ী নাম—মানে নাম সুধীর বাড়ুজ্যে।

অবিনাশ। এখানে কি মনে করে ?

নরেন ? এখানেই বলবো ? মানে উনি—

অবিনাশ। ও আচ্ছা—( অমলাকে ) যাও তো গিন্নী একটু ভেতরে যাও, আমাদের একটা গোপন কথা আছে ( অমলার প্রস্থান ) বলুন এবার।

নরেন। বলছিলাম কি মানে দেশের এই তো অবস্থা চারদিকে বোমা আর ডাকাতি এই সুযোগে আমি ভাবছি—

অবিনাশ। কি ভাবছেন বলে ফেলুন না আমার কাজ আছে।

নরেন। বলছিলাম কি মানে এই সুযোগে যদি কোন খেতাব টেতাব—সরকারের কাছ থেকে আদায় করা যায় এই আর কি।

অবিনাশ। সত্যি আপনি ভাবছিলেন ?

নরেন। হ্যাঁ—মানে যদি চেষ্টা চরিত্র করে—

অবিনাশ। বলুন কি করতে হবে ?

নরেন। কিছু খরচ টরচ আর কি।

অবিনাশ। কিছু মানে ? কত লাগবে মনে হয় ?

নরেন। তা হাজার কুড়ির কমে কি আর—

অবিনাশ। কু-ড়ি-হা-জা-র। ( বিস্ময়ে নরেনের দিকে চেয়ে থাকে )

নরেন। তা লাগবে বইকি—বিবেচনা করুন আগে বড় অফিসারকে কিছু ভেট দিয়ে গর্ভনর সাহেবকে ধরতে হবে, তাতে অন্তত হাজার পাঁচেক।

অবিনাশ। আচ্ছা তারপর ?

নরেন। একটা বড় ভোজ—আর গর্ভর্নর সাহেবকে নিমন্ত্রন। ব্যস —আর দেখতে হবে না। একবারে রায় বাহাদুর খেতাব আপনার পকেটে।

অবিনাশ। ঠিক বলছেন ?

নরেন। বেবাক ঠিক।

অবিনাশ। তাহলে আপনি ব্যবস্থা করুন—কিন্তু

নরেন। কি হ'লো? কিন্তু কেন?

অবিনাশ। আপনি কে? আমি খেতাব পেলে আপনার লাভ কি? আপনি কেন অনর্থক—

নরেন। অনর্থক নয় দাদা অনর্থক নয়—উদ্দেশ্য আমারও একটা আছে।

অবিনাশ। কি রকম?

নরেন। বিশ হাজার টাকা যে খরচ হবে আমি তার অর্ধেক দেবো।

অবিনাশ। মানে দশ হাজার? কিন্তু কেন?

নরেন। মতলব আছে। দুজনে মিলে সাহেবকে যদি একবার কাত করতে পারি, তাহলে দুজনেরই কিস্তি মাত; অথচ কুড়ি হাজারের বদলে প্রত্যেকের খরচ পড়বে মাত্র দশ হাজার। কত কমে হলো?

অবিনাশ। বলিহারি দাদা আপনার বুদ্ধি!

নরেন। আপনি রাজী তো?

অবিনাশ। রাজী মানে! আমি না হয় বারো হাজারই দেবো, আর আপনি আট হাজার ব্যাস্, ঐ কথাই রইলো তাহলে—কবে কি হচ্ছে?

নরেন। আগে খোঁজ খবর নিতে হবে তাঁর জন্য কিছু দরকার। না—না বেশী না হাজার খানেক হ'লেই হবে।

অবিনাশ। বেশ তো ( কোমর টিপিয়া ) আমার কাছেই আছে। ( গনিয়া দিল ) তাহলে আর দেরী নয় দাদা যা করার শিগগীর করে ফেলুন, ( চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ) তাইতো, কেউ দেখল নাকি! শালা গুণ্ডাগুলোর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি দাদা।

নরেন। কেন কেন ?

অবিনাশ। আর কেন ? সে সব আর একদিন আপনাকে বলবো। আজ এখুনি যান দাদা, যত তাড়াতাড়ি হয় ব্যবস্থা করুন।

নরেন। তহেলে ঐ কথাই রইলো দেখবেন—পরে যেন কোনরকম গোলমাল করবেন না মশাই, তাহলে বড় বিপদে পড়বো, আচ্ছা আসি নমস্কার।

[ প্রস্থান।

অবিনাশ। ( সোল্লাসে ) মেরে দিয়েছি, রায় বাহাদুর খেতাব এবার যাবে কোথায় ? হুঁ হুঁ এবার থেকে রায়বাহাদুর, দেখি শুনতে কেমন লাগে—রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, উহুঁ খেতাবটা শেষেই দিতে হবে, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর…দুর ভাল লাগছে না।

অমলা আসিল

অমলা। লাগবে না।

অবিনাশ। মানে ?

অমলা। কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না যে—

অবিনাশ। গিন্নী ধরে নিতে পারো আজ থেকে আমি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ হুঁ হুঁ বাবা এবার আর চালাকি খাটবে না।

সীতা আসিল

সীতা। বাবা !

অবিনাশ। কোথা গিয়েছিলি 'হতভাগী ? ডেকে ডেকে গলা ফেটে যাবার যোগাড় ?

অমলা। হ্যাঁরে সীতা—তুই কি আগের মত ছোটটি আছিস ? গিয়েছিলি কোথায় ?

অবিনাশ। আমিও তো তাই বলছি, গিয়েছিলি কোথায় ?

সীতা। মণিদার কাছে।

অবিনাশ। কেন ? যেখানে সেখানে যাবি কেন ? আমার একটা মান সম্মান নেই ?

সীতা। বাবা !

অবিনাশ। ওহো, তোকে বলা হয়নি বুঝি ? আরে শোন এবার থেকে রায় বাহাদুর খেতাব পাচ্ছি—বুঝলি ! কচু বুঝলি। শোন ভাল করে, আমি এবার থেকে হেজি পেজি লোক নই—একেবারে রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

সীতা। মানে ?

অবিনাশ। বুঝলি না ? যা-যা বুঝে কাজ নেই যা।

সীতা। বুঝতে চাইনা বাবা। আমি সাধারণ মেয়ে, ও সব বড় বড কথা আমার মাথায় যায় না।

অবিনাশ। তা যাবে কেন ? এঁটো পাতা কোন দিন স্বর্গে যায় না কি ? যায় না।

সীতা। তাই ভাল বাবা, মর্তে যার স্থান, তাকে স্বর্গে মানায় না।

অবিনাশ। যা যা যেমন মা তেমনি তার-ছা ! যা তোরা যেখানে খুসি যা, আজ থেকে আমি কাউকে চাই না ; হুঁ হুঁ বাবা যাতা নয় একেবারে রায় বাহাদুর—

সীতা। মরিচীকার পেছনে মিথ্যে কেন ছুটছো বাবা। ওতে তৃষ্ণাই বাড়বে, জল কোনদিনই পাবে না। তার চেয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখ—তোমার দেশের দিকে।

অবিনাশ। সীতা !

সীতা। দিকে দিকে চলছে আজ মাতৃ পূজার বোধন, তুমিও যাও

—না বাবা ওদের সংগে মিশে। দেখবে তাতে শান্তি আছে, তৃপ্তি আছে, আর আছে—

অবিনাশ। কি ?

সীতা। ভালো কিছু করার অনাবিল আনন্দধারা।

[ প্রস্থান।

অবিনাশ। কি আমি মিশতে যাবো ঐ সব বখাটে গুণ্ডাগুলোর সংগে ? জুতো শ্রেফ জুতো মেরে ঠাণ্ডা করতে হয় ওদের।

অমলা। ব'লো না, ওগো ব'লো না। ও কথা শুনতে পেলে তোমাকে যে আস্ত রাখবে না।

অবিনাশ। কি ওদের ভয় করবো আমি! দাঁড়াও যাচ্ছি আমি পুলিশের কাছে।

অমলা। থামো থামো চুপ করো, শোন আমিও বল্‌ছি ওসব শুকনো খেতাব নেওয়ার চেয়ে বাঙ্গালীদের প্রাণ জয় কর, দেখবে ওরা তোমাকে মাথায় করে রাখবে। তাতে যে সম্মান পাবে, অমন বিশটা রায় বাহাদুর খেতাবেও তা কোনদিন পাবে না···

অবিনাশ। লাথি মারি অমন সম্মানের মাথায়। তোমরা মা মেয়েয় মিলে যতই চেষ্টা কর, রায় বাহাদুর খেতাব আমি নেবোই নেবো —যত টাকাই লাগুক—

কানাই আসিল

কানাই। তাহলে আমাদের সংগে হাত মেলান।

অবিনাশ। কে হে তুমি ছোকরা ?

কানাই। বাড়ী এখানে নয়। আমাকে তো চিনবেন না।

অবিনাশ। এখানে কি চাই।

কানাই। ভিক্ষে।

অবিনাশ। কিসের ভিক্ষে ?

কানাই। মুক্তি যজ্ঞের।

অবিনাশ। ও—তুমি গুণ্ডার দলের ছেলে ?

কানাই। কে বল্লে আমরা গুণ্ডা ?

অবিনাশ। কথায় কথায় যারা বোমা পিস্তল ছোঁড়ে, মানুষ মারে তাদের কি বলে ?

কানাই। ভুল করছেন অবিনাশবাবু—

অবিনাশ। ও-বাবা নামটাও জানো তাহলে—চেনো আমাকে ?

কানাই। থাকি পাশের বাড়ীতে আর আপনাকে চেনবো না ? যাক যে কথা, বলছিলাম আমরা বোমা পিস্তল ব্যবহার করি সত্যি, মানুষ খুন করি এও মিথ্যে নয়, কিন্তু কাদের খুন করি ? ইংরেজদের। যারা আমাদের শত্রু।

অবিনাশ। শত্রু কিসের ? ওরা তো আমাদের রাজা—ভগবানের প্রতিনিধি।

কানাই। সেটাই তো আরও বেশী অপরাধ। ওরা বিদেশী জোর করে আমাদের শুষে খাচ্ছে, শক্তির দাপটে আমাদের পায়ের তলায় ফেলে রেখেছে, একবার—শুধু একবার ভেবে দেখুন তো অবিনাশবাবু, আমরা ভারতবাসীরা কি মানুষ নই ? আমরা কি রাজত্ব চালাতে পারি না ?

আবিনাশ। কেন পারি না—নিশ্চয়ই পারি।

কানাই। তবে কেন ওরা আমাদের দেশে রাজত্ব করবে ? আমাদের দিয়ে কেন ওরা আমাদেরই অপমান করবে—নির্য্যাতন করবে ? আমাদের দেশে কেন আমাদেরই মা বোনেদের ইজ্জত থাকবে না।

অবিনাশ। থামো হে ছোকরা থাম। অত লম্বা লম্বা বক্তৃতা ছেড়ো না, বলি মতলবটা কি ?

কানাই। আমরা চাই ইংরেজকে তাড়িয়ে আমাদের দেশের শাসন-ভার আমরা—

অবিনাশ। ও—'ন' মন তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না কোনদিন।

কানাই। কেন নাচবে না? আপনি আমি সকলে মিলে যদি একবার হুঙ্কার দিই—

অবিনাশ। কি হবে তাহলে?

কানাই। ভারত ছাড়তে ওরা পথ পাবে না।

অবিনাশ। গ্যাছে—গ্যাছে, ছোঁড়াগুলো একেবারে ক্ষেপে গেছে।

কানাই। সত্যিই আমরা ক্ষেপে গেছি অবিনাশবাবু।

অবিনাশবাবু। মাথাটার দাম নেই বোধ হয়?

কানাই। কেন থাকবে না।

অবিনাশ। না নেই। থাকলে বেঘোরে মাথাটা দিতে চাইতে না।

কানাই। বুঝে দেখুন অবিনাশবাবু।

অবিনাশ। আরে বাবা বোঝাবুঝির কি আছে? ইংরেজরা হচ্ছে রাজার জাত। শাসন করতেই ওরা জন্মেছে। ওদের তাড়ানো তোমাদের মত দুদশ জন বখাটে গুণ্ডার কাজ নয়, কেন খামোকা মাথা গরম করছো চাঁদ? তোমার কথা শুনে শেষে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবো?

কানাই। অবিনাশ বাবু!

অবিনাশ। না না ওসব হবে টবে না। কেটে পড়তো বাছা আমার কাজ আছে যাও যাও।

কানাই। থাকতে আসিনি অবিনাশ বাবু। আপনার কাছে কিছু চাঁদার জন্যে এসেছিলুম।

অবিনাশ। চাঁদা? চাঁদা কিসের?

কানাই। স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে গেলে, সশস্ত্র বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, বহু টাকার প্রয়োজন আপনি আমাদের সাহায্য করুন—

অবিনাশ। সাহায্য! হাঃ হাঃ হাঃ শোনহে ছোকরা, ভিক্ষে করে দেশোদ্ধার হয় না ও সব ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও কেন এই বয়সে কাঁচা মাথাটা দিতে এসেছো মাণিক!

কানাই। তাহলে চাঁদা—

অবিনাশ। তা একান্তই যখন ছাড়বে না—আচ্ছা নাও দু'টাকা।

কানাই। দু' টাকা?

অবিনাশ। তবে কত?

কানাই। রাজ কর্মচারীদের মনস্তুষ্টি করতে যারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে, দেশের এমন শুভ কাজে সামান্য দু' টাকা—

অবিনাশ। পছন্দ না হয় নিও না—আরে দুর দুর আমারই ভুল; বাঘের হাতে ছাগল দেওয়া—আর তোমাদের হাতে টাকা দেওয়া দুই সমান। যাওহে ছোকরা যাও টাকা পয়সা এখানে মিলবে না।

কানাই। দেশ জননীর মুক্তির জন্যে হাসতে হাসতে কত লোক প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, আর আপনি সামান্য কিছু টাকা তাও দেবেন না? দিন অবিনাশবাবু দেশ মায়ের নামে আমরা ভিক্ষা চাইছি।

অবিনাশ। না না দেবো না টাকা অত সস্তা নয়।

কানাই। বেশ কিন্তু স্মরণ রাখবেন অবিনাশবাবু, আপনার রায় বাহাদুর খেতাবটা মাঠেই মারা যাবে এজীবনে ওটা আর মিলবে না।

অবিনেশ। যা যা দূর হয়ে যা বকাটে ছোড়া, আমার টাকা আমি দেবো না, যা করতে পারিস কর। ওঃ যার ধন তার ধন নয় নেপোই

মারে দই ! দাঁড়াও যাচ্ছি থানায়, দেখাচ্ছি মজা। বাড়ীতে এসে চোখ রাঙিয়ে, টাকা আদায় করাচ্ছি। পাঁচটি বছরের জন্যে তোমাকে যদি ঘানি টানাতে না পারি তো আমার নাম অবিনাশ ঘোষই নয়...

[ প্রস্থান।

কানাই। দিলে না, এরা ভিক্ষেও দিলে না ! উঃ কি শয়তান এরা, এক একবার ইচ্ছে হয় বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকার সিন্দুকগুলো ভেঙ্গে তছনছ ক'রে—এর প্রতিশোধ নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই নেবো আজ যাচ্ছি, এবার যেদিন আসবো প্রতিজ্ঞা করছি শুধু হাতে সেদিন ফিরবো না—

পুটুলি হাতে সীতা আসিল

সীতা। আজও ফিরতে হবেনা কানাইদা

কানাই। সীতা।

সীতা। বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। নাও—

কানাই। কি ওতে ?

সীতা। তোমার ভিক্ষে।

কানাই। সীতা !

সীতা। ভয় নেই কানাইদা এ আমার নিজস্ব সম্পদ। কই নাও।

কানাই। না।

সীতা। ( দৃঢ় স্বরে ) নিতে হবে।

কানাই। সীতা !

সীতা। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আজ থেকে আমাকেও নাও কানাইদা। তোমাদের ব্রতের ভাগ আমাকেও দাও।

কানাই। তা হয় না সীতা।

সীতা। তোমার পায়ে পড়ি কানাইদা।

কানাই। পারি না সীতা, তোমাকে মৃত্যুর মুখে টেনে এনে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব না।

সীতা। কানাই দা।

কানাই। কি ?

সীতা। একটা কথার জবাব দেবে ?

কানাই। বল।

সীতা। আমি কি তোমার পথের কণ্টক।

কানাই। না সীতা না। ভুল বুঝো না তোমাকে এ পথে এনে আমার মনকে আদর্শচ্যুত করতে পারবো না।

সীতা। তার মানে ?

কানাই। তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকলে, তোমার কোন বিপদ দেখা দিলে আমি যে স্থির থাকতে পারবো না সীতা। হয়তো ভুলে যাব আমার কর্তব্য, হারিয়ে ফেলবো আমার মনের দৃঢ়তা, প্রচণ্ড দাবদাহে হয়তো তুষার কঠিন হিমালয়ের মত এক মুহূর্তে গলে যাব...সে যে আমার অপমৃত্যু সীতা—তাই কি তুমি চাও ?

সীতা। বুঝেছি ; তবে একটা অনুরোধ রাখ, এ অলংকার তুমি নিয়ে যাও।

কানাই। কেন ?

সীতা। প্রশ্ন ক'রো না কানাই দা নাও ধর ( কানাই'এর হাতে দিল ) হয়তো কোনদিন তোমার সামনে অকারণে আসবো না তবে এ কথা জেনে যাও কানাইদা দেশ সেবার ব্রত আমি নেবোই।

কানাই। সীতা !

সীতা। ভয় নেই তোমার পথের বাধা আমি হবো না, তবু একটা অনুরোধ যদি মরি, আর তুমি যদি বেঁচে থাক, তাহলে অন্তিম সময়ে

একবার যেন তোমাকে দেখতে পাই এ আশা থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত করো না। (প্রণাম) আজ এই শেষ বিদায়ের দিনে, এইটুকু আশীর্বাদ করো কানাই দা, তোমার যোগ্য হ'য়ে যেন সগৌরবে আমি মরতে পারি।

[ প্রস্থান।

কানাই। যাবার সময় আশীর্বাদ চেয়ে গেলে, যদি অধিকার থাকে আমি এই আশীর্বাদ করছি···পরাজয়ের মালিন্য যেন তোমার জীবনকে স্পর্শ না করে। যে আশা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি যাচ্ছ—তা যেন অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হয়। করুণাময় ভগবান যেন তোমার মনবাসনা পূর্ণ করেন···।

[ প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য

### থানা

অবিনাশ আসিল

অবিনাশ। ছাড়বো না, একটাকেও ছাড়বো না, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলা। দাঁড়াও এবার দেখাচ্ছি মজা। দারোগা সাহেবকে বলে তোমাদের সব কটাকে ফাটকে পুরে তবে ছাড়বো।

প্রতুল আসিল

প্রতুল। কার আবার কপাল ফাটলো?

অবিনাশ। তার মানে?

প্রতুল। হয়েছে কি? চুরি, ডাকাতি, না লুঠ?

অবিনাশ। উঁহু, ওসব নয় ওসব নয়।

প্রতুল। তবে ?

অবিনাশ। গলাবাজী আর রক্তচক্ষু।

প্রতুল। দেখালে ? আপনাকে ?

অবিনাশ। তবে আর বলছি কি সেপাইজী ? আজ বাদে কাল আমি হচ্ছি রায়বাহাদুর।

প্রতুল। রায় বাহাদুর !

অবিনাশ। না না ওসব একান্ত গোপনীয় কথা—তুমি যাও সেপাই বড়বাবুকে সেলাম দাও।

প্রতুল। আরে বসুন দাদা বসুন। বড়বাবু এখন নেই।

অবিনাশ। নেই—? কোথায় গেছে ?

প্রতুল। বাইরে। এখুনি আসবে। ততক্ষণ আসুন না দুটো সুখ দুঃখের কথা কই—হ্যাঁ কে যেন আপনাকে রক্তচক্ষু—।

অবিনাশ। সেই জন্যেই তো এসেছি।

প্রতুল। লোকটা কে ?

অবিনাশ। কে জানে কি নাম—কানাই নাকি।

প্রতুল। ( চমকে ) কানাই ! —কি করেছে সে ?

অবিনাশ। না করেছে কি ! ভিজে বেড়ালের মত প্রথমে এলো চাঁদা চাইতে।

প্রতুল। চাঁদা কিসের ?

অবিনাশ। কটা বোকাটে ছোঁড়া গুণ্ডাবাজী করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে, আর তারই জন্য আমার কাছে এসেছে চাঁদা চাইতে।

প্রতুল। তারপর তারপর !

অবিনাশ। কাঁচকলা দেখালুম। সেই রাগে আমাকে অপমান

করতে ছাড়লে না! আরে দাঁড়াও না আগে রায়বাহাদুর হই তারপর দেখাবো মজা। এই যে বড়বাবু এসে গেছেন।

নন্দলাল আসিল

নন্দ। কনেষ্টবল্।

প্রতুল। (অভিবাদনান্তে) ইয়েস স্যার।

নন্দ। কেউ এসেছে?

প্রতুল। এই ইনি।

নন্দ। ওকে তো দেখতে পাচ্ছি—অন্য কেউ?

প্রতুল। না স্যার।

নন্দ। আচ্ছা তুম বাহার যাও। আর হ্যাঁ, না ডাকলে তুমি ভেতরে এসো না।

প্রতুল। বহুত খুব.........

[ প্রস্থান।

নন্দ। তারপর? কি সংবাদ অবিনাশ বাবু?

অবিনাশ। আজ্ঞে ভাল নয়।

নন্দ। কি রকম?

অবিনাশ। বাড়ীতে বাস করতে ভয় হচ্ছে।

নন্দ। কেন?

[ এমন সময় দেখা গেল প্রতুল অদূরে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল ]

অবিনাশ। পাড়ার বকাটে ছোঁড়াগুলোর জ্বালায়।

নন্দ। তারা আবার কি করলে?

অবিনাশ। আর বলবেন না মশাই? বলবেন না। রাস্তায় তো দূরের কথা বাড়ীর মধ্যেও একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো না?

নন্দ। কি হ'লো আবার?

অবিনাশ। পাড়ায় কওকগুলো বদমাইস ছোঁড়া বুঝলেন, রাতদিন তলোয়ারের খটাখট শব্দ ক'রে, জীবনটা তো অস্থির করেছে। তার উপর আবার চাঁদার হাঙ্গামা—বাঁচতে দেবে না মশাই বাঁচতে দেবে না—

নন্দ। চাঁদা বললেন ? কিসের চাঁদা ?

অবিনাশ। আর বলেন কেন ? চাঁদা তুলে দেশোদ্ধার করবেন। আরে বাবা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে ওরা এসেছে আমাদের দেশে—সামান্ত গুণ্ডার ভয়ে পালিয়ে যাবে ?

নন্দ। হুঁ।

অবিনাশ। হুঁ কি মশাই একটা ব্যবস্থা করুন ঐ সব গুণ্ডাদের ধ'রে এনে গারদে পুরুন।

নন্দ। ভাবছি অবিনাশ বাবু আপনাদের মত রাজভক্ত প্রজারা থাকতে আমাদের কোন চিন্তাই নেই।

অবিনাশ। সে তো বটেই—সে তো বটেই—

নন্দ। আচ্ছা অবিনাশবাবু পাড়ার ছেলেদের আপনি চেনেন তো ?

অবিনাশ। চিনি বইকি।

নন্দ। তাদের নাম নিশ্চয়ই জানেন।

অবিনাশ। হ্যাঁ জানি। তবে আমাদের পাশের বাগানবাড়িতে যে সব ছোঁড়ারা আড্ডা দেয়, তাদের মধ্যে দু'একটা নতুন ছোকরাও দেখা যাচ্ছে।

নন্দ। তাই নাকি ! ঠিক জানেন আপনি ?

অবিনাশ। জানি বইকি দারোগাবাবু। আর একটা কথা।

নন্দ। কি ?

অবিনাশ। ছোটলাট বাহাদুর সাহেবকে একটু—মানে চা খাওয়াতে চাই।

নন্দ। তাই নাকি? কি ব্যাপার?

অবিনাশ। না না ব্যাপার আর কি? এমনি ইচ্ছে গেল—মানে আপনাকে বলেই ফেলি কি বলেন?

নন্দ। আমতা আমতা করছেন কেন মশাই? বলুনই না কি উদ্দেশ্য?

অবিনাশ। উদ্দেশ্য অবশ্য একটা আছে।

নন্দ। তাতো বুঝতেই পারছি—তা উদ্দেশ্যটা বলেই ফেলুন না।

অবিনাশ। বলবো বলছেন? তবে বলি—মানে এই বয়সে একটু সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহ লাভ করার ইচ্ছে আর কি—

নন্দ। কি রকম?

অবিনাশ। এই একটু খেতাব টেতাব—

নন্দ। বেশ তো ভাল কথা।

অবিনাশ। আপনাকে স্যার একটু ব্যবস্থা করতে হবে।

নন্দ। ঠিক আছে অবিনাশবাবু, চেষ্টাতে ত্রুটি হবে না—আমি কথা দিচ্ছি তবে আমাদের দিকেও একটু চাইবেন মশাই ( প্রতুলকে ) এই কি করছো ওখানে?

প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। ইন্‌স্‌পেক্টার-সাহেব হুঁজুর—

নন্দ। কোথায়?

প্রতুল। বাইরে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন

নন্দ। এতক্ষণ বলিস নি কেন? আচ্ছা অবিনাশ বাবু, আপনি বরং এখন আসুন···যা শীগগীর সেলাম দে। [ প্রতুল চলিয়া গেল ]

অবিনাশ। দেখবেন দারোগাবাবু্ গরীবের কথাটা মনে রাখবেন আর বাগান বাড়ীর কথাটা ভুলবেন না—আসি নমস্কার। [ প্রস্থান ]

নন্দ। পেয়েছি সূত্র-পেয়েছি, মাণিকতলার বাগানবাড়ির আড্ডাখানা তল্লাস করতে হবে, দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা—

গীতকণ্ঠে মহাকাল আসিল

গীত

ওরে করিস নে আর ভুল
আপন জালে পড়বি বাঁধা
হারাবি দুই কুল

নন্দ। বিরক্ত করিসনে পাগল। যা এখান থেকে—

গীতাংশ

এখনও তোর সময় আছে
আয় ফিরে আয় মায়ের কাছে
নইলে ভুলের ফলে দেখবি শেষে
চোখে সরষের ফুল ॥

নন্দ। আবার জ্বালাতন করে!

মহাকাল। শোন্! পাপ পথ ছেড়ে দে।

নন্দ। [ দৃঢ়স্বরে ] পাগল—

মহাকাল। দেশের বিপক্ষে গিয়ে বেইমানের সংখ্যা আর বাড়াসনে —বাঙ্গালীরা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

নন্দ। তবে রে শয়তান [ চাবুক মারিল ] এই চাবুক দিয়েই বিপ্লবের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেব!

মহাকাল। না না পারবি না। চাবুক-গুলি এসব দিয়ে বিপ্লবের কণ্ঠ রোধ করা যায় না। বিপ্লবের মৃত্যু নেই, বিপ্লবের মৃত্যু নেই। [ প্রস্থান ]

নন্দ। তোকে আমি ছাড়বো না পাগল, কয়েদখানা তোকে ডাকছে। ( অগ্রসর হইল )—এমন সময় আসিল "মিঃ হিউ"

হিউ। কি করিটেছ ভোনার্জ্জী ?

নন্দ। একটা পাগল স্যার—ম্যাড।

হিউ। উহার পিছনে ছুটিয়া কী লাভ হইবে ?

নন্দ। না স্যার। মহা—শয়তান।

হিউ। লেট হিম গো। শুন—

নন্দ। কি বলছেন স্যার !

হিউ। মানিকটোলা অঞ্চলে একঠো ক্লাব আছে জানো ?

নন্দ। জানি স্যার।

হিউ। জানো ! টোবে হামাকে জানাও নাই কেন ?

নন্দ। সংবাদটা এইমাত্র পেলাম স্যার।

হিউ। হামার সন্দেহ হইতেছে।

নন্দ। কি স্যার ?

হিউ। উহা এনার্কিষ্টডের আস্টানা আছে।

নন্দ। স্পাই লাগাবো স্যার ?

হিউ। সিয়োর। হামি কি টোবে খেলা করিতে আসিল ?

নন্দ। আচ্ছা স্যার—আজই আমি ব্যবস্থা করছি। আর একটা কথা—ঐ অঞ্চলে আমাদের ফর-এ আছে একজন। তার নাম অবিনাশ ঘোষ।

হিউ। ইয়েস—ইয়েস।

নন্দ। সে বলছিলো এখানকার কয়েকজন বখাটে ছোঁড়া মিলে একটা আড্ডাখানা তৈরী করেছে।

হিউ। ইয়েস—ইয়েস, হামি শুনিয়াছে।

নন্দ। ঐ আড্ডা ভাঙতে হবে স্যার।

হিউ   ভাঙিটে হয় ভাঙিবে—আফটার অল, হামার কোঠা হইটেছে এনার্কিষ্টভের ধ্বংস করিটেই হইবে।

নন্দ। আমিও তাই বলছি স্যার। আচ্ছা—এই কে আছিস হরদয়ালকে পাঠিয়ে দে।

হরদয়াল বেশী প্রতুলের প্রবেশ

হরদয়াল। ডাকছেন স্যার ? নমস্কার সাহেব।

নন্দ। হ্যাঁ শোন ওই অবিনাশ বাবুর বাড়ী যা।

হরদয়াল। গিয়ে ?

নন্দ। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—ওখানে তুই ছদ্মবেশে থাকবি আর পাসের বাগান বাড়ির উপর লক্ষ্য রাখবি।

হরদয়াল। রাখবো স্যার।

নন্দ। রোজ নিয়মিত রিপোর্ট দিবি। সাবধান ওরা যেন জাস্তে না পারে, তাহলে তোকে আর ফিরতে দেবে না।

হরদয়াল। ঠিক আছে স্যার। আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক ম্যানেজ করবো।

নন্দ। আর ছাখ, শুনেছি—কানাই বলে কে একটা ছোকরা মাঝে মাঝে আসে, তাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবি।

হরদয়াল। রাখবো স্যার।

হিউ। টাহলে শুন—তুমি হার্ট এ্যাণ্ড সোল ট্রাই কর। যডি সাকশেসফুল হইতে পার—হামি টোমার রি-ওয়ার্ডের নিমিট্ট সুপারিশ করিবে।

হরদয়াল। ধন্যবাদ সাহেব। ভাববেন না আমরা সরকারী লোক।

সরকারের অপমান মানে আমাদেরই অপমান ; কাজেই আপ্রাণ চেষ্টা করবো, আচ্ছা আসি। নমস্কার সাহেব... [ প্রস্থান ]

নন্দ। ওকে চেনেন স্যার ?

হিউ। নো নো হু ইজ হি ?

নন্দ। ও সেই ভিখিরী স্যার—পুয়োর বেগার।

হিউ। ও ইয়েস—টোমার বুড়ির টারিফ করি—বাট একঠো কঠা—

নন্দ। বলুন স্যার।

হিউ। উপর হইতে হামার উপর চার্জ আসিটেছে—আজও একটা এনার্কিষ্টকেও ঢরিতে পারিল না। ইহাটে হামার লজ্জা হইটেছে।

নন্দ। লজ্জা করিবে না সাহেব—দু একদিনের মধ্যে আপনাকে আমি ও কেশটা ঠিকমত সাজিয়ে দিচ্ছি, আপনার প্রেসটিজ ঠিক থাকবে।

হিউ। থ্যাংক ইউ, হামি কমিশনার সাহেবের নিকট টোমার প্রমোশনের কঠা বলিবে। বাট মাইণ্ড ছাট, উহাদের ধরা চাই ই। অল রাইট—হামি এখন চলিটেছে—বাই বাই··· [ প্রস্থান ]

নন্দ। কোথায় পালাবে শয়তানের দল। পাতালের অন্ধকারে গিয়ে লুকালেও তোমাদের নিস্তার নেই ; আমি তোমাদের নিস্তার দেবো না, কিছুতেই না।

[ প্রস্থান

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### "হিউ-এর বাড়ী"

**কলিন্স আসিল**

কলিন্স। নো নেভার বেঙ্গলী ইম্নংম্যানডের এটখানি চেষ্টা ব্যর্থ হইটে পারে না। উহারা বাছিয়া বাছিয়া ইংলিস ম্যানডের মারিটেছে। ঠিক করিটেছে। ইয়েস দে আর রাইট। হামরা হইলে উহাই করিটাম। টোবে টাহাডের ক্রাইম হইবে কেনো?

**সাহেব বেশী কানাই আসিল**

কানাই। সত্যি বলছেন?

কলিন্স। হু? হু আর ইউ?

কানাই। বেঙ্গলী এনার্কিষ্ট।

কলিন্স। এনার্কিস্ট? ও গড।

কানাই। ভয় পাবেন না ম্যাডাম।

কলিন্স। হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?

কানাই। শেলটার, পুলিশ তাড়া করেছে কিনা।

কলিন্স। নো নো এখানে হইবে না।

কানাই। না হোলে চলবে না ম্যাডাম।

কলিন্স। নো ইটস্ ক্রাইম। ড্যাডি-ড্যা—

কানাই। [ পিস্তল উঁচিয়ে ] শাট আপ। চীৎকার করবেন না। তাহলে গুলি ছুটবে। মনে রাথবেন—আই এ্যাম ইন ডেঞ্জার—সো আই এ্যাম ডেঞ্জারাস্—লাইক দি এ্যাংরি টাইগার।

কলিন্স। বাট—

কানাই। বেগ ইয়োর পার্ডন—একটু অনুগ্রহ করতেই হবে। আপনার স্মরণ নিলাম। আঃ ভারি ক্ষিধে পেয়েছে [ হাই তুলিয়া ] ঘুমও পাচ্ছে। এইখানে একটু বসি। [ বসিয়া পড়িল ]

কলিন্স। ইহা কেমোন হইল। আমি টো হাপনার শট্রু আছে।

কানাই। নো নো সিসটার আছো।

কলিন্স। হোয়াট ?

[ নেপথ্যে পুলীশের বাঁশী বাজিল ]

কানাই। ঐ বন্ধুরা এসে পড়েছে। যা হয় করুন।

কলিন্স। গড উইল সেভ ইউ। বাট হিয়ার—এখানে আসিয়া শুইয়া পড়ুন।

কানাই। আবার ওখানে ?

কলিন্স। আঃ আসুন ?

কানাই। [ সরিয়া এক কোণে শুইয়া পড়িল ]

কলিন্স। [ একখানি চাঁদর লইয়া ভাল করিয়া ঢাকা দিল। [ ঠিক তার পর মুহূর্তে মিঃ রে সহ মিঃ হিউ আসিল ]

হিউ। টুমি ঠিক বলিটেছ ?

রে। নিজের চোখে দেখেছি স্যার। লোকটা পাইপ বেয়ে উপরে উঠলো।

হিউ। বাট হোয়ার ইজ হি ?

রে। তাইতো এই যে মিস, কেউ এসেছে এখানে [চারিদিক দেখে]

হিউ। কাউকে আসিটে ডেখিয়াছ কলিন্স ?

কলিন্স। নো ড্যাডি—কে আসিবে ? কাহাকে খুঁজিটেছ ?

হিউ। একজন বেঙ্গলী এনার্কিষ্ট। রে টাহাকে আসিতে ডেখিয়াছে।

রে। আপনি ঠিক বলছেন মিস ?

কলিন্স। মিঃ রে হাপনি হামাকে ওপোমান করিটেছেন।

রে। নো নো মিস্—

কলিন্স। হামি বলিটেছে—কেহ আসে নাই টথাপি বিশওয়াশ হইটেছে না। ড্যাডি, এ্যাম আই লায়ার ?

হিউ। নো নো মাই চাইল্ড, মিঃ রে ইউ আর রং।

রে। কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি স্যার।

হিউ। মিঃ রে, অনর্থক পুলীশকে হায়রানি করিলে ভাল হইবে না।

রে। কিন্তু স্যার আমি—

হিউ। ডোণ্ট ট্রাই টু টেল এ লাই। হামি হামার ডটারকে বিশওয়াশ করি। নাউ কাম অন্·········                    [ প্রস্থান

কলিন্স। কি হইলো মিঃ রে ? হটাশ হইলেন ?

রে। মিস কলিন্স।

কলিন্স। ইয়েস ?

রে। তুমি কি রাগ করেছ ?

কলিন্স। অফ কোর্স—টুমি হামাকে লায়ার বলিবে আর হামি—

রে। না ম্যাডাম না, তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না। আমি শুধু বলছি লোকটা গেল কোথায় ?                    [ চারিদিক দেখিতে লাগিল ]

কলিন্স। কি দেখছো মিঃ রে ?

রে। ওটা কি ?

কলিন্স। কোনটা

রে। ঐ যে বেড কভার ঢাকা ?

কলিন্স। ও ? নাথিং নাথিং—সাম ফারনিচারস্—

রে। ওটা দেখতে পারি ?

কলিন্স। ও? নো নো।

রে। মিস কলিন্স!

কলিন্স। টুমি হামাকে বিশওয়াশ করিটেছে না?

রে। না না সে নয়—এমনি কৌতূহল—

কলিন্স। হামি বলিটেছে উহা কিছু নহে।

রে। তবু দেখিনা একবার—

কলিন্স। মিঃ রে—ডোণ্ট ট্রাই টু প্রুভ মি এ ট্রেটর!

রে। ট্রেটর।

কলিন্স। ইয়েস, হামি ড্যাডিকে যাহা বলিয়াছে টাহা মিথ্যা হইটে পারে না। বিলিভ মি, ইফ্ ইউ উইশ, বাট হামাকে বিরক্ত করিবে না।

রে। মিস কলিন্স, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কলিন্স। হোয়াট!

রে। আই এ্যাম রাইট।

কলিন্স। No—No—গেট আউট গেট আউট—আভি নিকালো—

রে। কলিন্স!

কলিন্স। নো নো টুমি যাইবে কি না—

রে। যদি না যাই?

কলিন্স। ল, উইল হেল্প মি। বাট আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইট, প্লিজ জেণ্টেলম্যান প্লিজ।

রে। বেশ আজ আমি যাচ্ছি, কিন্তু স্মরণ রেখো, আবার আমি আসবো; অবশ্য আইনের সাহায্য নিয়েই, সেদিন আর কিন্তু কোন অজুহাত চলবে না। আচ্ছা গুড বাই… [ প্রস্থান ]

কানাই। [ তড়িৎ বেগে উঠিয়া ] ইচ্ছে হচ্ছিল একটি ঘুষিতে ওর নাকটা উড়িয়ে দিই।

কলিন্স। আপনি সোব শুনিয়াছেন ?

কানাই। কানে যখন কালা নই, না শুনে উপায় কি ? সে যাক এবার চলি ম্যাডাম।

কলিন্স। বাট হিয়ার—আপনি ক্ষুধার্ট বলিটেছিলেন ?

কানাই। ছিলাম এখন আর নই।

কলিন্স। প্লিজ হাপনি একটু ওয়েট করুন।

কানাই। কেন ?

কলিন্স। হামি এখুনি আসিটেছে দয়া করিয়া যাইবেন না।

[ প্রস্থান ]

কানাই। ব্যাপার কি ! আবার কোন বিপদ ঘটাবে নাকি ম্যাডাম, কিন্তু, না--না, সে সম্ভব নয় ; তাহলে আগেই ধরিয়ে দিত। দেখাই যাক কি হয়—বন্ধু তো সঙ্গেই আছে [ পিস্তল লইয়া দেখিতেছিল ]

[ অকস্মাৎ সত্যেন আসিল। হাঁপানি রোগী সে বেশী কথা বলিতে পারে না ]

সত্যেন। কানাই !

কানাই। [ চকিতে পিস্তল তুলিয়া ] কে ?

সত্যেন। নামা—নামা—বীর পুরুষ।

কানাই। সত্যেন—তুই ?

সত্যেন। সন্দেহ হচ্ছে নাকি।

কানাই। তুই এখানে কেন ?

সত্যেন। নেমন্তন্ন খাবার জন্য। কিন্তু বলিহারী সাহস তোর।

কানাই। কি রকম ?

সত্যেন। টাকা কোথায় রাখলি ?

কানাই। টাকা! এই যে [ প্যান্টের পকেট হইতে একতাড়া নোট বের করে ] হ্যাঁ ভাল কথা লোকটা বেঁচে আছে তো?

সত্যেন। কে—ডাকহরকরা?

কানাই। তবে কি পদির মায়ের কথা বলছি?

সত্যেন। বেঁচে আছে। পায়ে গুলি লেগেছিলো। কিন্তু আর নয় বেরিয়ে আয়।

কানাই। একটু দেরী হবে।

সত্যেন। কেন?

কানাই। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। সেই কখন খেয়েছি।

সত্যেন। সাবধান কানাই ওই ক্ষিধের জন্যেই একদিন তুই মরবি।

কানাই। মরি দুঃখ নেই যদি খেয়ে মরতে পারি।

সত্যেন। তবে থাক আমি চলি...... [ প্রস্থান।

কানাই। যাবি? আচ্ছা যা আমি কিন্তু না খেয়ে নড়ছিনা।... হ্যাঁ শোন।

সত্যেন। ( ফিরিয়া ) আবার কি?

কানাই। টাকাটা নিয়ে যা। পাঁচ হাজার আছে কিনা গুনে দেখিস।

সত্যেন। পুলীশ পিছু ছাড়েনি তোর। সাবধান বিপদ ঘটাস্‌নি।

কানাই। ঠিক আছে তুই যা বারীনদাকে দিবি—আমি যাচ্ছি—হ্যাঁ তোর রিভলবারটা আছে তো?

সত্যেন। হ্যাঁ, কিন্তু তোর মতলব কি? অতগুলো টাকা—

কানাই। ভয় পাচ্ছিস?

সত্যেন। নারে ভয় নয়। তবে লোকটা নেহাত গোবেচারী তা, যাকগে তুই কখন যাচ্ছিস্‌? নাকি এইখানেই থাকবি?

কানাই। এখানে? এই বাঘের ঘরে?

সত্যেন। কি জানি তোর আবার কি খেয়াল চেপেছে, আচ্ছা সাবধানে থাকিস আসি—বন্দেমাতরম ··

[ প্রস্থান।

কানাই। বন্দে মাতরম্। যাক্ বাবা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল টাকাটা পকেটে খোঁচা দিচ্ছিল। বাঁচা গেল ( হাই তুলিয়া ) আঃ কি ঘুম পাচ্ছে শুয়ে পড়ি একটু—( শয়ন )

কিছু খাবার আর জল নিয়ে কলিন্স আসিল।

কলিন্স। হ্যালো ইয়ংম্যান একি! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাউ সুইট ইজ দিস্ ম্যান, ব্রেভ—ষ্ট্রং—এ্যণ্ড ইয়ং এনার্কিষ্ট।

কানাই। একি! ( উঠিল ) ডাকেন নি কেন?

কলিন্স। আপনি ঘুমাইটেছিলেন।

কানাই। ও কি ওতে?

কলিন্স। নাথিং, প্লিজ গেট আপ।

কানাই। কেন?

কলিন্স। এগুলি খাইটে হইবে। ( আসন পাতিয়া ভারতীয় রীতিতে খাইতেদিল )

কানাই। আমাকে? মানে আমি খাব?

কলিন্স। ইয়েস।

কানাই। দিন। মানে ওতে আমার কোন আপত্তি নেই ( খাইতে খাইতে বলিল ) একটা কথা বলব ম্যাডাম?

কলিন্স। ইয়েস।

কানাই। আপনি আমাদের রীতি জানলেন কি ক'রে।

কলিন্স। আই লাভ ইণ্ডিয়া।

কানাই। ইউ? বিয়িং এ্যান ইংলিস লেডি?

কলিন্স। ইয়েস। হামি ইণ্ডিয়ানদের ফলো করিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া উহা শিখিয়াছি।

কানাই। (ততক্ষণ খাওয়া শেষ করিয়াছে) মেনি মেনি থ্যাংক্‌স্‌। আপনি আজ যা করলেন, জীবনে কোনদিন তা আমি ভুলবো না। পুলিশের হাত থেকে তো বাঁচালেনই, উপরন্তু খাদ্য দিয়ে পেটও বাঁচালেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কলিন্স। (ইশারায় চুপ করিতে বলিয়া) প্লিজ বি সাইলেণ্ট সাম্‌বডি ইজ্‌ কামিং।

কানাই। এখন উপায়?

[ নেপথ্যে হিউ—"কলিন্স?"

কলিন্স। ইয়েস ড্যাডি।

নেপথ্যে। আর ইউ ইন?

কলিন্স। ইয়েস। বাট ডোণ্ট কাম।

হিউ। (নেপথ্যে) অলরাইট ও-কে।

কলিন্স। চলিয়া গিয়াছে।

কানাই। এবার চলি?

কলিন্স। ইয়েস আসিটে পারেন—চলুন হামি আপনাকে পঠ ডেখাইয়া ডিবে।

কানাই। (যেতে গিয়ে ফিরে) একটা কথা, যে ধারণা আমার ছিল—আপনার ব্যবহারে সে ধারণা আমার বদলে গেল। আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি ইংরেজ মাত্রই শয়তান নয়। তাদের মধ্যেও আপনাদের মত দয়ালু মানুষও আছে।

কলিন্স। ইজ্‌ ইট!

কানাই। বিশ্বাস করুন কিছুক্ষণ আগেও আমার ধারণা ছিল যে ইংরাজ জাতি আমাদের দেশের শত্রু, আমারও। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভাঙ্গলো। আপনি ইংরাজ দুহিতা—আমাদের পরম শত্রুর কন্যা, তবু আপনার মহত্বের দ্বারে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গুডবাই ম্যাডাম গুডবাই। [ হাত নাড়িতে নাড়িতে প্রস্থান ]

কলিন্স। ( হাত নাড়িতে নাড়িতে ) ও সুইট ইয়ংম্যান টোমাডের মট বেঙ্গলী যখন ডেশের জন্য লাইফ ডান করিটে প্রস্টুট হইয়াছে, তখন ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা আর বেশী ডুরে নয়, জেন্টেল ম্যান—ইংরেজরা হটিয়ে যাইটে বাঢ্য হইবে। দে উইল বাউণ্ড ইয়েস বাউণ্ড।

[ প্রস্থান ]

## সপ্তম দৃশ্য

## বাগান বাড়ী

[ সাধারণ বেশে "প্রতুল" আসিয়া চিন্তিতমনে পদচারনা করিতেছিল। ]

প্রতুল। বাধ্য করবো, অরাজকতা সৃষ্টি করে, প্রতিপদে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে—ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করবো। কিন্তু মহাপুরুষরা বাদ সাধছে, তারা ইংরেজকে তোষণ করছে—মনে ভেবেছে ভিক্ষে করেই তারা ভারতের স্বাধীনতা আনবে--না না তা হয় না—হ'তে পারে না।

নরেন আসিল

নরেন। কি হ'তে পারে না প্রতুল দা?

প্রতুল। ভিক্ষে করে স্বাধীনতা অর্জন করা। জানিস নরেন দেশের কয়েকজন প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

নরেন। সেকি।

প্রতুল। হ্যাঁ নরেন দুঃখটা এই খানেই। তারা ভাবছে না কাঙালরা কোনোদিন বৃত্তিত্যাগ না ক'রে বড় হ'তে পারে না।

নরেন। প্রতুল দা।

প্রতুল। তারা বুঝতে পারছে না—দেশ আজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে, আর তারা পিছু হটতে পারে না—থামতেও নয়। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের এখন কোন উপায় নেই।

নরেন। প্রতুল দা—তুমি বিপ্লবী?

প্রতুল। বিপ্লবী কিনা জানি না—তবে দেশকে ভালবাসি, তাই শয়তান ইংরেজদের আমি সহ্য করতে পারি না।

নরেন। তবে ওদের চাকরী নিয়েছ কেন? এটাতো বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রতুল। না।

নরেন। নয়?

প্রতুল। না নরেন, শঠের সংগে শঠতাই উপযুক্ত নীতি। তাইতো নেমেছি ইংরেজদের সংগে শঠতা ক'রে বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করতে।

নরেন। কিন্তু এতো অন্যায়।

প্রতুল। কিসের অন্যায়? ভাবতে পারিস নরেন, এদেশে নিগ্রো বা জুলু পর্য্যন্ত নির্বিবাদে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, পারে না কেবল ভারতবাসীরা কেন? আমরা কি এতই হীন?

নরেন। প্রতুল দা!

প্রতুল। তাদের এ স্বেচ্ছাচারিতার জবাব দিতে হবে, আর তাতে সবচেয়ে বেশী সুবিধে—ঝুটো রাজভক্তি দেখিয়ে, তাদের বিশ্বাসী হ'য়ে বন্ধু হ'য়ে, চরম আঘাত হানবার সুযোগ সৃষ্টি করা। তাদের দমন নীতির মধ্যে ফাটল তৈরী করতে হবে। তারপর সেই ফাটল ধরেই চালাতে হবে আমাদের বিজয় অভিযান।

সীতা আসিল

সীতা। আমাকে সংগে নাও প্রতুল দা।

প্রতুল। সীতা।

সীতা। পারবে না প্রতুল দা ?

প্রতুল। কেন পারবে না বোন ? তোমরাইতো আমাদের শক্তি।

সীতা। তবে আমাকে বঞ্চিত করছো কেন তোমরা ?

প্রতুল। কে বলে তোমরা বঞ্চিত ?

সীতা। কেন তবে তোমাদের কাজের অংশ আমাকে দাও না।

প্রতুল। সব কাজ সবাইএর জন্যে নয় বোন।

সীতা। বুঝতে পেরেছি প্রতুলদা মেয়েছেলে বলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না। বেশ, তবে আমিও জানিয়ে রাখছি দাদা, যাক—আমার ভবিষ্যৎ রসাতলে, যাক আমার মান সম্মান, জীবন দিয়েও আমি প্রমাণ করবো যে বাংলার নারী বাঙালী পুরুষের চেয়ে কোন অংশে দুর্বলা নয়—

বারীন আসিল

বারীন। ঠিক বলেছ সীতা বাংলার নারী দুর্বলা নয়।

সীতা। বারীন দা !

বারীন। কি হ'য়েছে বোন—উত্তেজিতা কেন ?

সীতা। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে বারীনদা ?

বারীন। প্রশ্ন ? আচ্ছা বল।

সীতা। আমরা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার অংশ নিতে পারি না ?

বারীন। কেন পারবি না ?

সীতা। তবে কেন আমাকে দলে নিতে চাইছো না ? কানাইদাকে বল্লাম বল্লে "না"। প্রতুলদাও বল্লে তাই এবার তুমি বল বারীনদা বিপ্লবে অংশ নেবার অধিকার আমার আছে কিনা।

বারীন। নিশ্চয়ই আছে।

সীতা। তবে দাও আমাকে কাজের ভার।

বারীন। ওরে শোন, তোরা মেয়ে, মায়ের জাত, সংসারে আমরা তোদের মাতা—কন্যা—রূপেই দেখতে চাই।

সীতা। তাহলে আমরা ?

বারীন। তোরা ? কল্যানপুত হাতের সেবাযত্ন দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের বাঁচিয়ে রাখবি, মৃত সঞ্জিবনী বানী দিয়ে হতাশ প্রাণে তোরাই জ্বালাবি আশার আলো—অব্যর্থ নিশান দেখিয়ে তোরাই দিবি দিক্‌ভ্রান্ত পথিকদের পথের ঠিকানা।

সীতা। বড় বড় কথার জালে আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ বারীনদা। আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা আমাকে দলে নেবে না। বেশ আমি একাই যাব আমার পথে। আর কিছু না পারি মরতেও কি পারবো না ? [ প্রস্থানোদ্যতা ]

বারীন। শোন্ ওরে পাগলী—শোন্—এই সীতা।

সীত,। ( ফিরিয়া ) কি বলছো ?

বারীন। একান্তই এপথে আসবি ?

সীতা। বারীনদা।

বারীন। মরতে ভয় পাবি না ?

সীতা। প্রমাণ চাও ?

বারীন। থাক খুব হ'য়েছে আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে বাবা।

নরেন। সমিতির সভ্যা হ'তে গেলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, শপথ নিতে হবে।

সীতা। কি শপথ বল আমি নেব।

নরেন। ভুল ক'রোনা বারীনদা।

বারীন। উপায় নেই, নরেন ওর এই অদম্য উৎসাহকে দমিয়ে রাখার অধিকার আমার নেই—শোন সীতা, আমার দিকে চেয়ে বল—"বন্দেমাতরম্"।

সীতা। বন্দেমাতরম্।

বারীন। (একটু একটু করিয়া সীতা শপথ পাঠ করিল) আমি মাতা পিতা গুরুদেব নেতা ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি সকল সময়েই সমিতির বিধি নিয়ম মানিয়া চলিব, ইহার গোপনীয় কথা প্রানান্তেও কাহাকেও বলিব না। নেতার অজ্ঞাতে কোন গোপনীয় কাজে হাত দিব না কিংবা তাহার আদেশ ছাড়া কোনস্থানে যাইব না, কোন রকম বিপদের ইঙ্গিত পাইলেই আমি তৎক্ষণাৎ সমিতিকে জ্ঞাত করাইব, কোন সময়েই যে কোন অবস্থাতেই নেতার বিরুদ্ধাচারন করিব না (সীতা একটু একটু করিয়া সবটাই আবৃত্তি করিলে বারীন বলিল) যাও সীতা, আজ থেকে তুমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা—সকলে বল, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, (সকলে একসঙ্গে) বন্দে মাতরম (তিনবার)।

বারীন। আর একটা কথা শুনে রাখ সীতা—যেহেতু এখানে অস্ত্র

কোন স্ত্রীলোক নেই, সেই হেতু আমার নির্দেশে তুমি বাড়ীতে থেকেই দলের কাজ করবে।

সীতা। তাই হবে বারীনদা।

বারীন। এই নাও মায়ের প্রসাদ ( যোগ্যসমাদরে সীতা হাত পাতিয়া লইল ) এবার বাড়ী যাও।

সীতা। আশীর্বাদ কর দাদা, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম প্রাণ দিয়েও আমি যেন তার যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। [ প্রস্থান ]

বারীন। পারবে সীতা—তোমার মধ্যে যে অনমনীয় দৃঢ়তা আমি দেখেছি তা মিথ্যা নয়—তুমিই একদিন আমাদের মুখোজ্জল করবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

নরেন। ছাই করবে।

বারীন। নরেন! কারো শক্তিকে উপেক্ষা করা অন্যায়।

নরেন। উপেক্ষা করলুম কোথায়? তবে কি জান, কথায় আছে "পথে নারী বিবর্জিতা"—এ পথে মেয়েদের আসা ভুল।

প্রতুল। না না ভুল তোমারই হচ্ছে নরেন, স্বাধীনতা আন্দোলন পুরুষদের একচেটে সম্পত্তি নয়, ভুলে যেওনা আমাদের দেশেই জন্মেছে—ঝাঁন্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ, রানী পদ্মিনী, দুর্গাবতী, চাঁদবিবি, অস্বীকার ক'রো না তাদের ক্ষমতা, সাহস ও দক্ষতাকে।

নরেন। অস্বীকার করছি না প্রতুলদা তবে পুরুষদের একচেটে গণ্ডীর মধ্যে দু একজন মেয়েকে আনলে অসুবিধাই হবেই।

প্রতুল। না—ভুল ধারণা। দেশের অর্ধেক নাগরিক হচ্ছে স্ত্রীলোক, তাদের সেই সমবেত শক্তিকে অস্বীকার করা মুর্খামী নয়? তাছাড়া ওদেরও এখন প্রয়োজন আছে। তবে দু একজনকে নয়।

প্রতুল। এনিয়ে পরে কথা হবে নরেন, আমার ডিউটির সময় হ'য়ে গেল, চলি বারীন। হ্যাঁ যাবার সময় বলে যাচ্ছি শুনে রাখ নরেন, একজন একজন করেই ওদের সবাইকে দলে আনতে হবে। একথা স্মরণ রেখো ভাই, বিন্দু বিন্দু বারি নিয়েই হয় মহাসাগরের সৃষ্টি। [ প্রস্থান ]

বারীন। ঠিক বলেছ ভাই—প্রতুলদা বিন্দু বিন্দু বারিতেই মহাসাগরের সৃষ্টি।

সত্যেন আসিল

সত্যেন। কিন্তু এদিকে যে মহা অনাসৃষ্টি।

বারীন। একি সত্যেন! কাজ হাসিল?

সত্যেন। হ্যাঁ! এই নাও ·····( টাকার বাণ্ডিল বারীনকে দিল )

নরেন। কোন বিপদ হয়নি তো?

সত্যেন। না।

বারীন। কানাই কোথায়?

সত্যেন। আসছে।

নরেন। তবে অনাসৃষ্টি কীসে?

সত্যেন। সেই কথাই তো বলছি, বাবু এখন নেমন্তন্ন খেতে ব্যস্ত।

বারীন। কোথায়?

সত্যেন। মিঃ হিউ এর বাড়ীতে।

নরেন। সর্বনাশ! কি সাহস রে বাবা।

অকস্মাৎ কানাই আসিল

কানাই। সাহসটা আমার চিরকালই আছে নরেন।

সত্যেন। কানাই!

কানাই। কিরে—বিস্ময়ে মুখটা একেবারে হিমালয়ের গুহা হ'লো যে? কি ব্যাপার।

নরেন। তোর সাহসকে ধন্যবাদ ভাই! তা যাক কি হ'য়েছিল বল দেখি।

কানাই। হবে আবার কি, পাঁচ হাজার টাকার গোছাটা নিয়ে ডাক হরকরাটা বের হ'লো জি. পি. ও থেকে সত্যেন আর আমি পিছু নিলুম।

বারীন। তারপর?

কানাই। তারপর আর কি? নির্জন দেখে সুযোগ বুঝে এগিয়ে গিয়ে কেড়ে নিলুম টাকার বাণ্ডিলটা। ব্যাটা দেবে না কিছুতেই মারলুম দুই থাপ্পড়, তবুও নয়। ছুটে পালাতে গেল—ছুটলো গুলি। গেল লোকটা পড়ে। টাকা কেড়ে নিয়েই দে ছুট।

বারীন। তবে এতো দেরী হ'লো কেন?

কানাই। আরে শোনই না, সত্যেন রইলো—পেছনে—ওকে দেখতে গিয়ে দেখি এক শালা অফিসার দুটো সেপাই নিয়ে ছুটে আসছে আমার দিকে।

নরেন। সর্বনাশ। তারপর?

কানাই। ছুটতে ছুটতে হাজির হলাম হিউ সাহেবের বাড়ীর সামনে পথ না পেয়ে সটান ঢুকে পড়লাম তার বাড়ীতে।

নরেন। বলিস কি?

কানাই। বলছি তো তাই। বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একেবারে সাহেবের মেয়ের সামনে।

বারীন। সেকি! তারপর?

কানাই। জানতুম তো মেয়েটা বড় ভাল, আমাদের উপর একটু

আধটু দরদ আছে। হঠাৎ আমাকে দেখে ভয় পেয়ে হিউ সাহেবকে ডাকতে গেল মেয়েটা, আমি পিস্তলটা নাকের উপর তুলে বললাম—হুঁসিয়ার চীৎকার করলেই গুলি ছুটবে। সেই সংগে বিনয় জানিয়ে বললুম আমি স্মরণাপন্ন। এমন সময় ঢুকলো সাহেব আর একজন লোক। মেয়েটা দিলে ওদের ফিরিয়ে। তারপর এলো খাবার। খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে এলুম আমি।

বারীন। এমনি ক'রেই কোন্ দিন মরবে কানাই।

কানাই। হ্যাঁ মরণ অমনি সস্তা কিনা মরলেই হ'লো—তাহলে ভগবান ব্যাটার নাড়ি ভুড়ি ছিড়ে ফেলব না। তা যাকগে চল, বারীনদা রাত হয়েছে, বেশী অত্যাচার করলে শরীরের মেসিনটা বেগড়াবে।

নরেন। রাত্রে খাবি তো—?

কানাই। খাব না মানে? ওরে বাপ্‌রে ক্ষিধেয় নাড়িভুড়ি হজম হবার যোগাড় হ'লো তুমি এসো তো এসো—আয় সত্যেন হাঁড়িতে যা আছে তোতে আমাতে খেয়ে নিই আয়। কিরে আয় না—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়......

[ সত্যেনকে লইয়া প্রস্থান।

নরেন। মরবে—ও খাওয়ার জন্যেই মরবে। একটা কথা বারীনদা।

বারীন। কি।

নরেন। সীতার কথা যেন কানাইকে ব'লো না।

বারীন। কেন...কোন কিছু—

নরেন। হ্যাঁ সীতা বোধ হয় কানাইকে ভালবাসে। কানাই সেটা জানে, আর সেই জন্যই সীতাকে ও দলে নিতে চায় নি।

বারীন। আগে একথা বলিস নি কেন!

নরেন। সুযোগ দিলে কই? একেবারে দীক্ষা দিয়ে ছাড়লে। যাকগে ওদিকে কানাই হয় তো শুন্য হাঁড়িটাও আস্ত রাখবে না।

[ প্রস্থান।

বারীন। তাই তো প্রফুল্ল বা ক্ষুদিরামের কোন সংবাদ এলো না। মজঃফরপুরে ওরা ঠিক মত পৌছেছে তো?

পত্রহস্তে কানাই আসিল

কানাই। মনে হয় পৌছেছে।

বারীন। কি খবর?

কানাই। একটা চিঠি ( দিল ) লেটার বক্সে পড়েছিল।

বারীন। ( খুলিয়া পড়িতে লাগিল )

কানাই। কি লিখেছে পড়না শুনি।

বারীন। দুর্গা সেন মানে আমাদের প্রফুল্ল—লিখছে।

কানাই। কি লিখছে তাই পড়বে তো—

বারীন। লিখছে "সুকুদা, আমরা নিরাপদে—এসেছি কিন্তু দীনেশ রায়ের পকেটে যে টাকা ছিল তা হারিয়ে গেছে।

কানাই। দীনেশ রায় ক্ষুদিরাম বুঝি?

বারীন। হ্যাঁ।

কানাই। তারপর?

বারীন। "টাকা কিছু পাঠাবেন। বরকে এখনও দেখিনি আমরা। কিন্তু তার বাড়ীটা ভাল করে দেখেছি। বাড়ীটা খুব খারাপ নয়। পরে সব জানাবো। নিম্ন ঠিকানায় টাকা পাঠাবেন আর পাঠাবার সময় মনে রাখবেন—ওখানকার ঠিকানা দেবেন না। যা তা মিথ্যা ঠিকানা দেবেন।

কানাই। টাকাটা কালই পাঠাতে হবে।

বারীন। দেখি কি করা যায়।

কানাই। ওঃ আমি যদি যেতুম ভালো হ'তো—এভাবে রাতদিন বসে থাকতে ভাল লাগে না।

বারীন। উপায় নেই কানাই, দলের ডিসিপ্লীন বজায় রাখতেই হবে। ডিসিপ্লীন হীন দল বা জীবন কোন দিন স্থায়ী হয় না কানাই একথা মনে রেখো।

[ প্রস্থান।

কানাই। রেখে দাও তোমার ডিসিপ্লিন, শত্রু মারতে ও সবের দরকার হয় না। দরকার শুধু একটা পিস্তল আর কিছু গুলি। না, দলে থেকে দেখেছি কিছু হবে না, কিন্তু উপায়ই বা কি? নিয়ম না মানলে ওরা হয়তো আমাকে গুলিই করে বসবে। দেখা যাক ভবিষ্যতের কালো অদৃষ্ট পটে কি আছে, আলো না অন্ধকার।

[ প্রস্থান।

## অষ্টম দৃশ্য

### মোকামা ষ্টেশন

**নতুন পোষাক পরিহিত প্রফুল্ল আসিল**

প্রফুল্ল। অন্ধকার—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার তবু মেরেছি কিংসফোর্ড সাহেবকে। জয় মা ভবানী! শয়তান সাহেব! বড় তুমি ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করতে, আজ তোমার দেনা পাওনা সব শেষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য তার সে ধরা পড়ে গেল। ও কি আফসোস, ভগবান! ও যেন মুক্তি পায়। একান্তই যদি অসম্ভব হয়, তাহলে অন্তত মহা-মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে দিও দয়াময়।

ছদ্মবেশী নন্দ দারোগা আসিল

নন্দ। ভগবান খুব বাঁচিয়াছেন কিন্তু মিসেস ও মিস্ কেনেডি নির্দোষ, তবে ওরা মরলো কেন। দাঁড়াও শয়তানের দল কোথায় পালাবে? ইংরেজ সরকারের চক্রান্তজাল ছিন্ন করা অত সোজা—একি কে তুমি? কোথায় বাড়ী হে ছোকরা?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে আমাকে বলছেন?

নন্দ। নয়তো কি পূবের ঐ গাছগুলোকে বলছি?

প্রফুল্ল। কি বলছেন?

নন্দ। বাড়ী কোথায়?

প্রফুল্ল। বাড়ী মানে কলকাতা।

নন্দ। কলকাতা?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে হ্যাঁ কলকাতা।

নন্দ। এদিকে কোথা?

প্রফুল্ল। বাড়ী যাচ্ছি।

নন্দ। গিয়েছিলে কোথা?

প্রফুল্ল। কথাও না মানে বেড়াতে আর কি।

নন্দ। সে তো বুঝতে পারছি। তা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে সেটাই জিজ্ঞাসা করা।

প্রফুল্ল। কোন প্রয়োজন আছে?

নন্দ। না না মানে আমারও বাড়ী কলকাতা কিনা। তা কলকাতার কোন জায়গায় তোমার বাড়ী?

প্রফুল্ল। মানিকতলা চেনেন?

নন্দ। মানিকতলা! কি আশ্চর্য্য আমিও তো থাকি ঐ অঞ্চলে।

প্রফুল্ল। ও বেশ তো ( স্বগত ) একি আপদ এসে জুটলো ( প্রকাশ্যে ) আপনি বসুন আসছি…

নন্দ। কোথা আবার যাবে ? এই তো এখানে।

প্রফুল্ল। না মানে একটু কলঘরে যাব আপনি বসুন এখুনি আসছি।

[ প্রস্থান।

নন্দ। কে ঐ ছোকরা ? অমন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে কেন ! তবে কি কোন—হ্যাঁ হ্যাঁ হ'তেও পারে, ঠিক আছে—আরও পরীক্ষা করতে হবে ! রামসিং।

জনৈক কনেষ্টবল আসিল

কনেষ্টবল। কিছু বলছেন স্যার ?

নন্দ। আমার পাশে যে ছেলেটা বসেছিল দেখেছ তাকে ?

কনেষ্টবল। দেখেছি স্যার।

নন্দ। ওকে ভাল করে ওয়াচ করতে হবে।

কনেষ্টবল। আচ্ছা স্যার।

নন্দ। সব সময় রেডি থাকবে বুঝেছ ?

কনেষ্টবল। বুঝেছি স্যার।

নন্দ। যাও এখন কাছেই থাকবে ডাকলেই যেন পাই। ( কনেষ্টবলের প্রস্থান ) ভগবান আশার আলো জ্বালিয়ে আবার যেন কেড়ে নিও না ঠাকুর, দয়া কর, মুখ চাও, কইহে ছোকরা এদিকে এসো না [ প্রফুল্ল পুনরায় আসে ] হ্যাঁ কি যেন নাম তোমার ?

প্রফুল্ল। আমার নাম মানে দুর্গা—দুর্গা সেন।

নন্দ। আচ্ছা…তা কি ব্যাপার বলতো দুর্গা।

প্রফুল্ল। কি ?

নন্দ। একেবারে নতুন পোষাক।

প্রফুল্ল। ওঃ আর বলবেন না স্যার, বেড়াতে গিয়ে একেবারে সর্বশ্রান্ত হয়ে ফিরছি।

নন্দ। কি রকম?

প্রফুল্ল। চোর, বুঝলেন চোরে আমার জামা কাপড় সব চুরি করে নিয়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে এই নতুন পোষাক কিনতে হয়েছে। ( স্বগত ) নতুন পোষাক নিয়ে কি ফ্যাসাদেই না পড়েছি।

নন্দ। এদিকে কি হ'য়েছে শুনেছ?

প্রফুল্ল। কই না—কি হয়েছে?

নন্দ। মজঃফরপুরের বড় রাস্তায় বোমা পড়েছে।

প্রফুল্ল। সেকি মশাই কেউ মারা টারা—

নন্দ। হ্যাঁ দুজন ভদ্র মহিলা।

প্রফুল্ল। ( আর বিস্মৃত হইয়া ) এঁ্যা ভদ্র মহিলা—' তবে বর।

নন্দ। কি বলছো?

প্রফুল্ল। না মানে যারা ও কাজ করেছিল তারা ধরা পড়েছে?

নন্দ। হ্যাঁ একজন ধরা পডেছে আর—

প্রফুল্ল। আর?

নন্দ। অন্বেষণ করা হচ্ছে। খুব সম্ভব ধরা পড়বে।

প্রফুল্ল। ( স্বগত ) আমাকে সন্দেহ করেছে নাকি? এত জেরা করছে কেন? দেখে শুনে মনে হয় লোকটা বাঙালী—নাঃ কেটে পড়াই ভালো—

নন্দ। কি ভাবছো হে ছোকরা?

প্রফুল্ল। এঁ্যা—না—মানে ভাবছি যারা ঐ সব বোমা টোমা নিয়ে কাজ করে তারা কি সাংঘাতিক লোক। যাকগে ঐ তো ষ্টেশনে এসে গেছে। [ প্রস্থানোদ্যত।

নন্দ। একি এখানে নামছো কেন ?

প্রফুল্ল। না মানে এখুনি আসছি।

নন্দ। কেন চা খাবে ? এই চাওয়ালা !

প্রফুল্ল। থাক, চা খাব না—শরীরটা খুব খারাপ লাগছে দেখি একটু বাইরে যাই। [ প্রস্থান।

নন্দ। একি। চলে গেল যে। নাঃ ব্যাপার সুবিধে নয় ওকে ফলো করতে হবে—কোথায় গেল ? ( দেখিয়া ) ঐ তো কোথায় পালাবে শয়তান যম তোমার পিছে পিছে যাচ্ছে তৈরী হও।

[ প্রস্থান।

অপর পার্শ্ব দিয়া দুইজন যাত্রীর প্রবেশ

১ম যাত্রী। একি কাণ্ডরে বাবা রাস্তা ঘাটে চলা দায়।

২য় যাত্রী। যাই বল দাদা ও নিশ্চয়ই গুণ্ডাদের কাজ।

১ম যাত্রী। গুণ্ডা ? গুণ্ডা তুমি কাদের বলছো— ? নিশ্চয়ই বিপ্লবীরা বোমা ফেলেছে।

২য় যাত্রী। দেখতে দেখতে দেশ যা হয়ে উঠলো আজ খুন—কাল বোমা, পরশু ডাকাতি—

১ম যাত্রী। জীবনে বেঁচে থাকাটাই আজ মস্ত বিড়ম্বনা কে কবে কখন তাদের শিকার হবে কেউ বলতে পারে না, এই আজ কিছুক্ষণ পরে শুনবো তুমি নেই। হয় ছুরি—না হয় বোমা তোমার প্রাণটি নিয়ে—উধাও হয়েছে।

২য় যাত্রী। আরে বাবা দেশ স্বাধীন করবি তো আন্দোলন কর, দেশের লোককে এক কর। তা নয় কেবল বোমা আর গুলি।

১ম যাত্রী। ওসব গুলি বোমা নিয়ে কি আর ইংরেজ তাড়ানো যাবে ? অত সোজা নয়।

২য় যাত্রী। যাই বল দাদা—গুণ্ডাই হোক আর ডাকাতই হোক লোকগুলোর কেরামতি আছে।

১ম যাত্রী। কি রকম ?

২য়। দু'একটা ইংরেজকে তো মারছে।

দ্রুত প্রফুল্ল আসিল। পকেটে পিস্তল ধরিয়াই আছে।

প্রফুল্ল। কি জ্বালাতনরে বাবা। ঠিক পিছু নিয়েছে লোকটা মনে হয় পুলিশের কেউ হবে।

১ম যাত্রী। কোন লোকটা ভাই ?

প্রফুল্ল। এঁ্যা না আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন ?

২য় যাত্রী। কি ?

প্রফুল্ল। কাল রাতে যে বোমা পড়েছে মরেছে কেউ ?

১ম যাত্রী। হ্যাঁ—হ্যাঁ শুনেছি শ্রীমতী কেনেডী আর তার মেয়ে কিন্তু মরেনি তো।

প্রফুল্ল। তবে ?

২য় যাত্রী। খুব সাংঘাতিক ভাবে আহত হ'য়েছে—

১ম যাত্রী। সাংঘাতিক কেন—যা অবস্থা শুনেছি ও মরেই যাবে।

প্রফুল্ল। আহা শেষকালে স্ত্রীলোক ! ধিক আমাদের।

১ম যাত্রী। কি বলছো ?

প্রফুল্ল। বলছি তারা কি নিষ্ঠুর—

২য় যাত্রী কারা ?

প্রফুল্ল। যারা মেয়েছেলে খুন করেছে।

১ম যাত্রী। তা আর বলতে। তবে আমার মনে হয়—

প্রফুল্ল। কি মনে হয় ?

১ম যাত্রী। যারাই বোমা মারুক দুটো মেয়ে ছেলেকে মারতে চায়নি।

প্রফুল্ল। তবে ?

১ম যাত্রী। হয়তো অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

সাদা পোষাকে কনেষ্টবল সহ ছদ্মবেশী
নন্দলাল আসিল।

নন্দ। এই যে তুমি এখানে ?

প্রফুল্ল। কী হ'য়েছে কি ? আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করছেন ?

নন্দ। না—মানে এক পথে যাব কিনা—

প্রফুল্ল। না।

নন্দ। না মানে ? কলকাতা যাবে না ?

প্রফুল্ল। না।

নন্দ। তবে যাবে কোথায় ?

প্রফুল্ল। জাহান্নামে। তাতে আপনার কি ?

নন্দ। তোমাকে আমার প্রয়োজন।

প্রফুল্ল। কিসের ?

নন্দ। তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

প্রফুল্ল। যাব না আমি।

নন্দ। যেতে তোমাকে হবে ছোকরা। সহজে—না যাও বেঁধে নিয়ে যাব।

প্রফুল্ল। তারমানে ?

নন্দ। বেঁধে নিয়ে যাব। মনে করেছ আমার চোখকে ফাঁকি দেবে। নাহে ছোকরা না অতখানি সহজ নয়।

প্রফুল্ল। তার মানে আপনি—

নন্দ। হ্যাঁ পুলীশ! (প্রফুল্ল পালাইবার চেষ্টা করলে নন্দ পথ আটকায়) উহুঁ পালাবার চেষ্টা করো না।

প্রফুল্ল। আমাকে আপনি ধরতে এসেছেন?

নন্দ। হ্যাঁ।

প্রফুল্ল। পারবেন না।

নন্দ। বটে দেখি—( অগ্রসর হইল )

প্রফুল্ল। এই যে ধরাচ্ছি। ( চকিতে পিস্তল বের করে নন্দলালের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। মাথা সরাইয়া নন্দ বাঁচিয়া গেল।

নন্দ। এইবার ছোকরা—হাঃ হাঃ হাঃ

প্রফুল্ল। তবুও আমাকে ধরতে পারবেন না—আমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে—

[ পিস্তল লইয়া প্রথমে নিজের কপালে গুলি করে ২য় বার নিজের বুকে গুলি করে ]

১ম ও ২য় যাত্রী। একি করছো—কি করছো, কি সংঘাতিক কাণ্ডরে বাবা। [ উভয়ে প্রফুল্লকে ধরিল ]

নন্দ। একি! যা বল্লে তাই করলে?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ বিপ্লবীরা যা বলে তাই করে....কিন্তু—

নন্দ। কিন্তু কি?

প্রফুল্ল। আপনি বাঙ্গালী?

নন্দ। ( ঘাড় নাড়িয়া ) হ্যাঁ।

প্রফুল্ল। বাঙ্গালী হয়ে আপনি বাঙ্গালীকে ধরিয়ে দিচ্ছেন? ছি ছি ছি সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মাথায় কলংকের পশরা তুলে দিলেন? আপনার জন্য লজ্জায় বাঙ্গালীদের মুখ ঢাকতে হবে।

নন্দ। যুবক!

প্রফুল্ল। বাংলা তথা ভারতের মুক্তির জন্যে যারা আত্মদান করছে— আপনি সেই দেশের সন্তান হয়ে—বাঙালীর ভাই হয়ে, বাঙ্গালীর সঙ্গে বেইমানী করলেন; কিন্তু জেনে রাখুন বাংলার মাটি—বাংলার ইতিহাস কোন দিন আপনাকে ক্ষমা করবে না।

নন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ বাংলা মায়ের ছেলে আমি নই—আমি ইংরেজের টাকায় কেনা গোলাম।

প্রফুল্ল। থামুন, লজ্জা হচ্ছে না? মনে রাখবেন আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী আপনি—আপনার নিস্তার নেই। পাতালের অতল গহ্বরে লুকালেও বাঁচাতে আপনাকে কেউ পারবে না। আঃ কি শাস্তি। চোখ দুটোতে নেমে আসছে উজাড় করা বিশ্বের জড়তা—মাগো স্বপ্ন সার্থক হ'লো না হ'তে দিলে না— আমাকে ক্ষমা করিস মা—বন্দে-মাতরম্।

[ পড়িয়া যাইতেছিল যাত্রী দুইজন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

নন্দ। যা আইনের বাইরে চলে গেল। ধরেও ধরতে পারলাম না। আমার ভাগ্য ( কপাল চাপড়াইয়া ) মনে করেছিলাম একে জীবন্ত ধরতে পারলে চাইকি একটা প্রমোশনও হয়তো পাবো—কিন্তু আমি যাই বঙ্গে আমার কপাল যায় সংগে।

কনেষ্টবল। স্যার।

নন্দ। এঁ্যা এই যে কনেষ্টবল একে নিয়ে এসো আমি যাচ্ছি।

[ প্রস্থান।

১ম যাত্রী। আহা এইটুকু ছেলে—

মহাকাল আসিল

মহাকাল। হ'লেও বাঘের বাচ্চা—

২য় যাত্রী। কি বলছো?

মহাকাল। স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে বিদেশী শাসকের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে ও মৃত্যু'কেই বড মনে করে। তাই তো নিজে মরে মরতে শিখিয়ে দিয়ে গেল—সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকে।

কনেষ্টবল। আপনারা দয়া করে একটু সাহায্য করুন একে নিয়ে যাব।

[ যাত্রী দুজন ও কনেষ্টবল ধীরে ধীরে প্রফুল্লকে ধরে নিয়ে যায় ]

মহাকাল। যাও বীর অমরধামে যাও আর সেই সংগে নিয়ে যাও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর উষ্ণ অশ্রুভেজা প্রণাম।

**গীত**

বিদায়ের কালে শুনে যাও বীর
শুনে যাও শেষ গান—
ব্যর্থ হবেনা—বাংলার বুকে
তোমার রক্ত দান।
অগ্নি যুগের হে বীর সেনানী,
রক্ত দিয়ে লিখিলে যে বাণী—,
ভুলিব না মোরা দেশের লাগিয়া
তুমি আগে দিলে প্রাণ॥

[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ]

## নবম দৃশ্য

### বাগানবাড়ি

**নরেন ও সত্যেন আসিল**

নরেন। প্রফুল্লর কোন সংবাদ এলো ?

সত্যেন। নারে, তাইতো ভাবছি।

নরেন। ভাবতে হবে নারে, ভাবতে হবে না—প্রফুল্ল কাঁচা ছেলে নয়।

সত্যেন। তার জন্যে ভাবিনি।

নরেন। তবে ?

সত্যেন। ভাবছি কাজ কতদূর হ'লো।

নরেন। সে ওরা ভাববে কানাই কোথায় ?

সত্যেন। ঘুমুচ্ছে।

নরেন। বলিস কিরে! এত বেলা হলো—

সত্যেন। ঘুমুক। সারা রাত বেচারা জেগেছে।

নরেন। আহারে ননীর পুতুল আমার—একটা রাত জেগেছে তো সাতটা দিন ঘুমিয়ে তার জের মেটাতে হবে। বলিহারি যাই বাবা।

কানাই আসিল

কানাই। কি হ'লোরে ? বলিহারি কাকে ?

নরেন। তোর ঘুমকে।

কানাই। দেখ নরেন বাজে ইয়ারকি করবি না। যাই বলিস শরীরটা আগে। ও না থাকলে বিপ্লব আর করবে কে ?

সত্যেন। বলিস কি! মোষের মত শরীর এক রাত না ঘুমুলে—

কানাই। থাম তুই কেশো রুগী—

অকস্মাৎ উত্তেজিত বারীন আসিল।

বারীন। নরেন—সত্যেন—কানাই—

কানাই। কি হয়েছে বারীনদা ?

বারীন। সর্বনাশ হয়েছে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে।

সত্যেন। সেকি জানলে কি করে ?

বারীন। এই ছাখ আজকের এম্পায়ার কাগজ।

[ কানাই ও নরেন লইয়া পড়িতে লাগিল ]

কানাই। প্রফুল্ল?

বারীন। আত্মহত্যা করেছে।

কানাই। সাবাস বীর সাবাস। সিংহ কোনদিন পিঞ্জরাবদ্ধ হয় না।

বারীন। আরও একটা দুঃসংবাদ আছে।

সত্যেন। আবার কি?

বারীন। পুলীশ হয়তো আমাদের আস্তানার কথা জানতে পেরেছে।

কানাই। পেরেছে তো পেরেছে।

সত্যেন। কি হবে তাতে?

বারীন। রাইফেল, বন্দুক, রিভালবার, বোমা তৈরীর মাল মসলা তো কিছু কিছু আছে।

নরেন। ওগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে বারীনদা।

সত্যেন। ঠিক বলেছিস।

কানাই। এখুনি "হ্যারি আপ" নরেন সত্যেন জলদী আয়—। মাল এখুনিই সরিয়ে ফেলতে হবে।

নরেন। কি করবো বারীনদা? কোথা সরাবো?

কানাই। মাটির নীচে!

বারীন। ঠিক বলেছো কানাই তাই কর—জলদী যত তাড়াতাড়ি পারো।

কানাই। এখুনি যাচ্চি—কিন্তু একটা কথা।

বারীন। কি?

কানাই। ক্ষুদিরাম ছেলেমানুষ—পীড়নের জ্বালা সইতে না পেরে—

সত্যেন। না, তাকে চিনি আমি। হাসতে হাসতে বরং মরবে তবু দলের কথা সে কিছুতেই বলবে না—

কানাই। তাই যেন হয় সত্যেন।

সত্যেন। আমি বলছি।

কানাই। তাড়াতাড়ি মালগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই—হুট করে কখন এসে পড়বে! আয় তোরা—সকলে মিলে ওগুলোর ব্যবস্থা করি গে।

[ কানাই সত্যেন ও নরেনে প্রস্থান ]

বারীন। জানিনা ভাগ্যে কি আছে বাতাসে যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

প্রতুল আসিল

প্রতুল। তোমার ধারণা ঠিক বারীন।

বারীন। প্রতুলদা!

প্রতুল। পুলিশ আসছে।

বারীন। কখন?

প্রতুল। আজ যে কোন মুহূর্ত্তে।

বারীন। সর্বনাশ! উপায়!

প্রতুল। সময় নেই বারীন, ভাববার সময় নেই যা করার তাড়াতাড়ি কর। এর পরে হয়তো আর সময় পাবে না। আচ্ছা চলি।

বারীন। এখুনি যাবে প্রতুলদা?

প্রতুল। যেতে হবে ভাই। নইলে পুলিশের সন্দেহ আমার উপর এসে পড়বে আচ্ছা চলি।

[ দ্রুত প্রস্থান ]

বারীন। কি হবে? ধরা দেবো? না হলে পালাতে হয়। না না পুলিশের সন্দেহ তাতে আরও বাড়বে। ধরাই দেবো, প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু নেই কি জানি হয়তো শালারা সংগ্রহ করেছে, যা ইচ্ছে হয় করুক গে না হয় পালাই—কিন্তু দল? না না দলের স্বার্থে ধরা দিতেই হবে—বিচারে অবশ্য কি হয়।

কানাই। যাক বাবা নিশ্চিন্ত ··

কানাই সত্যেন ও নরেন পুনরায় আসিল

বারীন। কোথায় রাখলে?

নরেন। একেবারে কবর দিয়েছি। ও নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

বারীন। ভেতরে খবর দিয়েছো?

কানাই। উপেনদা, উল্লাস কর, এদের তো?

বারীন। হ্যাঁ।

কানাই। দিয়েছি বইকি। ওরাও কাগজপত্র সরাতে ব্যস্ত।

বারীন। ঠিক আছে এবার একটা কথা শোন।

কানাই। কি?

বারীন। প্রতুলদা এসেছিল!

কানাই। কি বল্লে?

বারীন। পুলীশ আসছে যে কোন মুহূর্ত্তে।

সত্যেন। তাহলে?

নরেন। ধরা দেব?

বারীন। না, সকলে ধরা দিলে হবে না।

কানাই। কিন্তু উপায়ই বা কি।

বারীন। যাহোক একটা কিছু বের করতে হবে। সত্যেন, নরেন তোমরা পালাও।

সত্যেন ও নরেন। কি বলছো।

বারীন। হ্যাঁ তোমরা পালিয়ে যাও।

নরেন। কোথায় ?

বারীন। যে যার বাড়ী। এক সংগে ধরা দেওয়া ঠিক হবে না।

কানাই। আমি ?

বারীন। তুমি—তুমি গোপীমোহন দত্ত সেনের বাড়ীতে চলে যাও। ওখানকার সকলকে সতর্ক ক'রে দিও।

কানাই। কিন্তু—

বারীন। এ ঝামেলা মিটলে আবার ডেকে পাঠাবো। সাবধানে থাকবে সব। পুলীশ যখন জানতে পেরেছে চট করে রেহাই দেবে না।

সত্যেন। তুমিই বা ধরা দেবে কেন ? চলে যাও না।

বারীন। যাব তবে দেরী আছে। এখানকার সমস্ত প্রমাণ আপাততঃ নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তার পরে যদি সুযোগ পাই—

নরেন। না পেলে ধরা দেবে ?

বারীন। উপায় কি ? দায়িত্ব পালন তো করতে হবে। শোন ! তোমরা আর দেরী ক'রো না। পুলীশ যে কোন মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে। আমি চাই না এখান থেকে সকলে একসংগে ধরা পড়ি।

কানাই। বারীনদা !

বারীন। যে কোন মূল্যে বিপ্লবকে বাঁচাতেই হবে সত্যেন, নরেন, তোমরা দেরী ক'রো না। যে ট্রেন পাবে তাতেই চড়ে বসবে—যেন পুলীশ তোমাদের কলকাতায় ধরতে না পারে।

সত্যেন। তাই হবে বারীনদা তোমার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। পুলীশের ভয়ে নয়—তোমার হুকুমেই চলে যাচ্ছি। আমার এই রুগ্ন

অভিশপ্ত জীবনে দলের কতটুকু কাজ করতে পারবো জানি না, তবে নিশ্চিন্ত থেকো যদি শেষ পর্য্যন্ত ধরাই পড়ি যুগান্তরের ক্ষতি হয়—এমন কিছু করবো না। কানাই—নরেন টানটা হঠাৎ আমার বেড়ে গেছে বড্ড কষ্ট হচ্ছে ( অতি কষ্টে হাঁপানীর টান সামলাইতে লাগিল ) বিপ্লবের জয় হোক দলের সেই সংগে তোদের কুশল কামনা করে বিদায় নিচ্ছি—বন্দেমাতরম্‌…… [ প্রস্থান।

কানাই। নরেন।

নরেন। আমিও যাচ্ছি ভাই। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী পৌছাতে পারবো কিনা জানি না, হয়তো পথেই ধরা পরবো না হয় মরবো, তবু বলে যাই যদি না মরি আবার দেখা হবে—বন্দেমাতরম্‌… [ প্রস্থান।

বারীন। কানাই!

কানাই। বারীনদা।

বারীন। ওরা চলে গেল। তুমিও যাও আর শোন ( পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে কানাইকে দেয় ) এইগুলো সীতার কাছে পৌছে দিয়ে যাও—হ্যাঁ আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে ভাই—

কানাই। কি?

বারীন। লেটার বক্সের উপরের গুপ্ত থাকে দুটো চিঠি আছে ও দুটোও সীতাকে দিও।

কানাই। যাচ্ছি বারীনদা আমার এই ব্যর্থ জীবনে দেশের জন্যে কিছু করতে পারলাম না। বড় আফশোষ রইলো এর জন্যে! তবে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি বিপ্লবের ক্ষেত্রে তেমন কোন সত্যিকারের কাজ যদি আসে তোমার কানাইকে ভুলো না বারীনদা—যাবার আগে জানিয়ে যাচ্ছি সে কাজের ভার যত কঠিনই হোক, যত বিপদ সঙ্কুলই হোক, আমাকেই দিও।

বারীন। কানাই!

কানাই। আমার এই ব্যর্থ হতাস জীবনে তবু একটুখানি সান্ত্বনা নিয়ে যেন মরতে পারি এইটুকু আশীর্বাদ তুমি কর বারীনদা, বন্দেমাতরম্।

[ তিনবার বলিয়া কানাই চলিয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পুলিশের বাঁশি বাজিয়া উঠিল ]

বারীন। ( চঞ্চল হইয়া ) এরই মধ্যে এসে গেল? তাইতো কাগজপত্রগুলোও নষ্ট করা হ'লো না ওগুলো ওদের হাতে পড়লে—না না: নষ্ট করতেই হবে।

[ প্রস্থানোদ্যত।

উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মিঃ হিউ এবং
পশ্চাতে নন্দলাল আসিল।

হিউ। হ্যাণ্ডস্ আপ্ মিঃ ঘোষ—ও নো নো ডোণ্ট ট্রাই টু মেক এনি ফায়ার।

বারীন। ( নিরস্ত হয়ে ) কে? পুলীশ ইন্সপেক্টার মিঃ হিউ? গুড মর্নিং।

হিউ। গুড মর্নিং।

বারীন। কি সংবাদ মিঃ হিউ?

হিউ। ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট—

বারীন। জানি আজকের কাগজে পড়েছি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তা ভাবতে পারিনি।

নন্দ। ব্যাড লাক—না বারীনবাবু?

বারীন। থাম তুমি ইংরেজের পা চাটা কুত্তা। এদের বরং সহ্য হয়

কিন্তু বাঙ্গালী শয়তানদের দেখলে জুতো পেটা করতে ইচ্ছে হয়। নাও কি করবে কর। তোমার সংগে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে ওয়াক থুঃ।

[ থুতু ফেলিল ]

নন্দ। হুঁসিয়ার শয়তান আর কোন কথা বল্লে রুলের ঘায়ে ( অগ্রসর )

হিউ। স্টপ। মিঃ ভোনার্জী।

নন্দ। ( দাঁড়িয়ে যায় ) শুনলেন তো ওর কথা···এতখানি অপমান

হিউ। ওপোমান? উহা টোমার প্রাপ্য আছে ভোনার্জী।

নন্দ। সাহেব?

হিউ। হামরা হইলে হাপনাকে গুলি করিয়া মারিটাম্। হাপনি আজও বাঁচিয়া আছেন। নাউ লেট ইট গো···মিঃ ঘোষ।

বারীন। ইয়েস—মাই মিশন্ ইজ্ ওভার। নাউ আই এ্যাম্ রেডী ডু ইয়োর ডিউটি প্লিজ।

[ হিউ নন্দকে ইসারা করিল। নন্দ বারীনকে বাঁধিল। বারীন বলিল "বন্দেমাতরম্" ]

হিউ। ওঃ নো নো—ডোণ্ট সে সো।

বারীন। ( মৃদু হাসিয়া ) রাগ করলে কি হবে সাহেব—এ আমাদের মূল মন্ত্র।

নন্দ। এইবার কি হয় রে কুত্তা।

বারীন। হুঁসিয়ার নন্দলালবাবু। তোমারও দিন আসছে। এখন থেকে তৈরী হও। আমরা ক্ষমা করলেও দেশবাসী তোমাকে ক্ষমা করবে না।

নন্দ। নিজের চিন্তা আগে কর শয়তান।

বারীন। ইন্সপেক্টার—

হিউ। চলো ভোনার্জী—আসামী লইয়া চলো।

[ বারীন বন্দেমাতরম্ ধ্বনী দিতে দিতে চলিয়া গেল। পশ্চাতে হিউ ও নন্দর প্রস্থান ]

## দশম দৃশ্য

### অবিনাশের গৃহ

[ সন্তর্পণে সীতা আসিল। হাতে তার চিঠির কাগজ। ]

সীতা। বারীনদার চিঠি ও কাগজপত্রগুলো অরবিন্দদার হাতে দিতে হবে। কিন্তু তিনি তো এ্যারেষ্ট হয়েছেন, এখন কি করি? বাড়ীতেই লুকিয়ে রাখবো? না তাতে বিপদ হ'তে পারে। তার চেয়ে—ঠিক হয়েছে! প্রতুলদার হাতে দিয়ে দেব। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ওরই বা দেখা পাই কোথায়?

অবিনাশ আসিল

অবিনাশ। কার সংগে দেখা করবি রে সীতা?

সীতা। ( সন্তর্পণে জামার ভিতর চিঠি লুকাইয়া ) না মানে প্রতিমাদির কথা বলছিলাম।

অবিনাশ। ওর সংগে কি দরকার তোর?

সীতা। জানো বাবা প্রতিমাদির ভাই না—

অবিনাশ। না।

সীতা। বাবা!

অবিনাশ। ও লম্পটের কথা ছেড়ে দে।

সীতা। কি বলছো?

অবিনাশ। শোন্ সীতা প্রতিমার উপর পুলিশের নজর আছে।

সীতা। কে বল্লে?

অবিনাশ। আমি বলছি। আরও জেনে রাখ ঐ সব গুণ্ডা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। খবরদার ওদের সংগে কোন সংস্পর্ক রাখবি না।

সীতা। আচ্ছা বাবা তোমার সেই খেতাবের কি হলো?

অবিনাশ। চেষ্টা তো করছি। ভদ্রলোক সেই যে গেল আর কোন পাত্তা নেই—

সীতা। কেন বাবা?

অমলা আসিল

অমলা। কেন জানিস না? সে যে ওকে স্বর্গে তুলে দেবে?

অবিনাশ। ভাল হবে না গিন্নী।

অমলা। ঠিকই বলেছ ভাল তোমার হতে পারে না।

সীতা। কেন মা, অমন ক'রে বলছো? বলতে নেই।

অমলা। বলতে যে নেই তা জানি সীতা।

সীতা। ওই যাঃ এখুনি আসছি মা। [ প্রস্থানোদ্যত ]

অমলা। ওকি! চললি কোথায়?

সীতা। আসছি মা এখুনি আসছি। একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল। ওটা সেরেই আসছি। [ দ্রুত প্রস্থান।

অমলা। আচ্ছা পাগল মেয়ে যা হোক।

অবিনাশ। গিন্নী!

অমলা। বলো।

অবিনাশ। আমিও পাগল হবো।

অমলা। ও আবার কি কথা?

অবিনাশ। নির্ঘাৎ পাগল হবো তোমাদের জ্বালায়।

অমলা। আমরা আবার কি করললুম।

অবিনাশ। বাকিটা রেখেছো কি? বলি তোমরা মা মেয়ে মিলে আমাকে পথে বসাবার যোগাড় করো নি?

অমলা। এত অল্পে যে তুমি পথে বসবে না তা আমি জানি কিন্তু ব্যপার কি?

অবিনাশ। মেয়েটা সেদিন অত টাকার গয়না কোথায় যে ফেললে, আজ আবার দেখছি তোমার গলার হার ছড়াটা।

অমলা। ও এই কথা, আমি ভাবলুম না জানি কি হ'য়েছে—হার তো আছে।

অবিনাশ। কোথায়?

অমলা। মদনের দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অবিনাশ। মদন? স্যাকরা মদন।

অমলা। হ্যাঁ গা হ্যাঁ মদন স্যাকরা।

অবিনাশ। আমাকে না জানিয়ে?

অমলা। জানাবো আবার কি? ভেঙ্গে গেছে সকাল বেলায় মদনকে ডেকে ওর হাতে সারাবার জন্তে দিয়েছি। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়েছে কোন্ খানটায়?

অবিনাশ। সে কথা বলছি না গিন্নী সেকথা নয়।

[ নেপথ্যে নন্দ দারোগার গলা। শোনা গেল—অবিনাশবাবু আছেন নাকি ? ]

অবিনাশ। ( উচ্চৈস্বরে ) কে ? ( নিম্নস্বরে ) ও গিন্নী শীগগীর ভেতরে যাও দারোগাবাবুর গলা মনে হচ্ছে।

অমলা। নাও এবার স্বর্গে যাবার সিঁড়ি খোঁজ।

[ প্রস্থান।

অবিনাশ। এই যে দারোগাবাবু আসুন আসুন···

কনেষ্টবল সহ নন্দলাল আসিল।

নন্দ। কেমন আছেন অবিনাশবাবু ?

অবিনাশ। আর আছি কোথায় ? তা হঠাৎ ?

নন্দ। দরকার হলে হঠাৎই আসতে হয় অবিনাশবাবু।

অবিনাশ। তার মানে ?

নন্দ। সীতা আপনার কে ?

অবিনাশ। আমার মেয়ে, কেন ?

নন্দ। প্রয়োজন আছে একবার তাকে ডাকুন তো।

অবিনাশ। কেন—তাকে কেন ? সে কিছু ক'রেছে নাকি ?

নন্দ। আঃ ডাকুন তো আগে।

অবিনাশ। ( ডাকিল ) সীতা—ও সীতা—

সীতা। ( নেপথ্যে ) যাই বাবা।

অবিনাশ। শীগগীর একবার এ ঘরে আয় তো মা ?

সীতা আসিল।

সীতা। ডাকছো বাবা ?

অবিনাশ। হ্যাঁ। দারোগাবাবু তোকে ডাকছেন।

নন্দ। তোমার নাম সীতা ?

সীতা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দ। বারীন ঘোষকে চেন ?

সীতা। ( চমকে ) বারীনদা—? হ্যাঁ চিনি।

নন্দ। তার সংগে তোমার সম্পর্ক কি ?

সীতা। তার মানে ?

নন্দ। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।

সীতা। কিছু নয়। তবে প্রতিবেশী হিসাবে জানাশোনা আছে।

নন্দ। হুঁ ( একটা ফটো দেখাইয়া ) এটা দেখতে পাচ্ছ ?

সীতা। ( চমকে ) কই দেখি ( অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইল )

নন্দ। না না হাতে দেবো না। ওখান থেকেই দেখো।

সীতা। এ আপনি কোথায় পেলেন ?

অবিনাশ। কিসের ছবি দারোগাবাবু ?

নন্দ। আপনার মেয়ে বারীন ঘোষের কাছে—গুলি ছোঁড়া শিখছে তারই একটা ছবি তুলেছে আমাদের একজন স্পাই।

অবিনাশ। সীতা !

নন্দ। তুমি গুলি ছুঁড়তে জানো ?

সীতা। জানি—সব কিছু জানি, গুলি ছোঁড়া-ছোরা খেলা-লাঠি চালানো সব।

নন্দ। আচ্ছা অবিনাশবাবু আপনার ঘরগুলো একটু সার্চ করার দরকার।

অবিনাশ। সে কি ! কেন ?

নন্দ। ( সীতাকে দেখাইয়া ) এমন একটা নিরীহ জীব থাকে—কি আছে না আছে দেখতে হবে না? সীতা তুমি—

সীতা। থামুন আমার বয়স হ'য়েছে তাছাড়া আপনার আত্মীয়ও নই। তাই তুমি নয়—আপনি বলুন, পুলীশ হ'লে কি সাধারণ ভদ্রতাও মানুষ ভুলে যায়?

অবিনাশ। সীতা!

সীতা। বাবা!

অবিনাশ। এ তুই করেছিস কি? সকলের কাছে আমাকে ছোট করলি?

সীতা। না বাবা দেশের কাছে তোমার মাথা উঁচুই করেছি।

নন্দ। কনেষ্টবল।

কনেষ্টবল। ইয়েস স্যার।

নন্দ। মেয়েটাকে বাঁধ।

অবিনাশ। প্লিজ—দারোগাবাবু।

নন্দ। উপায় নেই অবিনাশবাবু—ল ইজ ল।

অবিনাশ। আমার চোখের সামনে—

নন্দ। কোন উপায় নেই। আইন মাফিক কর্ত্তব্য করতে আমরা বাধ্য। কনেষ্টবল

কনেষ্টবল। ( সীতার হাতদুটো বাঁধল )

নন্দ। এইখানে অপেক্ষা কর এখুনি আসছি—আসুন অবিনাশবাবু

[ প্রস্থান।

অবিনাশ। হ্যাঁ চলুন······ [ প্রস্থান।

সীতা। ওঃ পারলুম না বারীনদা শেষটা সামলাতে পারলুম না মাঝ পথেই ধরা পড়ে গেলাম।

ঝড়ের বেগে অমলা আসিল।

অমলা। সীতা।

সীতা। এসো মা।

অমলা। এ কি করলী হতভাগী!

সীতা। বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুটা করে যাচ্ছি মা, দুঃখ ক'রো না, মনে রেখো আমি তোমার গর্ভে জন্মেছি। যা করেছি—যা করবো তার মধ্যে এতটুকু মালিন্যের স্পর্শ নেই মা, থাকবেও না।

অমলা। আমাদের কি উপায় হবে সীতা?

সীতা। ভেবো না মা ভেবো না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

অমলা। কিন্তু এম্নি ভাবে—

সীতা। দুঃখ কি মা?' আমি যাচ্ছি দেশের কজে—গর্বে তোমার বুকখানা ফুলে উঠছে না?

অমলা। সীতা!

সীতা। এদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরবো কিনা জানি না। যাবার সময় ( অমলার কাছে গিয়া নিম্ন কণ্ঠে ) আমার অসমাপ্ত কাজের ভার আমি তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। সাবধান মা অন্তত তোমার কাজে আমার মাথাটা যেন লজ্জায় নুয়ে না পড়ে।

নন্দ ও অবিনাশ পুনরায় আসিল।

নন্দ। দেখলেন তো অবিনাশবাবু আপনার মেয়ে কতখানি এগিয়ে গেছে।

অবিনাশ। সীতা!

সীতা। বাবা।

অবিনাশ। তোর মনে এই ছিল সর্বনাশী ?

সীতা। বাবা।

অবিনাশ। চুপ কর কলংকিনী আমার বংশের উঁচু মাথাটা মাটির সংগে মিশিয়ে দিলি শয়তানী ?

সীতা। না বাবা মাথা তোমার মাটিতে মেশেনি।

অবিনাশ। চুপ কর হতভাগী! যা দূর হ—আজ থেকে তোর সংগে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

সীতা। বেশ তো বাবা নাই বা রাখলে, কোন দুঃখ নেই—তবে এ কথা জেনো—মাথা তোমার আমি হেঁট করিনি। তোমার অন্তর্দৃষ্টি এখন সরকারী খেতাবের মোহে আচ্ছন্ন তাই বুঝতে পারছো না কি অন্যায় আমি করেছি। তবে এদিন তোমার থাকবে না। দৃষ্টি যখন স্বচ্ছ হবে —তখন বুঝতে পারবে—তোমার মাথা দেশের মধ্যে আমি কতখানি উঁচুতে তুলেছি।

নন্দ। সীতা!

সীতা। ( চুপ করে থাকে )

নন্দ। সীতা ( সীতা নিরুত্তর ) ( উচৈস্বরে ) সীতা! শুনতে পাচ্ছ না ?

সীতা। পাচ্ছি। কিন্তু যতক্ষণ না ভদ্রভাবে কথা বলবেন ততক্ষণ আপনার কোন কথার জবাব আমি দেবো না।

নন্দ। তবে রে শয়তানী! [ ছুটিয়া গিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া ঠেলিয়া দিল। সীতা পড়িয়া গেল। তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছে উঠিয়া মুখ তুলিলে দেখা গেল ক্ষতস্থান হইতে রক্তের ধারা চিবুক বহিয়া গড়াইতেছে।

অমলা। একি! ওগো মেয়েটাকে যে মেরে ফেললে।

অবিনাশ। আমি কি করবো? যেমন কর্ম।

অমলা। তাবলে অমন করে—মেয়েটাকে মারবে—আর চোখে দেখেও তুমি চুপ করে থাকবে?

অবিনাশ। কি করবে তবে? ওর সংগে আমিও জেলে যাই আর কি, ওটা না হলে তোমার আর জমছে না, কেমন?

সীতা। না বাবা না অমন কাজ করতে নেই? তাহলে রায় বাহাদুর খেতাবটা হয়তো ফস্কে যাবে।

অবিনাশ। সাবধান সীতা! দারোগাবাবু আপনি ওকে নিয়ে যান এখান থেকে এখুনি—ও পাপ যেন আর ভিটেয় না ঢোকে।

নন্দ। তাই চল শয়তানী হাজতে গিয়ে দেখবো এ তেজ তোর কতক্ষণ থাকে।

সীতা। হাসালেন দারোগাবাবু। যে মেয়ে পুরুষের পাশে থেকে সমানভাবে রাইফেল রিভালবর বোমার ব্যবহার শিখেছে তার তেজ আপনার মত ফোতো বাবুর বিক্রমে একটুও কমবে না।

নন্দ। আবার ( গণ্ডদেশে চপেটাঘাত )

সীতা। ওঃ! মা মাগো আমি যাচ্ছি দুঃখ ক'রো না। হয়তো আর ফিরবো না...তাই আমি যাবার সময় অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছি—আমার গর্ভধারিনী তুমি মরে গেলেও উপর থেকে যেন একথা শুনতে পাই।

অবিনাশ। সীতা—!

নন্দ। কনেষ্টবল!

[ ইসারায় সীতাকে নিয়ে যেতে বলে ]

সীতা। বাবা! অপরাধ ক্ষমা ক'রো, দেশের জন্যে জাতির জন্যে আমি যা করেছি তার জন্যে এতটুকু ক্ষোভ আমার নেই। শুধু তোমাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি, তুমি ফিরে এসো। মনে রেখো বিদেশী কুত্তার

দেওয়া তুচ্ছ খেতাবের চেয়ে, দেশের গরীব জনসাধারণের একফোঁটা চোখের জল অনেক বেশী মূল্যবান। বন্দে মাতরম।

[ কনেষ্টবল ওকে নিয়ে যায় ]

নন্দ। তাহলে আসি অবিনাশবাবু।

অবিনাশ। আচ্ছা আসুন তবে গরীবের কথাটা—

নন্দ। মনে থাকবে অবিনশবাবু নমস্কার। [ প্রস্থান

অমলা। একি করলে তুমি ?

অবিনাশ। কেন ? মেয়ের সংগে জেলে যেতে হবে নাকি ? ওসব আব্দার ছাড়ো গিন্নী—মনে রেখো কুমীরের সংগে বিবাদ করে যেমন জলে বাস করা যায় না, তেমনি রাজার জাত ঐ ইংরেজকে চটিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করা যাবে না [ প্রস্থান

অমলা। উঃ আমি এখন কি করি ? কাগজগুলো মুখপোড়াটা হয়তো সব নিয়ে গেছে লুকিয়ে রাখার সময় যে পেলাম না। যাক— সীতা তোর কাজ হয়তো শেষ, এবার আমার কাজ সুরু, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাচ্ছি—কারো কথা শুনবো না—কারো বাধা মানবো না।

গীতকণ্ঠে মহাকাল আসিল

গীত

মহাকাল

তবে এগিয়ে চল মা এগিয়ে চল॥
মেয়ে গেছে দেশের ডাকে,
বৃথা কেঁদে কি লাভ বল॥
শেষ কথা তার ভুলিস্ নেমা
কারো ভয়ে টলিস নেমা
উজারী দে দেশের তরে
যা কিছু আছে সম্বল॥

অমলা। কে তুমি বাবা ?

মহাকাল। সীতার মত তোর আর একটা সন্তান মা। দে ভিক্ষা দে, দেশ মা যে কাঁদে, তার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে আবার তাকে হাস্য মুখর কর।

অমলা। তাই হবে বাবা তাই হবে, সীতার মত আমার শতশত সীতা যে শৃংখল ছিঁড়ে এগিয়ে গেছে—তাদের মা—আমি কি পিছিয়ে থাকতে পারি ? চল বাবা আমার যা আছে সব তোমার হাতে তুলে দেবো চলো। [ মহাকাল সহ প্রস্থান

## একাদশ দৃশ্য

### জেলের কক্ষ

[ জেলবন্দি নরেন আসিল ]

নরেন। সহ্য হয় না। জেলে অসহ্য কষ্ট নিত্য নব নির্য্যাতন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। কি করি—কোন্ পথে যাই—শয়তান ইংরেজের হাত থেকে কেমন ক'রে মুক্তি পাই ?

জেলার যোগেনবাবু আসিলেন

জেলার। মুক্তি আপনার হাতে নরেনবাবু।

নরেন। জেলার সাহেব।

জেলার। রাজী হ'য়ে যান নরেনবাবু—কেন অমত করছেন ?

নরেন। সামনে দাঁড়াবেন না জেলার সাহেব, অবাধ্য পা দুটো হয়তো এখানেই ফুটবল খেলা সুরু ক'রে দেবে।

জেলার। যাই বলেন নরেনবাবু, একবার ভেবে দেখুনতো—জেলে এই অসহ্য লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করছেন কেন? কাদের জন্যে? কি দিয়েছে আপনাকে আপনার দেশ?

নরেন। আপনি কি চান?

জেলার। আপনার মুক্তি।

নরেন। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে।

জেলার। আপনার ভালর জন্যেই বলছিলাম নরেনবাবু, শুনেছি আপনি বড় লোকের ছেলে—আপনার বাবা একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক, কেন এভাবে তিলেতিলে মৃত্যুর মুখে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছেন?

নরেন। জেলার সাহেব আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি। মনে রাখবেন ফুটবলটা এককালে আমি ভালই খেলতাম।

জেলার। সে আপনার ইচ্ছে নরেনবাবু, তবে আমার কথা শুনলে পরিণামে হয়তো আপনার ভালই হোত। আচ্ছা আসি নমস্কার।

[ প্রস্থান

নরেন। উঃ অসহ্য, এদের ভালমানুষির ভণ্ডামীটাই অসহ্য, এই উপদেশের হাত থেকে কি নিস্তার নেই?

হিউ আসিল

হিউ। না—নিস্টার না আছে।

নরেন। কে? লাল মুখো বাঁদরটা বুঝি?

[ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ]

হিউ। লুক হিয়ার নরেনবাবু।

নরেন। মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না যে—

হিউ। বাট ডেখিটেই হইবে—কোন উপায় না আছে।

নরেন। জানি সাহেব—না হ'লে বাঁদরের বাঁদরামীর জবাবটা আমি দিতে পারতাম।

হিউ। নরেনবাবু—

নরেন। কি বলছো লালমুখো বাঁদর।

হিউ। হাপনি মূক্তি চাহেন না?

নরেন। (ভেংচাইয়া) না অন্তত: তোমাদের দয়ায় নয়।

হিউ। রিমেম্বার নরেনবাবু,—হাপনার ফাদারের কোঠা—মাদারের কোঠা—টাহার সহিট্ শ্রীরামপুরের সেই সুইট হোমের কোঠা।

নরেন। (চীৎকার) মিঃ হিউ।

হিউ। ডোণ্ট বি এ্যাংরি জেণ্টেলম্যান—ইচ্ছা করিলে হাপনি উহাডের মট ফ্রি হইটে পারেন।

নরেন। না।

হিউ। কেনো?

নরেন। মা ভবানীকে ছুঁয়ে শপথ করেছি।

হিউ। হাং ইয়োর মা ভোবানী, সেকি হাপনাকে রোক্ষা করিটে আসিয়াছে?

নরেন। না।

হিউ। টোবে কেনো টাহার জন্য সাফার করিবেন।

নরেন। সাহেব!

হিউ। চিণ্টা করুন—হাপনি যাহাডের জন্য এটো কষ্ট করিটেছেন টাহারা হাপনাকে কি ডিয়াছে? কিই বা ডিটে পারিবে।

নরেন। বার বার একটা কথাই বলছি না—না—না—

হিউ। হুজ্ দেয়ার ? নূটন আসামীকো লইয়া আইস।

হাত বাঁধা আলুথালু বেশিনী সীতা আসিল

নরেন। সীতা !

সীতা। নরেনদা !

নরেন। তুমি এখানে কেন সীতা ?

সীতা। ( মৃদু হাসিয়া ) বারে ! একযাত্রায় পৃথক ফল হয় নাকি নরেনদা ?

হিউ। জেলর ! কনেষ্টবল্।

[ যোগেন ও একজন কনেষ্টবল আসিল কনেষ্টবলের হাতে সূঁচ ]

কনেষ্টবল। ইয়েস স্যার।

হিউ। স্টার্ট

[ সীতাকে কনেষ্টবল ধরিল। যোগেন তাহার হাতের নখে ছুঁচ ফোটাতে লাগিল। সীতা আর্তনাদ করিতেছিল। নরেন চোখ বুজিয়া অতি কষ্টে সহ্য করিতেছিল ]

নরেন। মিঃ হিউ !

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ—বোলেন নরেনবাবু বোলেন।

নরেন। আমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক।

হিউ। ( নরেনকে চাবুক মারিয়া ) শাট আপ ইউ ব্লাডি সোয়াইন।

সীতা। চোখ বুজে থাক নরেনদা—কানটা বধির ক'রে ফেল—তবু সাবধান বিশ্বাসঘাতকতা ক'রো না ··

নরেন। সীতা····

সীতা। ভয় নেই নরেনদা বাঙ্গালীর মেয়ে আমি—তোমাদের বোন, লক্ষ্মীবাই—রাণী ভবানীর জাত আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনা।

হিউ। কনেষ্টবল ?

কনেষ্টবল। [ অভিবাদন করিয়া ] ইয়েস স্যার।

হিউ। উহাকে লইয়া যাও। ব্যারাকে ক্ষুধার্ত সোলজারডের কাছে উহাকে ছাড়িয়া ডাও। ডেখি—উহার টেজ কতক্ষণ ঠাকে।

সীতা। বাঙ্গালী মেয়েদের তুমি চেননা সাহেব। যতই দাও কষ্ট—যতই দাও শারীরিক নির্য্যাতন—তবু আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হবে না।

হিউ। নরেনবাবু।

নরেন। কোন কথা নয় সাহেব—যা করছো করো—তোমাদের পশুত্বের শেষ ধাপটাও আমি নীরবে দেখে যাব।

হিউ। বটে ! কনেষ্টবল যুবটীকে লইয়া যাও।

সীতা। সাহেব তুমি মানুষ, অন্য যে কোন শাস্তি দাও মাথা পেতে নেবো কিন্তু আমার নারীত্বের অপমান করো না।

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ।

সীতা। সাহেব তুমি মায়ের সন্তান—তুমি বোনের ভাই তোমার মা বোনকে স্মরণ কর।

হিউ। ( সীতাকে চাবুক মারিল ) শাট আপ।

নরেন। মিঃ হিউ।

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ কনেষ্টবল।

[ কনেষ্টবল সীতাকে টানিতে লাগিল ]

সীতা। ( যাইতে যাইতে ) সাহেব তোমার মা বোনের জাত আমি, আমি তোমার মা—তোমার বোন, আমার ধর্ম্ম নিও না—তোমার

পায়ে পড়ি সাহেব, আমাকে অন্য শাস্তি দাও—আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রো না।

হিউ। ( কনেষ্টবলকে ইসারা করিল সে সীতাকে লইয়া চলিয়া গেল হিউ হাসিতে লাগিল হাঃ হাঃ হাঃ ) নাউ নরেনবাবু।

নরেন। ( নরেন ক্রোধে ফুলিতেছিল। ডাক শুনিয়া যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ) কেন ! [ একখণ্ড নকল যুগান্তর লইয়া যোগেনবাবু আসিল ]

যোগেন। নরেনবাবু।

নরেন। কি হ'য়েছে কি ?

যোগেন। আপনি যুগান্তর দলের কর্ম্মী তাই না ?

নরেন। হ্যাঁ।

যোগেন। দলকে আপনি ভালবাসেন ?

নরেন। আমরা বিপ্লবীরা একটা বিশেষ মতবাদ নিয়ে তৈরী করেছি একটা দল, তার নিয়ম কানুন সব মেনে চলতে হয় আমাদের—সেই দলকে আমরা ভালবাসবনা ? এটাও আপনারা জানেন না ?

যোগেন। জানি।

নরেন। তবে ?

যোগেন। কারণ আছে নরেনবাবু, আপনি যে দলের জন্যে এত করছেন, নিজের জীবনকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করেছেন যে দলের স্বার্থে—সেই দল আজ আপনার বিষয়ে কি বলছে খবর রাখেন ?

নরেন। কি বলছে ?

যোগেন। বলছে নরেন বিশ্বাসঘাতক। শয়তান ! লোভী।

নরেন। যোগেনবাবু ?

যোগেন। হাঃ হাঃ হাঃ রাগ করবেন না নরেনবাবু, একথা আমার নয় !

নরেন। তবে কে বলে এ কথা ?

যোগেন। আপনার দলের বন্ধুরা।

নরেন। যোগেন বাবু!

যোগেন। বৃথা আমার ওপর রাগ করছেন নরেনবাবু, এই দেখুন যুগান্তর কাগজে কি লিখেছে!

নরেন। কই দেখি—

যোগেন। এই যে ( কাগজটি নরেনকে দেয় )

নরেন। [পড়িতে পড়িতে চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল—সজোরে কাগজটি ফেলিয়া দিল।] এতখানি শয়তানি ? এতখানি নিমকহারামী ? উঃ আমি কি করেছি—যাদের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে পিস্তল বোমা হাতে যমের মুখে এগিয়ে গেছি—খুন ডাকাতি করতেও এক পা পিছিয়ে যাই নি, আজ তারা আমার সহকর্মী বন্ধুরা আমাকে ভুলে গেছে, আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করছে। বেশ, তাই হোক—তোমরা যখন আমাকে বিশ্বাস করোনি—আমিও তোমাদের বিশ্বাস করবো না।

হিউ। নরেনবাবু!

নরেন। আর আমি দেশের কথা ভাববো না সাহেব—তোমাদের কথায়—হ্যা—হ্যা—আমি তোমাদের—কথায় রাজী।

হিউ। হোয়াট।

নরেন। আমি রাজ সাক্ষী হবো—তবে এক সর্তে।

যোগেন। কি ?

নরেন। আমাকে মুক্তি দিতে হবে আমি বিলেতে যাবো।

হিউ। উট্টম হামি চেষ্টা করিবে। বাট উইল ইউ বি এ্যাপ্রুভার ?

নরেন। ইয়েস! ওনলি ফর দি সেক অফ্ ইয়োর ইংল্যাণ্ড।

হিউ। থ্যাংক ইউ—জেলর।

যোগেন। ইয়েস স্যার ?

হিউ। নরেন বাবুকে লইয়া চল।

জেলর। থ্যাংক ইউ স্যার।

হিউ। নরেনবাবু।

নরেন। ইয়েস আই এ্যাম রেডি। চলুন কোথায় যেতে হবে। আমি রাজসাক্ষী হবো। জগৎ জানবে আমি বিশ্বাস ঘাতক। ইতিহাসের পাতায় জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে, বিশ্বাস ঘাতক নরেন গোঁসাইএর নাম। তবু নিজের জীবনকে আমি ভালবাসি, মরতে আমি পারবো না। না না ঝোঁকের মাথায় বিপ্লবের পথে গিয়ে যে অন্যায় আমি করেছি আজ তার সংশোধন করবো। চলো সাহেব—বিলম্ব ক'রো না। হয়তো এখুনি মত বদলে ফেলবো—তাড়াতাড়ি চলো।

হিউ। ইয়েস কাম অন নরেন্দ্রবাবু—হামি হাপনাকে অভিনণ্ডন জানাইটেছে। গড হাপনাকে সুমটি ডিয়াছেন। হাপনি রাজসাক্ষী হইতে সম্মট হইলেন ইহার জন্ম হাপনাকে ধন্যবাড জানাইটেছি।

নরেন। চল সাহেব প্রাণের ভয়ে আজ আমি পাতালের অন্ধকারে নামতে চলেছি। জানি—বাঙ্গালী আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না, তবু আমি বাঁচতে চাই। ইতিহাসের পাতায় যা লেখা হয় হোক, সে হবে ভবিষ্যতে—তার জন্যে আমি আমার বর্তমানকে হারাতে পারবো না। কোনদিন নয়······ [ জেলার ও কনেষ্টবল সহ প্রস্থান

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ বাজী মাট—হামি মহামান্ত সরকার বাহাডুরের কাজে বহুট পরিশ্রম করিল। ডোনার্জীর প্ল্যান মট নকল যুগান্তর ছাপাইল টাহা আজ সার্থক হইটে চলিয়াছে—তাহার জন্ম গডকে শট শট ধন্যবাড জানাইটেছে······

[ প্রস্থান

## দ্বাদশ দৃশ্য

### জেলের অপর কক্ষ

[ বারীন ও সত্যেন আসিল ]

বারীন। সীতাও ধরা পড়লো ?

সত্যেন। তাইতো শুনছি।

বারীন। তাহলে কাগজ-পত্র ?

সত্যেন। খবর পেয়েছি কিছুটা তার মায়ের হাত দিয়ে প্রতুলদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকীটা পুলীশের হাতে পড়েছে।

বারীন। কানাই কোথায় গেল ?

সত্যেন। কে জানে কোথায় আড্ডা মারছে—পাগল, পাগল ওটা একটা আস্ত পাগল বারীনদা।

বারীন। বল কি সত্যেন ?

সত্যেন। নয়তো কি ? একবারও ও ভাবছে না ভবিষ্যতের কথা। যেন কিছুই হয়নি।

বারীন। ঐ ওর স্বভাব। কোন জিনিসকে বিশেষতঃ নিজের ব্যক্তিগত দুঃখটাকে ও আমলই দেয় না।

সত্যেন। কানাই সত্যিই সুখী, জীবন নিতেও যেমন, দিতেও তেমনি—কোন ভাবান্তর নেই। একবারও ও ভাবছে না—এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে কেমন করে মুক্তি পাবে।

বারীন। ভাবাভাবির কোন কথা ওর অভিধানে নেই। যেটা সত্য বলে জানবে—বিশ্বাস করবে—তাকে ও কিছুতেই ছাড়বে না।

সত্যেন। একথা তো ঠিক, ধরা যখন পড়েছি তখন নির্ঘাৎ ফাঁসি না হয় দীপান্তর।

[ দ্রুত কানাই ছুটিয়া আসিল। হাতে তার বিস্কুটের টিন ]

কানাই। ধর সত্যেন জলদী হাত পাত।

সত্যেন। কী ওতে ?

কানাই। বিস্কুট ( খানকয়েক দিল )

সত্যেন। পেলি কোথায় ?

কানাই। না ব'লে চেয়ে এনেছি। পাশের ঘরে মাথার কাছে টিনটা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সেই সুযোগে...এই বারীনদা তুমিও নাও।

বারীন। না না ও সব—

কানাই। উঁহু চালাকী রাখ হাত পাত—হাত পাত।

বারীন। কানাই !

কানাই। আগে খেয়ে নাও না ছাই—। জানতে পেরে এ ঘরে এলেই যে হাতে বামালে ধরা পড়ে যাব ( নিজেও বিস্কুট চিবাইতেছিল ) কই খাবে তো ? ( জোর করে বারীনের মুখে গুঁজে দেয় )

বারীন। খাচ্ছিরে বাবা খাচ্ছি ( খাইতে খাইতে ) একটা কথা কানাই।

কানাই। রাত দুপুরে আবার কিসের কথা ?

বারীন। ভয় হচ্ছে না তোমার ?

কানাই। ভয়টা কিসের ! বলি পাপ তো আর করিনি। যা করেছি সব দেশের জন্যে। কিন্তু বড় আফশোষ রইলো বারীনদা তেমন কিছু করতে পারলাম না। বরাতে হয়তো ফাঁসিই নাচছে।

সত্যেন। মরতে ভয় হচ্ছে না ?

কানাই। যা—যা—শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে উনুন ধারে বসগে যা, ভয়—ভয় কিসের রে ! আমি না পুরুষ ? কিন্তু একটা কথা বারীনদা—

বারীন। কি ?

কানাই। নরেনটার হাবভাব তেমন ভাল লাগছে না।

সত্যেন। ওর আবার কি হ'লো ?

কানাই। জেলার সাহেব যোগেনবাবুর সংগে রাতদিন কি এত কথা ? এসেছিস শশুর বাড়ী দিন কতক আরাম করে নে। তা'নয় কেবল গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর ও আমার ভাল লাগে না। হ্যাঁ প্রতুলদার কোন সংবাদ পেলে ?

সত্যেন। শুনেছিস কানাই—সীতা ধরা পড়েছে ?

কানাই। মরুকগে। পই পই মানা করেছি এ পথে এসো না শুনলে না এবার বুঝুক।

বারীন। কানাই

কানাই। কি বলছো ?

বারীন। প্রতুলদার আজ আসার কথা ছিল—কই এখনও এলোনা রাতও বেশ গভীর হ'য়ে গেল এখনও প্রতুলদা আসছেনা কেন ? তবে কি আজ আসতে পারবে না ?

( অকস্মাৎ কারারক্ষীর বেশে প্রতুল আসিল

প্রতুল। কেন পারবে না ?

বারীন। প্রতুলদা !

প্রতুল। বড় দুঃসংবাদ বারীন !

কানাই। কি হয়েছে ?

প্রতুল। সীতাকে ওরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে !

কানাই। তার মানে ?

প্রতুল। উন্মত্ত সৈন্যদল নন্দ দারোগার আদেশে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।

কানাই। ওঃ ভগবান !

বারীন। সীতা সত্যিই মহিমময়ী।

প্রতুল! কিন্তু একটি কথাও সে বলেনি। নির্বিবাদে অতখানি অত্যাচার অপমান সহ্য করে গেছে, তবু একটিবারও মুখ খোলেনি। নরেন বহু অনুরোধ করেছে···ও—হ্যাঁ শুনেছ বারীন ?

বারীন। কি ?

প্রতুল। নরেন এ্যাপ্রুভার হ'য়েছে।

কানাই ও সত্যেন। প্রতুলদা !

প্রতুল। হ্যাঁ সত্যি বোধহয় আমার পালাও এবার এলো।

কানাই। ( পায়চারী করতে করতে ) শয়তান তোকে আমি—

বারীন। শান্ত হ কানাই শান্ত হ—

সত্যেন। না।

বারীন। সত্যেন !

কানাই ও সত্যেন। ক্ষমা নেই।

প্রতুল। কি চাও তোমরা ?

কানাই ও সত্যেন। রক্ত।

বারীন। তুমি কি পাগল হ'য়েছ কানাই ?

কানাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আজ আমি পাগল হ'য়েছি বারীনদা, আজ আমি রক্ত পাগল কানাই দত্ত। দুনিয়ার কোন বাধা আমি মানবো না। বিশ্বাসঘাতকের রক্ত চাই।

সত্যেন। হ্যাঁ হ্যাঁ রক্ত চাই। ওই রক্তবীজকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে বারীনদা। নইলে ও আবার গজাবে।

প্রতুল। শান্ত হও ভাই। সে এখন অন্য সুরক্ষিত ওয়ার্ডে, এখন তাকে মারা সহজ নয়।

কানাই। নাই হোক। কোন কথা শুনবো না। নবাব সিরাজদ্দৌলা ভুল করে মীরজাফরকে বাঁচিয়ে রেখে, পলাশীর প্রান্তরে সে ভুলের খেসারত দিয়েছিল নিজের মাথা দিয়ে। আমি সে ভুল করবোনা। নিজের জীবন দিয়েও সে ভুলের আমি সংশোধন করবোই।

বারীন। তা হয় না কানাই তা হয় না।

সত্যেন। বারীনদা।

বারীন। শোন সত্যেন জেলের মধ্যে থেকে তা সম্ভব নয়। তাহলে আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কানাই। ( সখেদে ) বারীনদা !

বারীন। কথা শোন ভাই। নরেনকে শাস্তি দেবার লোক বাইরে আছে। সে ভার তাদের। তার জন্যে আমি এত পরিশ্রম ক'রে জেল ভেঙ্গে পালাবার যে আয়োজন করেছি তা নষ্ট করে দিও না।

প্রতুল। নরেন বড় লোকের ছেলে। ঝোঁকের মাথায় সে বাধহয় আমাদের দলে এসেছিল। আজ জেলের কষ্টে সে ঝোঁক কেটে গেছে। তাছাড়া ওর মধ্যে এমন গলদ আছে যার জন্যে বিপ্লবীর দলে ওকে নেওয়াই বারীনের ভুল হয়েছিল।

বারীন। সত্যিই ভুল করেছি প্রতুলদা। দলপতি হিসেবে আমার সে ভুল অমার্জনীয়। তার শাস্তি নিতেও আমি প্রস্তুত।

প্রতুল। বারীন!

বারীন। তাহলেও আমি আজ এই দলের নেতা। সুতরাং আমার নির্দেশ কোন বিপ্লবী ভাই লংঘন করবে না এ বিশ্বাস আজও আমার আছে। এসো প্রতুলদা [ প্রস্থান।

প্রতুল। কথা শোন কানাই ভুল করে শৃংখলা ভঙ্গ করে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিও না। একথা মনে রেখো স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী আমরা। উত্তেজনার বশে কোন অসংযত কাজ করলে তার ফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে। আচ্ছা সময় হ'য়ে গেছে—আমি যাচ্ছি বন্দেমাতরম্!

[ প্রস্থান।

সত্যেন। কানাই!

কানাই। শুনবো না।

সত্যেন। বারীনদার আদেশ···

কানাই। না না মানবো না বারীনদার আদেশ।

সত্যেন। আমিও তাই চাই কানাই। যেমন করেই হোক বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দিতেই হবে। ফাঁসির কাঠে যখন ঝুলবোই তখন বৃথা না মরে পৃথিবী থেকে অন্তত একটা বেইমানকে খতম করতে চাই।

কানাই। আমাকেও সংগে নে সত্যেন। মরবোই যখন নরেনকে মেরে পৃথিবীকে ভার মুক্ত করে এমন একটা দৃষ্টান্ত রেখে যাব, যা স্মরণ করে ভবিষ্যতের বিশ্বাসঘাতকেরা ভয়ে শিউরে উঠবে।

সত্যেন। একটা কথা কানাই!

কানাই। কি ?

সত্যেন। অস্ত্র কোথায় পাব ?

কানাই। দুটো গুলি ভর্তি রিভলবার আছে।

সত্যেন। কোথায় ?

কানাই। উঠোনে টালি চাপা। সে ভার আমার। কিন্তু—কিন্তু

সত্যেন। কিন্তু কিরে ? প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের রক্তদান কি ব্যর্থ হবে ?

কানাই। হ'তে পারে না। কিন্তু এখান থেকে তো হবে না। এক কাজ কর। টানের অসুখ বেড়েছে বলে হাসপাতালে আশ্রয় নে।

সত্যেন। তারপর ?

কানাই। এ্যাপ্রুভার হবার ছল করে নরেনকে ডেকে পাঠা।

সত্যেন। আচ্ছা আচ্ছা।

কানাই। তার আগে অস্ত্র আমি সময় মতো পৌঁছে দেবো তোকে।

সত্যেন। ঠিক বলেছিস। তাহলে ঐ কথাই রইলো। কালই আমি ছল করে হাসপাতালে যাচ্ছি। তারপর সব তোর হাতে। দেখিস প্ল্যান যেন ব্যর্থ না হয়। আচ্ছা আসি···বন্দেমাতরম্···

[ প্রস্থান।

কানাই। না না সত্যেন—প্ল্যান ব্যর্থ হ'লে জানবি নরেনের জন্যে নেওয়া রিভলবার থেকে গুলি আমরই বুক ভেদ করেছে। হায় নরেন—এ তুই কি করলি ? এককালে তুই ছিলি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর আজ ? সব চেয়ে বড়ো শত্রু। কিন্তু এ কাজ কেন করলি নরেন ? জীবনটাকি এতই মূল্যবান ? কষ্ট সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলিনা কেন ? না না আর ভাববো না। মনটা আমার নরম হ'য়ে যাচ্ছে। না না শুনবোনা, বিশ্বাসঘাতকের স্থান যুগান্তর দলে হবে না—হ'তে পারে না....

[ প্রস্থান

# ত্রয়োদশ দৃশ্য

## হিউ এর বাড়ী

### কলিন্স আসিল

কলিন্স। হইটে পারে না। বেঙ্গলী এনার্কিষ্টদের পরাজয় হইটে পারে না। ড্যাডি উহাডের ডমন করিটে ব্যস্ট হইয়াছে। কিন্তু হোপলেস। উহাডের লাইফ দেওয়া ব্যর্ঠ হইটে পারে না।

### "রে" আসিল

রে। কলিন্স!

কলিন্স। ইয়েস জেন্টলম্যান কাম ইন্।

রে। কি ভাবিতেছ কলিন্স ?

কলিন্স। বেঙ্গলী এনার্কিষ্টডের কঠা।

রে। না।

কলিন্স। হোয়াট ?

রে। ওদের কথা তুমি ভাবতে পারবে না।

কলিন্স। বাট—হোয়াই ?

রে। তারা ইংরেজদের শত্রু।

কলিন্স। হোয়াট ইজ্ ড্যাট, টুমি ?

রে। তুমিও ইংরেজ।

কলিন্স। হইটে পারে। কিণ্ট হামি উহাডের শট্রু না আছে।

রে। কলিন্স!

কলিন্স। ইট্‌স্ ট্রু জেণ্টলম্যান—হামি উহাডিগকে ভালবাসে, আই লাভ দেম অল।

রে। কলিন্স! মনে রেখ তুমি হিউ এর কন্যা।

কলিন্স। ইয়েস।

রে। তোমার একথা সরকারের কানে গেলে মিঃ হিউ এর ক্ষতি হবে।

কলিন্স। হামি টাহার জন্য ভোয় ক'রে না।

রে। চাকরীর ভয় করোনা?

কলিন্স। নো নো চাকরী হামার ড্যাডি করে—হামি করে না। হামি ইহার জন্য কাহাকেও কৈফিয়ট ডিবে না।

রে। কলিন্স।

কলিন্স। হামার একটো কঠার উট্টর ডিবে?

রে। কি?

কলিন্স। কানাই ডাট্‌কে চেন?

রে। কোন কানাই? যে সম্প্রতি এ্যারেষ্ট হয়েছে?

কলিন্স। ইয়েস ইয়েস।

রে। ওতো একটা বিখ্যাত গুণ্ডা ডাকাত খুনে—

কলিন্স। ওঃ নো নো হি ইজ এ প্যাট্রিয়ট। আই লাভ হিম্।

রে। কলিন্স!

কলিন্স। টুমি কি উহার মটো হইতে পার না?

রে। না।

কলিন্স। কেনো কেনো হইবে না? টুমি কি টোমার মাদারল্যাণ্ডকে ভালবাস না?

রে। না আমি বাংলার চেয়ে ইংল্যাণ্ডকে বেশী ভালবাসি। আর তার চেয়ে বেশী ভালবাসি তোমাকে মিস্ কলিন্স!

কলিন্স। হোয়াট ?

রে। ইট্‌স ট্রু—মাই ডার্লিং।

কলিন্স। বাট আই হেট ইউ।

রে। কলিন্স !

কলিন্স। হামি বরং একজন নিগ্রোকে বিবাহ করিটে পারে—তবু টোমার মট ডেশড্রোহী শয়টানকে নয়।

রে। কলিন্স !

কলিন্স। ইয়েস ইয়ং ম্যান।

রে। তবে তোমাকে পাব না ?

কলিন্স। নো নো নেভার।

রে। কলিন্স !

কলিন্স। ট্রাই টু ফলো ইন দি ফুটস্টেপস্ অফ্ কানাই ডাট দি ব্রেভ বেঙ্গলী প্যাট্রিয়ট।

রে। উপদেশ রাখ ! জানতে চাই তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা ?

কলিন্স। ইমপসিবিল্ !

রে। শয়তানী তবে এতদিন আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করেছ ? কিন্তু তোমায় আমি ছাড়বোনা। এতদিন যে আশা আমি বুকের মধ্যে গোপনে সঞ্চিত করেছিলাম—আজ তা সফল করবো এসো ( হাত ধরিল )

কলিন্স। ( ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ) মিঃ রে !

রে। হাঃ হাঃ হাঃ। মিঃ রে শয়তানীর সঙ্গে আজ শয়তান সেজেছে ! আজ তোমার নিস্তার নেই ( আকর্ষণ করিল )

কলিন্স। ও গড্ সেভ মি—সেভ মি। ড্যাডি ড্যাডি—

চাবুক হস্তে হিউ আসিল

হিউ। ( চাবুক মারিয়া ) মিঃ রে !

রে। ( ঘুরিয়া সরোষে ) ইন্‌স্‌পেক্টার হিউ।

হিউ। গেট আউট—গেট আউট ইউ রাস্কেল—আদার ওয়াইজ আই উইল স্ম্যাট ইউ।

রে। হ্যাঁ যাবো—যাচ্ছি—কিন্তু যাবার সময় বলে যাচ্ছি—

হিউ। ( পুনরায় চাবুক মারিয়া ) শাট আপ ইউ বিস্ট্‌!

রে। অল রাইট্‌। কিন্তু ইন্সপেক্টার আমি এর প্রতিশোধ নেব।

হিউ। যাহা ইচ্ছা করিটে পার-যাও।

রে। তাই যাচ্ছি। সোজা এখান থেকে যাব পুলিশ কমিশনারের কাছে, গিয়ে বলবো ইন্সপেক্টার মিঃ হিউ এর মেয়ে মিস কলিন্স—

হিউ। কি করিয়াছে—সে ?

রে। এনার্কিষ্টদের সংগে গোপনে যোগাযোগ করেছে, অনেকবার অনেকভাবে ওদের সাহায্য করেছে, এখনও করছে বা করবেও।

হিউ। কলিন্স!

কলিন্স। ইয়েস হি ইজ রাইট ড্যাডি!

হিউ। হোয়াট! হামার কন্যা হামার বিরুদ্ধাচারণ করিটেছে ?

কলিন্স। সট্য কঠা আছে ড্যাডি।

হিউ। ( ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ) বাট হোয়াই।

কলিন্স। উহাডের সাহস বীরট্ট ডেখিয়া হামার মন টলিল। টাই হামি উহাডের ভালবাসিয়াছে—হেল্প করিয়াছে।

হিউ। বাট ইট্‌স্‌ এ ক্রাইম ডু ইউ নো ?

কলিন্স। অফ কোর্স ইহার জন্য শাষ্টি লইটে হামি অলওয়েজ রেডি আছে।

রে। মিঃ হিউ।

হিউ। টুমি যাও—টোমার সহিট কোন কঠা না আছে। পারটো কলিন্সকে শাস্টি দেওয়ার বণ্ডোবস্ত কর।

রে। না সাহেব না—

হিউ। হোয়াট।

রে। তা পারিনা আমি।

হিউ। কেন?

রে। কলিন্সকে আমি ভালবাসি তাকে বিয়ে করতে চাই।

হিউ বিবাহ—ম্যারেজ?

কলিন্স। ড্যাডি এই বিস্ট্‌কে বাহির করিয়া ডাও। উহার মুখ ডেখিটে ইচ্ছা করিটেছে না।

রে। কলিন্স আমাকে ক্ষমা কর।

কলিন্স। নো—নো—নো—

রে। কলিন্স—!

কলিন্স। হামি মরিটে পারে—কিণ্টু টোমার মত শয়টানকে—নো—নো—নেভার [ প্রস্থান।

হিউ। মিঃ রে হামি উহাকে বুঝাইয়া ডেখিবে।

রে। তাই হবে সাহেব। আমি কলিন্সকে সেই কথাই বোঝাচ্ছিলুম আর আপনি—

হিউ। কিণ্টু কলিন্স কেন চীৎকার করিল?

রে। ভুল! ভুল মিঃ হিউ, আমি আর তিন মাস বাদে বিলেত যাচ্ছি সেখানেই থাকবো, কলিন্সকে যদি পাই খুব সুখেই রাখবো ইন্সপেক্টার।

হিউ। কলিন্স বড় হইয়াছে। সুটরাং ডাহার মটের খুব প্রয়োজন আছে। টঠাপি হামি চেষ্টা করিবে।

রে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি দেখবেন রাজী ওকে করতেই হবে। ওর উপর আমার লাইফটা ডিপেণ্ড করছে কথাটা মনে রাখবেন। আচ্ছা গুডবাই। [ প্রস্থান

হিউ। ওঃ কলিন্স টুমি কি করিয়াছ, হামার মুখ পোড়াইয়া ডিয়াছ।

[ নন্দ আসিল ]

নন্দ। না স্যার মুখ পোড়েনি।

হিউ। ইউ!

নন্দ। এ্যাপ্রুভার নরেন গোঁসাই আপনাকে খুঁজছে স্যার আর—

হিউ। এনি থিং মোর?

নন্দ। দু একজনকে ভাঙ্গাতে চেষ্টা করছি স্যার। মনে হয় হ'য়ে যাবে।

হিউ। থ্যাংক ইউ ভোনার্জী।

নন্দ। দু একজনকে ভাঙ্গিয়ে আনতে পারলে—কেশটার খুব ভাল হয়। কিন্তু একটা কথা সাহেব—

হিউ। কি?

নন্দ। বারীন কানাই সত্যেন ওদের এ্যারেষ্ট করবার পর যুগান্তর দল একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

হিউ। ইজ ইট্? হাঃ হাঃ হাঃ

নন্দ। মনে হয় আর মাথা তুলতে পারবে না।

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ

নন্দ। কি হ'লো হাসছেন যে?

হিউ। টুমি বেঙ্গলী আছ!

নন্দ। হাঁ।

হিউ। বাট বেঙ্গলীডের চেনো না?

নন্দ। কি বলছেন স্যার ?

হিউ। হামরা বিডেশী—টথাপি হামরা উহাডের চিনিটে পারিয়াছে। লেকিন টুমি বেঙ্গলী হইয়াও বেঙ্গলীডের চিনিটে পার নাই। হাঃ হাঃ হাঃ

নন্দ। সাহেব !

হিউ। ইট্‌স ট্রু। উহারা মরিটে জানে মারিটেও জানে কিণ্টু হটাশা হইটে জানে না—পিছু হটিতে জানে না।

নন্দ। কিন্তু স্যার নরেন গোঁসাইও যে বাঙ্গালী।

হিউ। থ্যাং ইয়োর নরেন গোঁসাই—সেটা ট্রেটর আছে।

নন্দ। তবে ?

হিউ। এনার্কিষ্টডের সাহস ডেখিয়া হামি ভুলিয়া যাই যে উহারা বেঙ্গলী, হামি বহুট ডেখিয়াছে কিণ্টু উহাডের মট বেঙ্গলী কখনও না ডেখিয়াছে। হামি উহাডের শ্রদ্ধা করিটে পারে কিণ্টু না না ক্ষমা করিটে পারে না। উহারা হামাডের ডুষমন আছে....ইয়েস...কাম অন ভোনার্জী [ প্রস্থান

নন্দ। সাহেবের কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তাই নইলে ঐ সব শয়তান গুণ্ডা যাদের শাস্তি দেবার জন্যে প্রাণ পণ চেষ্টা করছে। ওদের শ্রদ্ধা করতে যাবে কেন ? কিন্তু না আমি সরকারের নোকর...যত কাজ দেখাবো ততই পদোন্নতির আশা। সাহেবের মাথা খারাপ হ'য়েছে হোক—কিন্তু আমার হবে না—

[ গীতকণ্ঠে মহাকাল আসিল ]

মহাকাল।

গীত

আয় ফিরে আয় ও পথ ভোলা
ও পথে চলিস্ না

দেশের বুকে বিষ ঢেলে আর
সে বিষে জ্বলিস না।

নন্দ। কি বলছিস পাগল ?

**গীতাংশ**

সোজা পথে আয় ফিরে
ভাসাসনে আঁখি ধীরে
নির্ভয়ে মার মোছরে নয়ন
কিছুতে টলিস না···

[ প্রস্থান

নন্দ। যা যা দূরহ্ পাগল কোথাকার। আত্মোন্নতির যে পথ বেছে নিয়েছি কিছুতেই তা পরিত্যাগ করতে পারবো না। তাছাড়া নেংটি পরা বাঙ্গালীরা করবে দেশ শাসন ? হাঃ হাঃ এ যেন ফুটো কলসীতে জল সঞ্চয়ের আশা—ও পড়েই যায় থাকে না একফোঁটা। সঞ্চয় তো দূরের কথা। হাঃ হাঃ হাঃ [ প্রস্থান

## চতুর্দশ দৃশ্য

### জেলের কক্ষ

[ আলু-থালু বেশে সীতা ছুটিয়া আসিল ]

সীতা। মুক্তি চাই আমি মহামুক্তি চাই। এদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। কে আছ বন্ধু বাঁচাও—একফোঁটা বিষ দিয়ে আমার এই যমযন্ত্রণা দূর কর।

[ চাবুক লইয়া হিউ আসিল ]

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ কোঠায় পালাবি শয়টানী। ইহা ইংরাজের জেল-খানা আছে। একবার ঢুকিলে এখান হইটে বাহির হওয়া যায় না।

সীতা। সাহেব!

হিউ। এখনও বল কি জান টুমি?

সীতা। কিছুই জানি না সাহেব…না না ভুল বল্‌ছি জানি সব বলবো না।

হিউ। বটে শয়টানী ( চাবুক মারিল ) চাবুক ডিয়া টোমার চামড়া টুলিয়া লইবে।

সীতা। নাও। মান সম্মান নারীধর্ম সবই তো নিয়েছ—চামড়াটা নিলে যদি সন্তুষ্ট হও তাও নাও আমাকে নিস্তার দাও।

হিউ। নিস্টার? হাঃ হাঃ হাঃ যটক্ষণ না বলিবে—টটক্ষণ টোমার নিস্টার না আছে। বল ( বেত মরিয়া ) বলিবে কি না!

সীতা। না না।

হিউ। টবুও না ( বেত্রাঘাত )

সীতা। না সাহেব না। যতই মারো যত রক্তই ঝরুক আমার পিঠ থেকে, তবু প্রতিজ্ঞা করে কোন ভয়েই তা ভঙ্গ করতে পারবো না।

হিউ। অল রাইট…ভোনার্জী।

[ নন্দ আসিল ]

ইহার ভার টোমাকে ডিলাম। ট্রাই এগেন… [ প্রস্থান

নন্দ। ইয়েস স্যার…এই ছুঁড়ি।

সীতা। ( নীরব )

নন্দ। ( লাথি মারিয়া ) শুনতে পাচ্ছিস না?

সীতা। ন-ন্দ দা-রো-গা!

নন্দ। বা-বা-বা রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় সীতা।

সীতা। লাথি মারি তোর কোথায়।

নন্দ। ( সরোষে ) সীতা!

সীতা। রক্ত চক্ষু দেখাচ্ছিস কাকে রে পশু? তোকে ভয় করবে তোর মত ইংরেজের পোষা জানোয়ারেরা আমরা নই।

নন্দ। শয়তানী তোকে আমি—

সীতা। চিবিয়ে খাবে? খাও—খাও তবে স্থির জেনো তোমরাও দিন আসছে।

[ সহসা প্রতুল আসিল ]

প্রতুল। স্যার!

নন্দ। কি হ'য়েছে?

প্রতুল। সাহেব আপনাকে তলব দিয়েছেন।

নন্দ। আমাকে? কেন?

প্রতুল। জানি না স্যার।

নন্দ। আচ্ছা যাচ্ছি, শোন্ এই বন্দির ভার তোকে দিয়ে যাচ্ছি। দেখ বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কিছু আদায় করতে পারিস।

প্রতুল। বহুত খুব স্যার।

নন্দ। সহজে না বললে—ওষুধ প্রয়োগও করবি—পারমিশন দিলাম

[ প্রস্থান

প্রতুল। বহুত আচ্ছা স্যার!

সীতা। প্রতুলদা!

প্রতুল। ভয় নেই সীতা শয়তানটাকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

সীতা। তাতে লাভ কি প্রতুলদা। চিরতরে নিশ্চিন্ত করতে পার আমাকে?

প্রতুল। সীতা!

সীতা। আর যে পারছি না প্রতুলদা।

প্রতুল। জানি সীতা সব জানি—তবু উপায় নেই।

সীতা। কোন উপায় নেই ?

প্রতুল। মরতে পারবে সীতা ?

সীতা। পারবো প্রতুলদা তুমি বলে দাও কি করলে—

প্রতুল। ( পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের করে ) এই নাও।

সীতা। কী ওতে ?

প্রতুল। উগ্র বিষ ( পিছু ফিরে দেখে বার বার )

সীতা। দাও প্রতুলদা শীগ্‌গীর কেউ এসে পড়বে। ( কেড়ে নেয় )

প্রতুল। ( লইতে গিয়াও বিরত হয় ) সীতা···( চক্ষে জল আসে )

সীতা। পথ পেয়েছি প্রতুলদা মুক্তির পথ পেয়েছি।

প্রতুল। ( ভগ্ন স্বরে ) সীতা—বোন্ !

সীতা। দুঃখ ক'রোনা প্রতুলদা তোমার চক্ষের জল দেখে আমার যাত্রা পথ হয়তো অশ্রুপিচ্ছল হ'য়ে পড়বে।

প্রতুল। দুঃখ আমার অন্য কিছু নয় সীতা দুঃখ শুধু এই যে মৃত্যুর বিষ তোমার হাতে আমিই তুলে দিলুম।

সীতা। অন্যায় কিছু করোনি দাদা—বাঁচিয়ে রেখে জীবনভোর জ্বালাময় স্মৃতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত না ক'রে কেমন স্বচ্ছন্দ মুক্তির পথ তুমি প্রসারিত করে দিয়েছ।

প্রতুল। সীতা !

সীতা। বুঝি দাদা তোমার ব্যথা বুঝি, সহোদর না হ'লেও তুমি আমার দাদা আমি তোমার বোন—আমার এই নির্য্যাতন লাঞ্ছনা সহ্য করা অসম্ভব ! তাই তুমি আমার মুক্তির উপায় করে দিলে এ আমি জানি।

প্রতুল। সীতা !

সীতা। কানাইদাকে বলো তার যাত্রাপথে আর আমি বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। আমি এগিয়ে গেছি তার পথের সমস্ত কাঁকর ধূলি সাফ করে তার যাত্রাপথ আমি পুষ্প শোভিত করে রাখবো।

প্রতুল। সীতা! বোন আমার—

সীতা। আর নয় দাদা—দেশের জন্যে বিপ্লবের জন্যে আমি হাসতে হাসতে যাচ্ছি, এই কথাটা আমার বিপ্লবী ভাইদের জানিও আর—

প্রতুল। আর?

সীতা। কানাইদাকে ব'লো জীবনের পরপারে তার জন্যে আমি অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করবো, আসি প্রতুলদা প্রণাম নিও ( ভক্ষণ )

প্রতুল। সীতা সীতা—( ছুটে গিয়ে ধরে )

সীতা। ঐ মৃত্যুর ভয়াল হাতছানি—ঐ প্রফুল্ল ভাই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে--আমি যাচ্ছি। দাদা! মায়ের অভাগিনী মেয়ে আমি তার সেবা করার ভাগ্য আর হ'লো না, আঃ বড় জ্বালা দাদা, বুকটা জ্বলে গেল আঃ বন্দেমাতরম্…

[ প্রস্থান।

প্রতুল। বন্দেমাতরম্ হাসতে হাসতে চলে গেল মেয়েটা। ধন্য সীতা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধন্য তোমার আত্মদান। তোমার আত্মাশান্তি লাভ করুক…পরম পিতার কাছে এই আমার আবেদন।

[ প্রস্থান।

## পঞ্চদশ দৃশ্য

### জেল হাঁসপাতাল

### সত্যেন আসিল

সত্যেন। দেখতে দেখতে এতোগুলো দিন চলে গেল কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতক নরেন গোঁসাই এখনও জীবিত। কেন? সত্যেন বোস্? তুমি কি মরে গেছ? না না (হাফাইতে লাগিল) সিংহ অসুস্থ হ'লেও সে সিংহ।

### যোগেনবাবু আসিল

যোগেন। সত্যেনবাবু।

সত্যেন। হুকুম করুন।

যোগেন। না না সত্যেনবাবু এ আমার হুকুম বলছেন কেন? অনুরোধ বিনীত অনুরোধ।

সত্যেন। কি সেটা? শুনি?

যোগেন। আপনি এ্যাপ্রুভার হোন।

সত্যেন। এ্যাপ্রুভার!

যোগেন। হ্যাঁ হ্যাঁ এ্যাপ্রুভার। নরেন বাবুর মত। আপনার শরীর অসুস্থ, কেন জেলের এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করছেন? রাজসাক্ষী হোন কথা দিচ্ছি আপনার মুক্তির ব্যবস্থা আমি করবো—

সত্যেন। আপনি বলছেন—আ—মি—এ্যাপ্রুভার হ'লে—

যোগেন। মুক্তি পাবেন।

সত্যেন। (সোল্লাসে) সত্যি?

যোগেন। হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি আমার কথাটা একটু চিন্তা করুন।

সত্যেন। তাইতো জেলারবাবু আমায় বড় চিন্তায় ফেললেন।

যোগেন। কোন চিন্তা নেই আপনি রাজী হয়ে যান।

সত্যেন। রাজী হয়ে যাবো ?

যোগেন। ভেবে দেখুন যে দেশের জন্যে আপনি আপনার অমূল্য জীবন বিনষ্ট করছেন সে দেশ কি দিবে আপনাকে কি দিতে পারে ?

সত্যেন। ঠিক !

যোগেন। ভেবে দেখুন কাদের জন্যে আপনার এই ত্যাগ স্বীকার ? দুদিন বাদে সবাই আপনার কথা ভুলে যাবে।

সত্যেন। ঠিক বলেছেন আপনি, ঠিক—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এ্যাপ্রুভারই হবো।

যোগেন। ( সানন্দে ) সত্যি ?

সত্যেন। আপনি যখন বলছেন—

যোগেন। কথাটা সত্যি সত্যেনবাবু। ভুল করবেন না। একটা কথা জেনে রাখুন যে উদ্দেশ্যে আপনারা এতখানি নির্যাতন সহ্য করছেন তা সফল হবে কি ? কখনো নয়। অর্দ্ধ পৃথিবী ব্যাপী যার সাম্রাজ্য সেকি এতই শক্তিহীন ? আপনাদের মত সামান্য কয়েকজনকে দমন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই তো বলছি আপনি কথা শুনুন।

সত্যেন। সত্যিই তো যাদের জন্যে আমি জীবন দেবো তারা আমাকে কি দেবে ? ছাই—না না আমি এ্যাপ্রুভারই হবো আপনি ব্যবস্থা করুন।

যোগেন। থ্যাংক ইউ সত্যেনবাবু—

সত্যেন। একটা কথা।

যোগেন। বলুন।

সত্যেন। আমি রাজসাক্ষী হলে আপনার লাভ ?

যোগেন। লাভ ? হাঃ হাঃ হাঃ লাভ আবার কি। আপনি বাঙ্গালী তাছাড়া অসুস্থ। তাই আপনার মুক্তি আমার কাম্য।

সত্যেন। সত্যি বলছি যোগেনবাবু আরজন্মে বোধ হয় আপনি আমার দাদা ছিলেন। তাই তো আমার উপর আপনার এত স্নেহ। সে যাক আর বিলম্ব করবেন না শুভকাজ তাড়াতাড়ি করাই ভালো।

যোগেন। না না আমি এখুনি যাচ্ছি।

সত্যেন। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ?

যোগেন। কি কাজ ?

সত্যেন। একটা এজাহার তো দিতে হবে ?

যোগেন। তা হবে।

সত্যেন। তাহলে এক কাজ করুন না।

যোগেন। কি ?

সত্যেন। নরেনের সংগে একবার দেখা করিয়ে দিন না।

যোগেন। নরেন !

সত্যেন। হ্যাঁ সেও তো এজাহার দেবে শুনেছি। দুজনের এজাহার যাতে এক হয়, আলাদা না হয় সেই জন্যে আমরা পরামর্শ করে কাজ করবো। তাছাড়া সেও একজন সমর্থক পাবে কাজটা তাতে অনেক স্থবিধেই হবে।

যোগেন। ঠিক বলেছেন সত্যেনবাবু, বা-বা খাসা হবে। চমৎকার হবে। আচ্ছা আমি নরেনবাবুকে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

[ অকস্মাৎ কানাই এর চীৎকার নেপথ্যে শোনা গেল—"বাবারে মরে গেলুমরে পেটের যন্ত্রণায় আমি মরে যাব রে ]

সত্যেন। কানাই এর গলা না ? ঠিক হয়েছে—

যোগেন। কি হ'লো সত্যেনবাবু ?

সত্যেন। আপনি একবার কানাইকে এখানে আনতে পারেন ?

যোগেন। এখানে ? কেন ?

সত্যেন। দেখিনা বলে কয়ে ওকেও যদি দলে টানতে পারি। জানেন তো প্রাণের মায়া সকলেরই আছে যদি কোন রকমে রাজী হয়—

যোগেন। তাহলে তো আরও ভাল হয়।

সত্যেন। তবে তাই দেখুন যোগেনবাবু, আমাদের দল যত ভারী হয় আপনাদের তো ততই সুবিধে।

যোগেন। তাতো বটেই, তাতো বটেই, আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন আমি দেখছি। [ প্রস্থান।

সত্যেন। হাঃ হাঃ হাঃ, সুশিক্ষিত ইংরেজ। তোমরা বাঙ্গালী জাতটাকে অসভ্য নির্বোধ বল, কিন্তু না, যত বোকা তোমরা ভাব তত বোকা তারা নয়। আমি প্রমাণ করে যাব যে—বুদ্ধি কৌশলে তোমরা আমাদের কাছে নগন্য—ক্ষুদ্র শিশুর তুল্য।

কানাই সহ যোগেনবাবু আসিল।

কানাই। কিরে সত্যেন ডাকছিস কেন ?

সত্যেন। কি হয়েছে তোর ?

কানাই। উঃ বলিস নি ভাই অসহ্য পেটের যন্ত্রণা, কি বলবি বল তাড়াতাড়ি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সত্যেন। বলছি ( যোগেনকে ) যোগেনবাবু! আপনি যদি—

যোগেন। ওঃ—বুঝেছি—আচ্ছা যাচ্ছি কিন্তু বেশী বিলম্ব করবেন না যেন। [ প্রস্থান ]

সত্যেন। না না দেরী হবে না ( নিম্নস্বরে ) কিরে এনেছিস ?

কানাই। এই নে ( একটা রিভালবর ট্যাঁক থেকে বের করে দেয় )

সত্যেন। সাবাস কানাই সাবাস ( কোমরে গুঁজিল ) কিন্তু আনলি কিভাবে ?

কানাই। পেটের যন্ত্রণার দৌলতে ( উচ্চৈস্বরে ) ওরে বাবারে তাহলে ছাড়া পাব ?"

সত্যেন। আর একটা কোথায় ?

কানাই। ( কোমর দেখাইয়া ) এইখানে। তুই কিন্তু দেরী করিস নে। পারিস তো কালই—হ্যাঁ কালকেই কাজ হাসিল করতে হবে।

সত্যেন। তুই থাকবি কোথায় ?

কানাই। উঃ মাগো ( চীৎকার ) ( নিম্নস্বরে ) ঠিক দরজার পাশে দাঁত মাজবার ভান করে তুই কিন্তু বিলম্ব করিস না চোরের উপর বাটপাড়ি করতে হ'য়েছে রিভালবর ছুটো।

সত্যেন। বারীনদা জানতে পারেনি ?

কানাই। না। সে এখন পালাবার ষড়যন্ত্রে মত্ত। তবে বোধ হয় প্ল্যান সব রেডী। তিন চার দিনের মধ্যে কাজ হাসিল করবে। তখন কিন্তু ও ছুটোর খোঁজ পড়বে। তার আগেই কাজ হাসিল হওয়া চাই।

সত্যেন। আচ্ছা ( উদ্দেশ্যে ) যোগেনবাবু এবার আসুন।

যোগেন আসিল।

যোগেন। কি হ'লো ? কথা মিটলো ?

সত্যেন। হ্যাঁ।

যোগেন। কানাইবাবু—

সত্যেন। রাজী। কিন্তু তুই বলনারে কানাই, এ্যাপ্রুভার হ'তে রাজী আছিস কিনা ?

কানাই। এ্যাপ্রুভার না মানে হ্যাঁ ভেবে দেখি, হয়তো—

সত্যেন। হয়তো কেন ? এভাবে জেলে পচে মরার কোন মানে হয় না।

কানাই। সে তো সত্যি। আচ্ছা বারীনদার সঙ্গে না হয়—

সত্যেন। উঁহু ও বোকামী করিস নি। ওরা আলাদা জাত। বড় লোকের ছেলে আমাদের মত গরীবদের সঙ্গে মিশ খাবে কেন? তার চেয়ে রাজসাক্ষী হ'য়ে জেল থেকে বেরিয়ে দিব্যি ঘুরে ঘুরে বেড়া আমি তোকে বললুমই সব।

কানাই। ওঃ হ্যাঁ মানে একটু সময় দে সত্যেন আচ্ছা পরশু তোকে সংবাদ দেবো—আর দাঁড়াতে পারছি না ভাই। আচ্ছা চলি। এখুনি গিয়ে শুয়ে পড়বো। তুই ভাবিসনি সত্যেন—হয়তো আমি তোরই সঙ্গি হবো। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না ভাই।

যোগেন। দেখেন মশাই—দেশ স্বাধীন করার ঠেলাটা এবার বুঝুন।

কানাই। ওঃ বলবেন না জেলারবাবু—বলবেন না। কি ঝকমারিই যে করেছি, ঐ শালা গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে—না ভাই—আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। আসুন যোগেনবাবু আমি এগুচ্ছি ওরে বাবারে!

[ সত্যেনকে ইসারা করিয়া প্রস্থান।

সত্যেন। ভাববেন না যোগেনবাবু।

যোগেন। না—মানে সময় নিলে—

সত্যেন। ও কিছু নয়। যোগেনবাবু—ও একটা চাল—আরে মোশাই দেখুন না। বাজী মাৎ আমি করবোই করবো। নিশ্চিন্ত থাকুন যোগেনবাবু—ও কানাই দত্তকে আমি দলে টানবোই টানবো, হ্যাঁ ভাল কথা—কানাই আর আমি—নরেনের সঙ্গে দেখা করবো—সংবাদটা যেন সে পায়।

যোগেন। আচ্ছা দেখুন চেষ্টা করে যদি হয়—তাহলে খুব ভালই হবে। আপনারা তিনজনে একসংগে—এ্যাঁ হাঃ হাঃ হাঃ খুব ভাল হবে সত্যেনবাবু—খুব ভাল হবে—　　　　[ প্রস্থান।

সত্যেন। হবে যোগিনবাবু হবে সবই হবে—এবার নরেন গোঁসাই —অস্ত্র আমি পেয়েছি। সাবধান—আজ রাতের মতো নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রা সেরে নে। কাল সকালেই তোর জীবনের যবনিকাপাত। কিন্তু ওতো বন্ধু—নরেন আমার—না না বিপ্লবীর জীবনে কর্তব্য বড়ো কঠোর—সেখানে ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন কারো স্থান নেই। আমার এই রুগ্ন দুর্বল জীবনে অন্তত একটা বিশ্বাসঘাতকের জীবনও যদি নিতে পারি জীবন আমার ধন্য হবে। হে ভগবান দুর্লভ সুযোগ যদি দিয়েছো তাহলে তাকে সদ্ব্যবহার করতে দিও দয়াময়। আমার প্রাণের আশা ব্যর্থ ক'রে দিও না—তাতে যদি মরি—সে মৃত্যুই হবে আমার নব জীবন। [ প্রস্থান।

## ষোড়শ দৃশ্য।

### জেলের অন্য কক্ষ।

নরেন পদচারণা করিতেছিল।

নরেন। নব জীবন লাভ করবো নতুন ভাবে আবার আমি বাঁচবো। দেশের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা দূর—কি বিশ্বাস করে আমাকে আমার দেশের লোক? আমার দলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সব কিছু পরিচয় পেয়েও যদি আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারে, আমিইবা কেন প্রতিশোধ নেবো না, নিশ্চয়ই নেবো—কিন্তু সত্যেন সেও কি আমার মত এ্যাপ্রুভার হ'তে চায়? দেখি সংবাদ যদি সত্য হয়—তাহলে কোন দ্বিধা নয়, ভেঙ্গে যাক স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন, মন থেকে মুছে যাক স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল ছবি—নেমে আসুক বাংলার বুকে চির পরাধীনতার গাঢ় অন্ধকার—

সত্যেন আসিল।

সত্যেন। আসতে বাধ্য নরেন।

নরেন। কথাটা এতদিনে বুঝলি ?

সত্যেন। তুইতো বুঝিয়ে দিলি।

নরেন। তাই বুঝি ? হাঃ হাঃ হাঃ তারপর—কেমন আছিস ?

সত্যেন। ভাল নয় ভাই টান্‌টা হঠাৎ বেড়েছে।

নরেন। একে অসুস্থ শরীর তায় জেলের অসহ্য কষ্ট সইতে পারবি কেন ? ঠিক করেছিস। কে কার ? আগে আত্মা রেখে ধর্ম—তবে পিতৃ লোকের কর্ম। তা হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ ?

সত্যেন। প্রাণে বাঁচার তাগিদ।

নরেন। বাঁচতে চাস ?

সত্যেন। কেন চাইবো না নরেন ? পৃথিবীর কতটুকু দেখেছি আমি, দেখার এখনও অনেক বাকি—তাই তো জেল থেকে মুক্তি নিয়ে বাঁচতে চাই—প্রাণ ভরে পৃথিবীটাকে ভোগ করতে চাই।

নরেন। বেশ করেছিস জীবনটা ক'দিনের ? দু'দিনের বইতো নয় তাও যদি অর্ধেকের বেশী জীবন জেলেই কাটে—তাহলে মানব জীবনের সার্থকতা কোথায় ? আর ফাঁসি হলে তো কথাই নেই—এক মিনিটে শেষ। কিন্তু কেন তা হ'তে দেব ?

সত্যেন। সত্যিই তো, তুই আমি বারীন কানাই কি ভারত স্বাধীন করতে পারবো ? না। তবে বৃথা কেন আমাদের জীবনের সখ আহ্লাদ সুখ আশা সব বিসর্জন দিয়ে ফেলি—কি বলিস ?

নরেন। ঠিক তাই, সত্যিই তো!

সত্যেন। আচ্ছা নরেন—

নরেন। কি ?

সত্যেন। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে ( চারদিকে দেখে স্বগত ) কানাইটা এখনও আসছে না কেন।

নরেন। কি হ'লো বলবিতো—

সত্যেন। হঁ্যা, বলছিলুম কি জেল থেকে বেরিয়ে তুই কি করবি ?

নরেন। দেশেই থাকবো না আর—

সত্যেন। কোথা যাবি ?

[ ইতিমধ্যে দাঁতনে দাঁত মাজতে মাজতে আসে কানাই একটু দূরে থাকে সে। তার কোমরে গোঁজা রিভালবার ঠিক তাহার সামনে একজন রক্ষী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। সত্যেন একবার উঁকি দিয়ে দেখিল ]

নরেন। যাব বিলেত। ব্যবস্থা সব ঠিক হ'য়ে আছে। জেল থেকে ছাড়া পেলেই সোজা প্লেনে চড়ে বসবো।

সত্যেন। সেকি দেশ একেবারে ছেড়ে দিবি ?

নরেন। কি জানি বাবা যা গুণ্ডার দল। হয় তো আমাকে খুনই ক'রে বসবে। তার চেয়ে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

সত্যেন। আর একটা কথা।

নরেন। কি ?

সত্যেন। রাজসাক্ষী হলে জেল থেকে খালাস তুই ঠিক পাবি তো ?

নরেন। পাব না মানে ? আমার বাবাকে তুই জানিস না। তিনি একজন মকদ্দমার কীট। পুলিশ তার সংগে আইনের প্যাঁচে পারবে না।

সত্যেন। তাই নাকি !

নরেন। তবে ? তাছাড়া আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেবেনা। এবং পুলিশ জোর করে ওটা লিখিয়ে নিয়েছে একথা প্রমান করতেও কষ্ট হবে না।

সত্যেন। কিন্তু সাক্ষী ?

নরেন। তার জন্যে চিন্তা নেই, বাবা ওসব বিষয়ে খুন। হাজার হাজার মামলা তিনি চালিয়েছেন। চাস তো বল তোর ব্যবস্থাও আমি বাবাকে দিয়ে করিয়ে নেবো।

সত্যেন। আমারটা থাক (অগ্নিমূর্তি ধরিয়া) তোর ব্যবস্থাটাই আগে হোক বিশ্বাসঘাতক ( রিভালবার নিয়ে অগ্রসর হয় )

নরেন। ( সভয়ে পশ্চাত অপসরণ করিতে করিতে ) সত্যেন, আমাকে মারিস নি, আমি বাঁচতে চাই—মরতে পারবো না।

সত্যেন। হাঃ হাঃ হাঃ, বাঁচতে তোকে দেবো না শয়তান, দেশের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাদের মৃত্যুর মুখে টেনে দিয়ে তুই একা বাঁচতে চাস জানোয়ার, না না তা হয় না—হতে দেবো না।

নরেন। রাজসাক্ষী হওয়ার সংবাদ—

সত্যেন। আমারই চালাকি, কিন্তু আর নয় শয়তান ( গুলি করিল ) উহা নরেনের পায়ে লাগে। ( নরেন চীৎকার করে বলে )—"ওরে বাবারে মেরে ফেললেরে।"

[ ইতিমধ্যে কানাই রক্ষীকে গুলি করিল—রক্ষী পলাইয়া গেল কানাই অগ্নি মূর্তিতে উদ্যত রিভালবর নিয়ে এগিয়ে আসে—নরেন তাহার দিকে ছুটিয়া গেল—কানাই পুনরায় নরেনকে গুলি করিয়া সগর্জনে বলিল—]

কানাই। তোর বাঁচা হবে না বিশ্বাসঘাতক।

নরেন। ( চীৎকার করে ) কে আছ বাঁচাও বাঁচাও।

কানাই। হাঃ হাঃ হাঃ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। হাঃ হাঃ হাঃ।

[ কানাই ও সত্যেন যুগপৎ কয়েকটা গুলি করিল। ইতিমধ্যে যোগেনবাবু ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের দেখিয়া আত্মগোপন করে

গুলি খাইয়া নরেন পড়িয়া গিয়াছে—কানাই ও সত্যেন সামনে ঝুঁকে একযোগে গুলি মারিতেছিল। শেষে উভয়ের গুলি ফুরাইয়া গেল। কানাই নরেনের মুমূর্ষু দেহে কয়েকটা লাথি মারিয়া কহিল ]

জেনে রাখ শয়তান বাঙ্গালী বিপ্লবীরা বেইমানদের মৃত্যুদণ্ডই দেয়। সাবধান বিশ্বাসঘাতকের দল—নরেনের মৃত্যুতে তোমরা সতর্ক হও। নইলে এমনি করেই জীবন দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ( পুনরায় গুলি করিতে গেল, নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিল )

সত্যেন। ( গুলি আর বাহির হইল না ) আর নেই গুলি ফুরিয়ে গেছে ( হাঁপায় )

কানাই। হাঃ হাঃ হাঃ কাজ শেষ, কাজ শেষ। ( দুজনেই অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে। কানাই নরেনের কাছে যায়! ওকে দেখে কেঁদে ওঠে ) নরেন বন্ধু—ক্ষমা করিস কোন উপায় ছিল না ভাই—কোন উপায় ছিল না—এ তোর নিয়তি বন্ধু এ তোর নিয়তি।

মিঃ হিউ ও দু'জন পুলিস আসে।

হিউ। মিঃ ডাট্।

কানাই। হাঃ হাঃ হাঃ কাজ শেষ—ঐ দেখ বিশ্বাসঘাতককে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছি—কাম অন মাই ফ্রেণ্ড—উই আর রেডি। ডু ইয়োর ডিউটি প্লিজ।

জেলর যোগেনের আত্মপ্রকাশ।

জেলর। ভাল করে বাঁধুন সাহেব। বাঘের বাচ্চাটাকে আগে ভাল করে বাঁধুন। নইলে আবার কার ঘাড় মটকাবে।

হিউ। সেপাই—( ইঙ্গিত করিল )

[ সেপাইরা কানাই সত্যেনকে বেঁধে ফেলে ও নরেনকে তুলে

ধরে নিয়ে যায় একজন ও কানাই সত্যেনকে নিয়ে যায় অপরজন ]

মিঃ হিউ। ওয়াণ্ডার ফুল!

যোগেন। কি হ'লো সাহেব?

হিউ। বৃটিশের স্থরক্ষিট জেলের ভিটরে এ্যাপ্রুভারকে এই ভাবে হট্যা—ইট্স্ বিয়ণ্ড আওয়ার ইমাজিনেশন। চিণ্টা করা যায় না। ইহারা কি রিয়েলি বেঙ্গলী আছে?

যোগেন। হ্যাঁ সাহেব ওরা খাঁটি বাঙালী!

হিউ। ও গড্! ইহাডিগকে হামরা বলি কাওয়ার্ড—নো নো, দে আর ব্রেভেষ্ট। সারা ডুনিয়ায় এমন নজির কোঠাও না আছে একসেপ্ট ইন গ্রীস। মিঃ ডাট এ্যাণ্ড বোস হাপনারা হামাডের শট্রু আছেন বাট হামি স্বীকার করিটেছে—বেঙ্গলীরা ভীরু না আছে, বোকা না আছে। ডুষমন হইলেও—হামি হাপনাদের সাহস আর বুডঢিকে অভিনন্দন্ত জানাইতেছে।

[ টুপি খুলিয়া মাথা নত করত প্রস্থান।

যোগেন। একি ভেস্কীর খেলারে বাবা। পৈতৃক প্রাণটা আর একটু হলে গিয়েছিল আরকি। হ্যাঁ বাবা কানাই—সত্যেন—খেল একটা দেখালে বটে। খাস বিলিতী সাহেবকে পর্য্যন্ত মাথা নুইয়ে ছাড়লে, ধন্যবাদ বাবা তোমাদের শত শত ধন্যবাদ।

[ প্রস্থান।

## সপ্তদশ দৃশ্য।

### হিউএর গৃহ

কলিন্স আসিল।

কলিন্স। ডন্‌ডবাড কানাই, মাই সুইট ইয়ংম্যান—ইউ আর রাইট্‌। মানুষটো মরিবেই—টোবে কাওয়ার্ডের মট মরিবে কেন? মরিটে হোয় টো ডাই লাইক এ হিরো। হামি বিডেশী আছে—টোমার ডুষমনদের জাট আছে, লেকিন টোমার সাহসের বহুট বহুট প্রসংশা করিটেছে।

মিঃ রে আসিল।

রে। ভুল করছো মাই ডারলিং।

কলিন্স। ইজ ইট?

রে। ইয়েস।

কলিন্স। বাট হোয়াই?

রে। ওরা রাজদ্রোহী—সরকারের দুষমন।

কলিন্স। হোয়াট ইজ ছাট টু মি?

রে। এ তোমার বিশ্বাসঘাতকতা।

কলিন্স। হোয়াট! ওহ্‌ নো নো—হামি টোমার মত মাদার ল্যাণ্ডের দুষমন না আছে। লেকিন ডোণ্ট টক মোর টুমি—যাও। হামি টোমাকে সহ্য করিটে পারে না। প্লিজ টুমি যাও।

রে। যাবার জন্যে আসিনি কলিন্স! সাহেবের সংগে আমার কথা হ'য়ে গেছে আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

কলিন্স। লেকিন হামি করিবে না।

রে। প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশ বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে না।

কলিন্স। বটে আই এ্যাম নট ইণ্ডিয়ান।

রে। কিছু যায় আসে না। তোমাকে আমি ভারতীয় মতে বিয়ে করবো এসো।

কলিন্স। কোথায়?

রে। সাহেবের কাছে।

কলিন্স। ড্যাডির কাছে? ইমপসিবিল।

হিউ আসিল।

হিউ। কলিন্স।

কলিন্স। ড্যাডি।

হিউ। মাই চাইল্ড আই রিকোয়েষ্ট।

কলিন্স। নো নো ড্যাডি।

হিউ। আই এ্যাম ইন এ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন মাই চাইল্ড, কন-সিডার প্লিজ।

কলিন্স। নো—নো ইম্পসিবিল ড্যাডি। যাহাকে হামি ঘৃণা করে পছণ্ড করে না টাহাকে হামি···নো নো বেগ ইয়োর পার্ডন।

রে। চাকরীর খাতিরে সাহেবের কথা মানতে তুমি বাধ্য কলিন্স।

কলিন্স। মিঃ রে হামি ইংরেজের মেয়ে আছে। ডরকার হইলে হামি মরিটে পারে টবু স্বাধীনটা ছাড়িটে পারিবে না। আর টোমার মত বুলডগ কাওয়ার্ডকে হামি এক গুলিটে।

রে। মিঃ হিউ।

হিউ। ডেখ রে—কলিন্সকে বুঝিয়ে রাজী করাও।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

রে। কোথায় যাচ্ছেন?

হিউ। আসবে হামি আভি আসবে। টুমি ট্রাই কর। [ প্রস্থান।

রে। কলিন্স !

কলিন্স। আমাকে বিরক্ত করিবেন না। হামি ওয়ার্নিং ডিটেছে।

রে। ভয় করিনা সাহেবের পারমিশেন পেয়েছি, এসো—এসো মাই ডার্লি ( অগ্রসর )

কলিন্স। রে ! ডোণ্ট কাম ( রে হাসিতে হাসিতে কলিন্সের দিকে অগ্রসর হইতেছিল ) মিঃ রে গিভিং ইউ ওয়ার্নিং। শুনিবে না—কোঠা শুনিবে না ? অল রাইট্, হোয়াট ক্যান আই ডু ? গো টু ডগ্‌স্ ( গুলি করিয়া হাঁপাইতেছিল )

রে। ( গুলি লাগিয়াছে তাহার বাম কাঁধে ডান হাত দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া ) ওঃ শয়তানী !

কলিন্স। ইয়েস হামি শয়টানি আছে। বাট হোয়াট আর ইউ ? কাওয়ার্ড ট্রেটর বিষ্ট ( হাঁপাইতে লাগিল )

রে। না কলিন্স ! আমারই ভুল হ'য়েছিল। ঠিক হয়েছে—আমার পাপের উপযুক্ত সাজা হয়েছে। উঃ আর পারছি না। যাবার আগে একটা সত্যি কথা বলে যাই, কলিন্স ঘৃণ্য কালাআদমী হ'লেও তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম তোমাকে পাবার জন্যেই আমি কাওয়ার্ড ট্রেটর এটুকু শুধু মনে রেখো কলিন্স।

সহসা দ্রুত নন্দ আসিল।

নন্দ। সর্বনাশ হ'য়ে—মিঃ—একি ! মিঃ রে ?

রে। ভালবাসার বুলেট নিয়ে আমি যাচ্ছি নন্দবাবু।

নন্দ। কে একাজ করলে ?

কলিন্স। হামি বেনোর্জী হামি, শয়টানকে মারিয়াছে—এই রিভালবর ডিয়ে।

রে। না নন্দবাবু, আমার দুর্ভাগ্য আমাকে মেরেছে, কারো দোষ

নেই, আঃ! কি অন্ধকার সারা দুনিয়ার জীবন্ত ছবিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। আর দাঁড়াতে পারছিনা—বিদায় মাই সুইট্ কলিন্স বিদায়।

[ প্রস্থান।

নন্দ। মিস্ কলিন্স।

কলিন্স। ইয়েস।

নন্দ। এতোদিনে তোমাকে পেয়েছি শয়তানী। অনেকদিন থেকে তুমি আইনের চোখে ধূলো দিয়ে আসছো, আজ আর তোমার পরিত্রাণ নেই।

কলিন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হামি রে'কে মারিয়াছে। উহার জন্ত হামি দুঃখিট না আছে।

নন্দ। থাকলেও উপায় নেই। অনেকদিন ধরে তোমার স্বেচ্ছাচারিতা স'য়ে আসছি। আজ আর কোন কথা শুনব না। হাতেনাতে ধরেছি এবার প্রতিশোধ নেব। হাঃ হাঃ হাঃ।

কলিন্স। ডোণ্ট টক লাইক এ ফুল, হামি প্রষ্টুট আছে।

নন্দ। ( কোমরে গোঁজা শেকল নিয়ে কলিন্সকে বাঁধে ) হাঃ হাঃ হাঃ চল অন্তত দশটা বছর তোমাকে ঘুরিয়ে আনি।

সহসা প্রতুল আসিল।

প্রতুল। স্যার আপনি—একি!

নন্দ। কি হ'য়েছে—কনেষ্টবল?

প্রতুল। বলছি। কিন্তু কি ব্যাপার? মিস্—

নন্দ। হ্যাঁ সি ইজ্ আণ্ডার এ্যারেষ্ট।

প্রতুল। কেন?

নন্দ। মিঃ রে কে খুন করেছে।

প্রতুল। মিস্?

কলিন্স। ইয়েস।

নন্দ। অস্বীকার করার উপায় নেই—আমি নিজে তার সাক্ষী—। হাঃ হাঃ হাঃ অনেকদিন থেকে শুনে আসছি—এ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে এ মাগীর বড্ড পিরীত? এবার বুঝবে পিরীতের ঠ্যালাখানা।

প্রতুল। ( কঠিন কণ্ঠে ) দারোগা সাহেব!

নন্দ। ( চমকাইয়া ) কি হ'য়েছে কনেষ্টবল?

প্রতুল। ভদ্রমহিলার সম্মান রেখে কথা বলুন।

নন্দ। তার মানে?

প্রতুল। আপনার মত কয়েকটা জানোয়ারদের জন্যে পুলীশ মহলের সবাইকে এত নিন্দা—এত গালাগাল সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু না এসব চলবে না।

নন্দ। ( সক্রোধে ) হুঁসিয়ার কনেষ্টবল্।

প্রতুল। কিসের হুঁসিয়ারী? ইংরেজ হ'লেও কলিন্স ভদ্রমহিলা?

নন্দ। খুনে মাগী আবার ভদ্রমহিলা হাঃ হাঃ হাঃ।

কলিন্স। শাট আপ ইউ ব্রুট!

নন্দ। ও এখনও তেজ আছে দেখছি, দেখি দুএকঘা খেয়েও কতখানি তেজ তোর থাকে? ( রুলের দ্বারা প্রহার )

কলিন্স। ও গড সেভ মি।

প্রতুল। দারোগাবাবু অনুরোধ করছি—

নন্দ। যা যা তোর কাজ তুই করগে যা। বরং চাস তো বল ছুঁড়িটাকে এক রাত্তিরের জন্যে তোকে—

প্রতুল। ষ্টপ্ ইট ননসেন্স ( অগ্রসর হয় )

নন্দ। একি তুই খোঁড়া ভাল হলি কি করে?

প্রতুল। ( ছুটিয়া গিয়া নন্দর গলা টিপিল ) না আমি খোড়া নই শয়তান।

নন্দ। ( সভয়ে ) কে তুই ? কে তুই ?

প্রতুল। তোর যম ( উভয়ের হাতাহাতি হইল। হঠাৎ প্রতুল দূরে সরিয়া গেল এবং পিস্তল বাহির করিল ) আর তোর রক্ষা নেই শয়তান দেশের ছেলেদের অনেক প্রাণ তুই নিয়েছিস—অনেক বিপ্লবীর উষ্ণ তাজা রক্তে বাংলা দেশের সবুজ মাটি লালে লাল করেছিস, আর নয় শয়তান বাংলার কাছে অনেক ঋণে ঋণী তুই—এবার শোধ দিতে হবে—দে—ফিরিয়ে দে, খুন কা বদলা খুন ( গুলি করিল ) হাঃ হাঃ ( পুনরায় গুলি ) হাঃ হাঃ হাঃ

[ পিস্তল ফেলিয়া দিল ]

নন্দ। খুন ! খুন ! ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ হিউ আই এ্যাম মারডার্ড।

[ দ্রুত প্রস্থান ]

কলিন্স। একি তুমি ?

প্রতুল। হ্যাঁ পুলিশের ছদ্মবেশে দেশ সেবার ব্রতধারী—আমি প্রতুল। চলে এসো বোন এখান থেকে।

কলিন্স। নো নো হামি কোথায় যাইবে ?

প্রতুল। বিদেশী ভাইদের অন্তরে পাওয়া বোনের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাকে, চল বোন।

কলিন্স। লেকিন হামি খুনী আছে অপরাধী আছে।

প্রতুল। কে বলে তোমাকে অপরাধী ? এদেশের ইতিহাসে তোমার স্থান অনেক উচ্চে।

কলিন্স। প্রটুলবাবু !

প্রতুল। আমরা জানি তোমরা মেয়ে,—মায়ের জাত—প্রত্যক্ষ

স্নেহের অবিচল মূর্ত্তি। জানি—তবু কেন তোমাদের হাতে অস্ত্র ওঠে আমরা জানি—কেন তোমাদের হাত দিয়ে প্রাণঘাতীগুলি ছোটে, তুমি এসো বোন বিলম্ব ক'রোনা ( হাত ধরিল ) এসো।

সহসা উদ্যত পিস্তল হাতে মিঃ হিউ আসিল ]

হিউ। স্টপ্!

প্রতুল। কে? ( চকিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ) ইন্সপেক্টর মিঃ হিউ? ( এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল )

হিউ। ( অগ্রসর হইয়া ) লুক দেয়ার ইয়োর পিস্টল। ( প্রতুল ছুটিয়া উহা কুড়াইতে গেল! কিন্তু তাহার আগে হিউ উহা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ) ডোণ্ট ট্রাই টু ডু সো—

প্রতুল। ওঃ কি ভুল করেছি—কি ভুল করেছি—( মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল )

হিউ। হাঃ হাঃ হাঃ হাণ্ডস্ আপ ইয়ংম্যান।

প্রতুল। ( চোখে চোখ রাখিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে লাগিল ) ওঃ উপায় নেই—কোন উপায় নেই ( শেষে হিউ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং হাত কড়া লাগাইল )

হিউ। চল ইন্সপেক্টার শশুর বাড়ীটা একবার ঘুরে আসি। টুমি এনার্কিষ্ট? ওয়াণ্ডারফুল!

প্রতুল। আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন সাহেব—আমরা বিপ্লবী, প্রাণের ভয় নেই আমাদের। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছি স্ূঁচ হয়ে ঢুকেছি, এটা কি একেবারেই অসম্ভব? আচ্ছা চলি বোন। ভুলবোনা তোমাদের, বিদেশী হ'য়েও এদেশের হতভাগ্য ছেলেদের জন্যে তোমার এই সহানুভূতির কথা, ভুলবোনা আমরা। ইংরেজ আমাদের শত্রু। সেই শত্রুর কন্যা হ'য়েও যে দরদ যে নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা দেখালে তাতে শ্রদ্ধায়

আমার মাথা নত হ'য়ে যাচ্ছে। জানিনা ইংরেজের হাত থেকে আর ফিরবো কিনা। তাই যাবার সময় আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছি বোন বিদায়—চলুন মিঃ হিউ—বন্দেমাতরম্

হিউ। কলিন্স!

কলিন্স। ইয়েস!

হিউ। কাম অন—ডোণ্ট বি নারভাস, রে' মরিয়াছে সুটরাং হামরা আউট অফ্ ডেঞ্জার। ( প্রতুলকে নিয়ে চলে যায় )

কলিন্স। ষ্ট্রেঞ্জ ইহারা কি মানুষ আছে? লোকে বলে হামরা বহুট ক্লেভার বাট নো—ইহাডের নিকট ইংরাজ জাতি অনেক অনেক শিশু ইয়েস জাস্ট লাইক এ বেবি— [ প্রস্থান ]

## অষ্টাদশ দৃশ্য

### "অদালত"

[ গৃহ মধ্যে কলরব চলিতেছিল। কেউ বলিল "হ্যাঁ বাবা বাঘের বাচ্চা বটে" কেউ বলিল "ঠিক করেছে শালাকে খুন করে"—এমন সময় আসিল "জজ সাহেব" তাহার পিছনে আর্দালি। জজ সাহেব আসনে বসিয়া বলিল "অর্ডার অর্ডার" গৃহ স্তব্ধ হ'লো। ]

জজ। আসামী কানাই ডাট এ্যাণ্ড সেট্যেন বোস—

আর্দ্দালী। আসামী কানাই দত্ত আর সত্যেন বোস—

**উন্নত মস্তকে দৃঢ় পদক্ষেপে কানাই সত্যেন আসিল ও কাঠ গোড়ায় দাঁড়াইল।**

জজ। আসামী দুইজনের বিরুদ্ধে মার্ডার—ডাকাতি—ছিনতাই

প্রভৃতির অভিযোগ আছে। বিশেষতঃ ৩১শে আগষ্ট রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার অভিযোগে টাহারা অভিযুক্ত ( কানাইকে ) আর ইউ গিল্টী অর নট ?

কানাই। হ্যাঁ গিল্টী!

জজ। হাপনার কোন প্লিডার আছে ?

কানাই। না তার প্রয়োজন নেই আমি অভিযোগ স্বীকার করছি।

জজ। টাহা হইলে স্বীকার করিতেছ যে তোমরা ডুইজনে নরেন গোঁসাইকে স্যুট করিয়াছ ?

কানাই। আমরা নয় আমি একা।

সত্যেন। কানাই!

কানাই। তুই থাম। ইয়োর অনার সত্যেন মিথ্যে কথা বলছে। সত্যেন নয় আমি একাই নরেনকে মেরেছি গুলি করে মেরেছি।

জজ। কেন ?

কানাই। কারণটা বলবোনা সাহেব—( ভেবে ) না না বলাই ভালো। দেশের লোক কীর্ত্তি কাহিনীর কথা জানুক—জানানো উচিত। বিশ্বাসঘাতক শয়তানটা আমাদের মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে একা বাঁচতে চেয়েছিল।

সত্যেন। হ্যাঁ মৃত্যুর ভয়ে এখান থেকে সে ইংলণ্ডে পালাতে চেয়েছিল।

কানাই। দেশদ্রোহী। আমরা ছেড়ে দিলেও দেশের লোকে তাকে মারতোই।

জজ। কিণ্টু টোমরা মারিলে কেন ?

কানাই। না মারলে বাইরে ও মরতোই। তাতে আরও কটা ছেলে ধরা পড়তো হয়তো—দলের অনেক ক্ষতি হ'তো—

জজ। ডলের জন্য উহাকে মারিলে ?

কানাই। হ্যাঁ আমরা তো মরবোই শয়তানটাকে নিয়ে তবে মরবো এই ছিল আমার প্রতীজ্ঞা।

জজ। ( রিভলবার দেখিয়ে ) ইহা কোঠায় পাইলে টোমরা ?

কানাই। বীর ক্ষুদিরামের অতৃপ্ত আত্মা ওটা আমাকে যুগিয়েছিল।

জজ। অলরাইট্ ( কিছুক্ষণ লিখিয়া ) বেশীর ভাগ জুরীদের রায় অনুযায়ী হামি ঘোষণা করিটেছি যে আসামী কানাই লাল ডাট্ ইজ গিল্টী টাহার মৃট্যুদণ্ড। টাহাকে আমৃত্যু ফাঁসিটে ঝুলানো হইবে। এখন অধিকাংশ জুরীর মটে সত্যেন নট গিল্টী প্রমানিট হওয়ায় টাহার কেশ হাইকোর্টে পুনর্বিচারের নিমিট্ট ফরওয়ার্ড করা হইল— [ দ্রুত প্রস্থান ]

কানাই। সাবাশ জজ সাহেব ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুইজন ঘাতক আসে ও দড়ির কাছে দাঁড়ায়।

[ কানাই ধীরে ধীরে ফাঁসির জন্য নির্দ্দিষ্ট দড়ির দিকে যায় ও ঘাতককে জিজ্ঞাসা করে ] এটা কি করে পরে ? [ঘাতক তাহা দেখাইল] বাঃ চমৎকার কিন্তু দড়িটা বড্ড কষা—একটু ঘষে নিলে হয় না ?—আচ্ছা তবে থাক ( দড়িতে হাত দেয় ) বিদায় বাংলা মা—বিদায় বাঙ্গালী বন্ধু বিদায় ( জহ্লাদ দড়ি পরাতে আসে ) না না থাক—তুমি আবার কষ্ট করবে কেন ? ও আমি নিজেই প'রে নিচ্ছি ! ( গলায় দড়ি পরে ) বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্ বন্দে—মা—ত—র—। ( কণ্ঠ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। অদূরে করুন সুর বেজে ওঠে )

য ব নি কা